সত্যবালা

সত্যবালা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

১৩৩১

মূল্য একটাকা নয় আনা

কলিকাতা
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, “মানসী প্রেস” হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সভ্যবালা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

বৈশাখ মাস পড়িতে না পড়িতেই কলিকাতায় অসহ্য গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। রৌদ্রের যেমন উত্তাপ, তেমনি তাহার ঔজ্জ্বল্য। দ্বিপ্রহরের সময় জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। হাত পাখার দাম দুই পয়সার স্থানে চারি পয়সা হইয়াছে, বরফের মূল্যও পরিবর্দ্ধিত। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক কারবার আরম্ভ হয় নাই, মানুষে পাখা এবং ঘোড়ায় ট্রাম টানিত। যাঁহাদের বাড়ীতে টানাপাখা আছে তাঁহারা পাখাকুলি খুঁজিয়া পাইতেছেন না; মধ্যাহ্নে রাজপথে বাহির হইলে স্থানে স্থানে ট্রামের ঘোড়া সূর্য্যাহত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট

করিতেছে দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন এমন গুমট করিয়া থাকে যে গাছের পাতাটিও নড়ে না। সন্ধ্যার পর, আটটা কি নয়টা বাজিলে তবে একটু বাতাস বহিতে আরম্ভ হয় ;—লোকে খোলা ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিয়া বলে—"আঃ—প্রাণটা বাঁচলো !"

এইরূপ একটি গ্রীষ্মের প্রভাতে, ভবানীপুরের কোনও অট্টালিকা-মধ্যস্থ দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুইজন যুবক কথোপকথন করিতেছিল। তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে। উভয়ে একটি টেবিলের দুইধারে উপবিষ্ট, সম্মুখে এক একটি চায়ের পেয়ালা।

যুবক দুইটীর মধ্যে একটির বয়স ত্রিংশৎবর্ষ হইবে। সেই গৃহস্বামী। ইংরাজি রাত্রিবসনের উপর একটি সুচিত্রিত জাপানী কিমোনো তাহার অঙ্গোপরি বিরাজ করিতেছে। পদদ্বয়ে তৃণ নির্ম্মিত চটী জুতা যোড়াটীও কিমোনোর ন্যায় জাপানী চিত্রে শোভিত। টেবিলের উপর ইজিপ্সিয়ান সিগারেটের একটী বাক্স রহিয়াছে। চা পান শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহস্বামী যুবক একটি সিগারেট ধরাইয়া, বাক্সটি অপর যুবকের দিকে ঠেলিয়া দিল।

দ্বিতীয় যুবকটী আগন্তুক। তাহার বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই। গাত্রে বাঙ্গালী পোষাক—সূক্ষ্ম ধুতির উপর একটী আদ্দির পাঞ্জাবী ; একটি রেশমী উত্তরীয় বসনের কিয়দংশ স্কন্ধদেশে জড়িত। লোকটি গৌরকান্তি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া

চুল। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল। ভাবভঙ্গি দেখিলে তাহাকে কবি বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

প্রথম যুবকের নাম হেমচন্দ্র কর, দ্বিতীয়টির নাম কিশোরী-মোহন নাগ। হেমচন্দ্র ধনিসন্তান—বহু সহস্র মুদ্রা ডিপজিট দিয়া কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ সওদাগরী আফিসে কেশিয়ারি কর্ম্ম লইয়াছে। কিশোরীমোহন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, বিশেষ কোন কাযকর্ম্ম নাই—মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রে কবিতা লেখে।

চা পান শেষ করিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইল, তাই হেমচন্দ্র কিমোনোটি খুলিয়া ফেলিল। পাখাকুলীকে সজোরে পাখা টানিতে আদেশ দিয়া বলিল, "আর ত কলকেতায় টেকা যায় না।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটির দরখাস্ত করেছিলে তার কি হল?"

"ছুটী পাব। বোধ হয় আসছে সোমবার থেকেই ছুটী পাব। কিন্তু এই ৪।৫দিনই বা কাটে কি করে?"

কিশোরী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, দার্জ্জিলিঙে এখন শীত কেমন?"

মুখ হইতে সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে হেম বলিল, "এই—অর্থাৎ এখানে পৌষ মাঘ মাসে যেমন হয়, সেই রকম আর কি!"

"রাত্রে লেপ গায় দিতে হয়?"

হেম হাস্য করিয়া বলিল, "বেশ দিতে হয়। দুখানা কম্বল সহ্য হয়।"

"বরফ দেখা যায়?"

"দূরে—মাঝে মাঝে দেখা যায় বৈ কি। তা, তোমার কবিতা লেখবার খুব সুবিধে হবে। কবিতার উপকরণ সেখানে যথেষ্ট পাবে।"

কিশোরী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? কি রকম?"

হেম গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "এই ধর, চারিদিকে শৈল-শ্রেণী—'উত্তুঙ্গ' মানে কি হে?"

কিশোরী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "উত্তুঙ্গ মানে খুব উঁচু।"

"তা হলে ঠিকই বলেছিলাম। চারিদিকে উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী। রবিকিরণে তাদের গা—"

কিশোরী বলিল, "মড়াদাহ কোর না—বরবপু বল। রবি-কিরণ সম্পাতে—"

হেম বলিল, "রাইট্ ও! রবিকিরণ সম্পাতে তাদের বর-বপু—বেশ সবুজ। এমারেল্ড যাকে বলে তার বাঙ্গালা কি?"

"মরকত মণি।"

"মরকত? বাঃ বাঃ—সুন্দর কথাটি। রবি কিরণ সম্পাতে তাদের বর বপু মরকত মণির ন্যায় কান্তি ধারণ করে। আবার মেঘোদয়ে তাদের দেহবর্ণ শ্যামায়মান হয়। 'শ্যামায়মান' কথাটা ঠিক হল ত? ব্যাকরণ ভুল হচ্চে না?"

"না, ঠিক হচ্চে—বলে যাও।"

"যখন সূর্য্যোদয় হয়নি, তখন তারা ধূসরাভ—যেন যোগী-ঋষিরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন।—কেমন বলছি?"

"বেশ বলছ। তার পর?"

"এই ত গেল জড় প্রকৃতির শোভা। তার পর চঞ্চল প্রকৃতি—অর্থাৎ পাহাড়ী ছুঁড়িগুলো—সিগারেট মুখে করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি এক একটা রঙ দেখেছি, প্রায় ইউরোপীয়দের মত পরিষ্কার—অথচ ওদের মত ফ্যাকাসে নয়, বেশ গোলাপী রঙ। কেমন, কাব্যকলা চর্চ্চার উপযুক্ত স্থান নয়?"

কিশোরী বলিল, "লোভনীয় বটে। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, একবার দার্জ্জিলিঙটে বেড়িয়ে আসি, কিন্তু সঙ্গীর অভাবেই এতদিন তা হয় নি। এবার বেশ আমোদে থাকা যাবে।"

হেম দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা ফেলিয়া নিজের দেহ চেয়ারে এলাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাপড় চোপড় সব তৈরি হল?"

"আজ বিকেলে দেবে বলেছে।"

"কি কি করালে?"

"একটা কাশ্মীরা সুট, দুটো ফ্লানেলের সুট, একটা ইভ্‌নিং ড্রেস, আর দুপ্রস্থ রাত কাপড়।"

"দুপ্রস্থ রাতকাপড় মাত্র? তাতে হবে না।"

কিশোরী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "কিছু ধুতি টুতিও সঙ্গে থাক্‌বে কি না।"

হেমচন্দ্র যদিও বিলাত প্রত্যাগত "সাহেব" নহে, তথাপি তাহার একটি সিভিলিয়ন জাঠতুতো ভাই আছে—সেই সুবাদে সে সাহেব। তখনকার দিনের বিলাত ফেরতেরা ধুতি পরাকে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করিতেন, হেমচন্দ্রও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। সে বলিল, "আরে না না—দার্জ্জিলিঙে আর ধুতি টুতি নিয়ে গিয়ে কায নেই।"

কিশোরী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা তবে আরও দুটো রাত কাপড়ের সুট তৈরি করতে দিই না হয়।"

"তাই দাও।"

কিশোরীমোহন লোকটা যতদুর সৌখীন, তাহার আর্থিক অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নহে। তাহার পিতা সামান্য কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই আয় হইতে কিশোরীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া যায়, চাকরি করিতে হয় না এই মাত্র। সে নিজে অবিবাহিত। আত্মীয়ের মধ্যে কেবল এক তাহার দাদা, তিনি পশ্চিমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মাতাও জীবিত নাই। তাহার স্কন্ধ সংসারভারশূন্য।

"তাই দাও"—বলিয়া পাখাওয়ালাকে হেমচন্দ্র বলিল, "সবুর।" পাখা থামিলে সে নিজে একটি সিগারেট ধরাইল, কিশোরীকেও একটি দিল। আবার পাখা চলিতে লাগিল।

কিশোরী কহিল, "কলার নেকটাইগুলো, হ্যাট ট্যাটগুলো কেনবার সময় তুমি সঙ্গে থাকলেই ভাল হয় হেম।"

"আচ্ছা, তোমায় আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কিনে দেবো এখন।"

কিশোরীমোহনের অপর কোনও বন্ধুবান্ধব এ সময় উপস্থিত থাকিলে বিস্মিত হইত। তাহারা এপর্য্যন্ত কেহই জানে না যে কিশোরীকে ভিতরে ভিতরে সাহেবী রোগে আক্রমণ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইংরাজ বেশধারী বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সে কত না বিদ্রূপোক্তি করিয়াছে—তাহাদিগকে স্বজাতিদ্রোহী—ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়-কাক ইত্যাদি কত কি বলিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহার একটা ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতাও কোনও এক মাসিক পত্রে ছাপা হইয়াছিল। সেই কিশোরীমোহন দার্জ্জিলিঙ যাত্রার প্রাক্কালে "মিষ্টার" বনিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে—বিস্ময়ের বিষয় বৈ কি! আহারাদি সম্বন্ধে তাহার হিঁদুয়ানী পূর্ব্ব হইতেই ছিল না। আজ বৎসর-খানেক হেমচন্দ্রের সঙ্গে জুটিয়া ছুরি কাঁটা চালানো বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহা গৃহাভ্যন্তরে—সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাট। বন্ধুবান্ধবের বিদ্রূপের আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত ইংরাজি পোষাক ধারণ করিতে সে সাহস করে নাই—এবার করিবে।

তাহার অন্তরে আরও একটি গোপন বাসনা আছে, তাহাও চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে। মনে মনে অনেক দিন হইতেই তাহার সাধ, বিলাতফেরত সমাজে একটু মেলামেশা করে। পোড়া ধুতি ও চাদরের শৃঙ্খল এতদিন কাটিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই এ সাধ আজিও অপূর্ণ আছে। এ সকল

বিষয়েও হেমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বাবধিই তাহার পরামার্শ স্থির হইয়া গিয়াছে।

বেহারা একখানি পত্র আনিয়া হেমচন্দ্রের হাতে দিল। পড়িয়া হেমচন্দ্র বলিল, "ভালই হল। ঘোষেরাও যাচ্চেন।"

কিশোরী প্রশ্ন করিল, "ব্যারিষ্টার মিষ্টার ঘোষ?"

"হ্যাঁ—তবে তিনি নিজে নন। হাইকোর্ট বন্ধ না থাকলে ঘোষ কেমন করে যাবেন? মিসেস্ ঘোষ আর তাঁর মেয়ে দুটি যাচ্চেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন আমি কবে যাব, তা হলে তাঁরাও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

কিশোরী বলিলল, "সে ত ভালই হয়।"

"খুব ভাল হয়। সেখানে গিয়ে মিসেস্ ঘোষের বড় মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রেমে পড়ব এখন, তুমি ছোটটির সঙ্গে পোড়—কি বল?"—বলিয়া হেম হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই মেয়ে দুটি বিখ্যাত সুন্দরী। কিশোরী ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইবে ইহা মনে করিতে তাহার বক্ষে আনন্দের হিল্লোল বহিল। তাহার ভাব দেখিয়া হেম বলিল, "আর তা যদি না পছন্দ হয়, তুমিই না হয় বড়টিকে বিয়ে করবে—আমি ছোটটিকে নেবো এখন।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী গলা ঝাড়িয়া বলিল, "তোমার ত কেবল মুখই সার। প্রেমে পড় কৈ? তোমার মত সুযোগ পেলে আমরা এতদিন কোন্ কালে বিয়ে থাওয়া করে ভদ্রলোক হয়ে যেতাম। তোমার

হৃদয়টি পাষাণের মত কঠিন; কন্দর্পের বাণ ওতে ঠেকে ডগা ভেঙ্গে ভোঁতা হয়ে পড়ে যায়।”

হেমচন্দ্র তখন ব্যঙ্গ করিয়া, নিরাশ প্রণয়ীর ন্যায় বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া করুণ স্বরে কহিল, “ভাই, আমার হৃদয় কঠিন? আমার হৃদয়ে ঠেকে কন্দর্পের বাণ ভোঁতা হয়ে পড়ে যায়? তা নয়, তা নয়। আমার হৃদয় মাখনের মত কোমল, কন্দর্পের চার পাঁচটি বাণ এতে বিঁধে রয়েছে।”

“অর্থাৎ?”

“অর্থাৎ আমি এমনই মূঢ় যে, এক সঙ্গে চার পাঁচটি তরুণীকে ভালবেসে ফেলেছি। কোন্‌টিকে প্রার্থনা করব কিছুই ঠিক করতে পারিনে—তাই এত দিনেও আমার আইবুড়ো নাম ঘুচলো না।”

এইরূপ হাস্য পরিহাসে নয়টা বাজিল। রৌদ্রতেজ প্রবল হইতেছে দেখিয়া সেদিনকার মত কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল। আগামী রবিবার দিন দার্জ্জিলিঙ যাত্রাই স্থির।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন।

আজ রবিবার। আজ কিশোরীমোহন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবে। আজ তাহার অত্যন্ত আনন্দের দিন। তাহার বহুদিনের আশা আজ ফলবতী হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; প্রথমতঃ দার্জ্জিলিঙ ভ্রমণ, দ্বিতীয়তঃ নব্য সমাজে অবাধ মিশ্রণ। কিন্তু তথাপি তাহার মুখমণ্ডল আজ যেন শুষ্ক, যেন চিন্তাযুক্ত। ইহার কারণ কি?

দার্জ্জিলিঙ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটি বিপৎসঙ্কুল পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ সূচিত হইল, তাহা ত সে এখনও অবগত নহে। ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্বাবধিই নাকি মানবচিত্তে নিজ ছায়াপাত করিয়া থাকে, তাই কি আজ কিশোরীর মনটা এমন বিষণ্ন? হইতে পারে। কিন্তু আরও একটা স্ফুটতর-কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, নব্যতন্ত্রের মহিলাগণের সহিত সে আজ প্রথম পরিচিত হইবে। তাই তাহার মনে একটা অশান্তির একটা আশঙ্কার রেখা পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় তাহার ব্যবহারে যদি তাহার আনাড়িত্ব প্রকাশ পায়? যখন হেমচন্দ্র প্রথম তাহাকে ইঁহাদের নিকট 'ইন্ট্রোডিউস' করিয়া

দিবে, সে সময়ে কি কি করা কর্ত্তব্য তাহা হেমচন্দ্র উত্তমরূপে শিখাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি ভুলচুক হইয়া যায়? তাহার ‘বাউ’ (শিরোনমন) যথানিয়মের অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎ অধিক বা কিঞ্চিৎ অল্প হইয়া পড়ে? কথাবার্ত্তায় যদি ইংরাজি কোনও শব্দ অশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হয়? পদ্মাবক্ষে জাহাজে সান্ধ্যভোজনের সময় হেমচন্দ্রের শিক্ষানুসারে মহিলাগণের প্রতি তাহার ‘মনোযোগে’ যদি কোনও ত্রুটি প্রকাশ পায়? এই কথায়, যদি তাঁহারা কিশোরীকে একটি ‘জানোয়ার’ বলিয়া ধার্য্য করেন? সেই বিখ্যাত সুন্দরী কুমারীদ্বয়ের চারি চক্ষু যদি তাহার অলক্ষিতে ঘৃণা ও বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য বিনিময় করিয়া লয়? যদি কাহারও গোলাপী অধরযুগল রুমালের অন্তরালে গোপনে একটু হাস্য করে?

এইরূপ দুশ্চিন্তায় প্রভাতকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে স্নানের সময় আসিল। কিশোরীর একটি কুকুর ছিল তাহার নাম টম বা টমি। ইদানীং কিশোরী তাহাকে আদর করিয়া মিষ্টার টম বলিয়াও ডাকিত। আজ নিজে স্নান করিবার সময় সে স্বহস্তে টমির গাত্রে উত্তমরূপে সাবান ঘষিয়া তাহাকেও স্নান করাইয়া দিল; কারণ টমিও তাহার সহিত দার্জ্জিলিঙ যাইবে। টমি তাহার বড় আদরের কুকুর। টমির যখন একমাস মাত্র বয়স, তখনই কিশোরী তাহাকে পুষিয়াছিল—সে আজ দুই বৎসরের কথা। তখন টমি ভেউ ভেউ করিতে পারিত না—শুধু কুঁই কুঁই করিত; ছুটিতে পারিত না, আস্তে আস্তে থপ্

থপ্ করিয়া চলিত। তখন দ্বিতলে শয়ন করিতে যাইবার সময় কিশোরী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ সিঁড়ি উঠিবার শক্তি তখন টমির ছিল না। প্রভাতে আবার কোলে করিয়া নীচে নামাইয়া আনিতে হইত। তখন টমি দুধ পাইলে চক্ চক্ করিয়া খাইত, ভাত কিংবা মাংস কিংবা বিস্কুট খাইতে জানিত না। সেই টমি এখন দুইবৎসরের হইয়াছে, পূর্ণ যুবা কুকুর।

অদ্য আহার করিয়া কিশোরী পাণ খাইল না—সুপারি ও লবঙ্গ মুখে দিল। সাহেবিয়ানার জন্য এই তাহার প্রথম ত্যাগ-স্বীকার। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মন এতই উত্তেজিত যে নিদ্রা আসিল না। ক্রমে একটা বাজিল। জিনিষপত্র পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা ছাঁদা দিল। এখন দুয়ার বন্ধ করিয়া সে পোযাক পরিতে আরম্ভ করিল। প্রধান সমস্যা নেকটাইটা নির্দ্দোষভাবে বাঁধা। দুই তিন দিন অভ্যাস করিয়া এ বিদ্যা তাহার কতকটা আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একা নেকটাই সে কতবার বাঁধিল কতবার যে খুলিল তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে যখন কতকটা পছন্দই হইল; তখন তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরপি দর্পণের সম্মুখে গিয়া নূতন উজ্জ্বল ষ্ট্র হ্যাটটি মাথায় দিয়া দাঁড়াইল। মোহিত হইয়া নিজের চেহারাটি দেখিতে লাগিল। তাহার পর, হেমচন্দ্র

যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে মহিলাগণের নিকট তাহাকে ইন্‌ট্রোডিউস্‌ করিয়া দিবে, তখন কিরূপ ভঙ্গিতে টুপীটি তুলিয়া শিরোনমন করিবে, বারংবার তাহারই মহলা দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিয়াছে, প্রথম আলাপে মহিলাগণ তাহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন—প্রথম আলাপে ইহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু যদি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ক্ষিপ্রহস্তে টুপীটি মস্তকে পুনঃ স্থাপন করিয়া করমর্দ্দন করিতে হইবে। সে সময় তাড়াতাড়িতে পাছে টুপীটি মাথায় সিধাভাবে না বসে তাই বারংবার কিশোরী সেটি অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় ছিল পাছে পরিচয় কালে টুপীটি তুলিতেই সে ভুলিয়া যায়। কোনও কোনও "আনাড়ী" সাহেব নাকি প্রথম প্রথম এরূপ ভুল করিয়া থাকে, তাই হেমচন্দ্র কিশোরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল। যদি ভুলিয়া যায়, তবে তাহার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না— তখন হাওড়ার পুলে গিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

টম এতক্ষণ বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার মনিবের দুয়ার বন্ধ। তাই সে কবাটে আঁচড়াইতে লাগিল।

কিশোরী দ্বার খুলিয়া দিল। টম প্রবেশ করিয়া, এই অদ্ভুত নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে অবাক্‌। অপরিচিত ব্যক্তি অন-

ধিকার প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া, কয়েক পদ পিছু হটিয়া দুই তিন বার ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। কিশোরী কুকুরের ভ্রম বুঝিয়া ডাকিল—"টম্।" কণ্ঠস্বরে টমের ভ্রম দূর হইল—লজ্জায় তখন সে অধোবদন। কাণ দুটি পশ্চাদ্‌ভাগে গুটাইয়া সবিনয়ে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

কিশোরী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "টমি কোথায় গিয়েছিলি? এত করে' সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার ক'রে দিলাম, এখনই ধূলো মেখে এসেছিস্?"

টম এ আদরে, তাহার পূর্ব্ব অসভ্যতার মার্জ্জনা হইয়াছে বুঝিয়া, মনিবের পদদ্বয়ের বস্ত্রাবরণ আঘ্রাণ করিয়া তাহার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—এ আবার কি সব পরা হয়েছে? এরকম ত কোনদিন দেখিনি!

কিশোরী কুকুরের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "টম, আজ আমরা কোথায় যাচ্চি তা জানিস্‌নে বুঝি? আজ আমরা দার্জ্জিলিঙ যাচ্চি।"

টম এ সংবাদে কোনও উৎসাহ প্রকাশ করিল না; কেবল ধীরে ধীরে লেজটা নাড়িতে নাড়িতে, মনিবের মুখের পানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেকালে শুনা যাইত, পশুপক্ষীরা ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে টম নিশ্চয়ই মিনতি করিয়া তাহার প্রভুকে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিতে নিষেধ করিতেছিল।

ক্রমে তিনটা বাজিল। কিশোরী গাড়ী ডাকাইয়া, জিনিষ-পত্র লইয়া, কুকুর লইয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিশোরী যখন শিয়ালদহে পৌছিল তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা গাড়ীতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ তখনও বড় একটা কেহ আসে নাই। কিশোরী নিজের জিনিষপত্র একটা কামরায় উঠাইয়া, কুলিদিগকে বিদায় দিয়া, চুরট মুখে পাৎলুনের পকেটে বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অত্যন্ত "সম্ভ্রান্ত" ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পদচারণা করিতে লাগিল।

আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ উঠিতেছে। কাল-বৈশাখীর পূর্ব্বলক্ষণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের দ্বারবান আসিয়া তাহাকে সেলাম করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব কাঁহা ?"

দ্বারবান বলিল, "হুজুর সাহেব তো হাম্‌কো লাগিজ-উগিজ সাথ ভেজ্ দিহিন হ্যাঁয়। সাহেব মালুম ঘোষ মেম সাহেবলোগকো সাথ আওয়েঙ্গে।"

ইহা শুনিয়া কিশোরী নিজ অধিকৃত কামরা দেখাইয়া দিল; দ্বারবান জিনিষপত্রগুলা তাহাতে উঠাইতে লাগিল।

আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, ঘোষ সাহেবের বিপুলকায় যুড়ীগাড়ী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। হেমচন্দ্র একলম্ফে অবতরণ করিয়া, মহিলাগণকে নামিতে সাহায্য করিতে লাগিল। মিষ্টার

ঘোষ একটা কন্‌সালটেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, তবে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিবেন আশ্বাস দিয়াছেন।

মেঘটা তখন একটু বাড়িয়াছে, বাতাসও একটু প্রবল হইয়াছে। কুমারীদ্বয়ের বাহুল্য বস্ত্রাদি ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া টেম্পেষ্ট নাটকে মিরান্দার চিত্র কিশোরী-মোহনের মনে পড়িল। সে বেড়াইতে বেড়াইতে প্ল্যাটফর্ম্মের বিপরীত প্রান্ত অবধি চলিয়া গেল। ইঁহারা আসিলে সে আবার এই দিকে আসিবে। এখনি দেখা হইবে, হেমচন্দ্র তাহাকে ইন্‌ট্রোডিউস করিবে। ভালয় ভালয় সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কিশোরী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দূর হইতে কিশোরী যখন দেখিল ইঁহারা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন সে ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

টুপী তোলার কথাটা মনে আছে ত ?—হাঁ, বেশ মনে আছে।

ঐ অদূরে ঘোষজায়া কন্যাদ্বয় সহ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের তিন জনেরই পরিধানে রেশমী শাড়ী—তবে ঘোষজায়ার শাড়ীখানি শুভ্রবর্ণ, মেয়ে দুইটির রঙীন। একখানি ঈষন্নীল, অপর খানি ফিকা বাদামী। ঘোষজায়ার মস্তকে একটি "ব্রাহ্মিকা" টুপী, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে একখণ্ড সুদীর্ঘ শিফঁ ঝুলিতেছে। কুমারীদ্বয়ের মস্তকার্দ্ধ কেবলমাত্র শাড়ীর প্রান্ত দ্বারা আবৃত—তাঁহারা ঐ শিফঁ টুপী পছন্দ করেন না, বলেন উহা পরিলে dowdy (বুড়ো বুড়ো) দেখায়।

কিশোরী ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার অনতিদূরেই যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে তাহা উপভোগ করার মত মনের অবস্থা এখন তাহার নহে।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হেমচন্দ্র ইংরাজিতে বলিল, "হেল্লো ভ্যগ, কতক্ষণ?"

"এই কতক্ষণ।" – কিশোরী দেখিল মহিলারা কেহ প্ল্যাটফর্ম্মের পানে কেহ অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বলিল, "Ladies, allow me to introduce my friend." (মহিলাগণ, আমার বন্ধুকে আপনাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিব, অনুমতি করুন)

এই কথা শুনিবামাত্র মহিলাগণ নিজ নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া, কিশোরীমোহনের মুখের দিকে চাহিলেন।

কিশোরী টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ঘোষ করপ্রসারণ করিলেন।

যথাশিক্ষা কিশোরী টুপীটি মাথায় বসাইয়া, তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাস আসিয়া হতভাগ্য যুবকের টুপী উড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফেলিল। টুপী প্ল্যাটফর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র বায়ুবেগে গড়াইয়া চলিল।

কিশোরী সেখান হইতে এক লম্ফে টুপীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। গড় গড় করিয়া টুপীও যত ছুটে, কিশোরীও ক্ষিপ্তের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে। আর এদিকে, "আমার মনিব কোথায় যায়"

ভাবিয়া টমি কুকুরটিও উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া কিশোরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

অনেকটা দূর গিয়া অবশেষে টুপী গেরেপ্তার হইল। তখন কিশোরী থামিয়া টুপী মাথায় পরিয়া, চিন্তা করিবার অবসর পাইল।

ছি ছি, ছি ছি, এ কি ঢলানটা ঢলাইলাম! এতক্ষণ তাহারা মুখে রুমাল দিয়া কত হাসিই না জানি হাসিতেছে। হেম ত পাখী পড়ানো করিয়া শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা সত্বেও টুপী মাথায় ভাল করিয়া বসাইতে পারি নাই। পারিলে, কখনই উড়িয়া যাইত না ছি ছি কি কেলেঙ্কারি! কি কেলেঙ্কারি! উঃ এ কালা মুখ তাহাদিগকে দেখাইব কোন্ লজ্জায়? 'নাগ' স্থানে 'ন্যগ' উচ্চারণ করিলেই বাঙ্গালী কি আর সাহেব হইয়া যায়?

দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কিশোরীমোহনের মস্তিষ্ক দিয়া এই প্রকার চিন্তাস্রোত বহিয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল হেমচন্দ্র তাহার সন্ধানে আসিয়াছে।

বন্ধুর সহিত কিশোরী ফিরিল। তাহার মুখচক্ষু লজ্জায়, ক্ষোভে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মহিলাগণের নিকট ফিরিয়া আসিবামাত্র মিস্‌ঘোষ বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিলেন, "আপনার টুপীটি জখম হয়নি ত মিষ্টার ন্যগ!"

কিশোরীর কণ্ঠস্বর তখন কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে সে বলিল, "না।"

হেমচন্দ্র বলিল, "ঝড় বাতাসের দিনে হ্যাট জিনিষটে সময় সময়

বড়ই ধোঁকা দেয়। সেই জন্যে আমি যখনই কোনওখানে যাতায়ত করি, দ্বিতীয় একটা-হ্যাট সঙ্গে নিই। একবার চলন্ত গাড়ী থেকে আমার হ্যাট উড়ে পড়ে গিয়েছিল, সেই অবধি আমি সাবধান হয়েছি।"

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর মন কতকটা শান্ত হইল। তবে হেমচন্দ্রের মত লোকেরও টুপী উড়িয়া যায়!

মিস্ বীণা বলিলেন, "মা, বাবার বিলেতে সেই টুপী উড়ে যাওয়ার গল্পটা বল না!"

ইহা কিশোরীর দগ্ধ হৃদয়ে যেন অমৃতসিঞ্চনের ন্যায় বোধ হইল। মিষ্টার ঘোষ, অমন প্রবল সাহেব, তাঁহারও টুপী উড়িয়া গিয়াছিল! এবং যেখানে সেখানে নয়, বিলাতে। তবে আর তার লজ্জাই বা কি দুঃখই বা কিসের?

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সে আমি তাঁর মত তেমন মজা করে বলতে পারবো না। তিনি ত এখনই আসবেন, তাঁকেই বলতে বলিস্।"

বীণা আবদারের স্বরে বলিল, "তিনি ক—খোন্ আসবেন, ততক্ষণ জুড়িয়ে যাবে। তুমিই বল মা!"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সেও ষ্ট্র হ্যাট। হবর্ণ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দমকা বাতাসে টুপী উড়ে গেল। এত হাওয়া যে টুপীটা রাস্তায় পড়েই ডাকগাড়ীর মত গড়াতে লাগলো। তিনিও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে টুপীর পিছনে ছুটলেন। সমুখে একখানা অম্নিবাস আসিয়াছিল, একটা পুলিসম্যান তাঁকে ধরে ফেল্লে, নইলে অম্নিবাসের

নীচে পড়ে প্রাণটা যেত আর কি! সেই অগ্নিবাসের চাকাতেই টুপীটা গুঁড়ো হয়ে গেল।”

হেমচন্দ্র বলিল, “কি সর্ব্বনাশ! তার পর?”

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, “সেখানে কাছাকাছি কোথাও টুপীর দোকান ছিল না, থাকলেও কেন্‌বার টাকা সঙ্গে ছিল না। খালি মাথায় আসেন কি করে? চট্ করে একটা ক্যাব ডেকে, তার মধ্যে ঢুকে বাসায় ফিরে এলেন।”

মিস্ ঘোষ বলিলেন, “মা, সেই ক্যাবির উপদেশটাও বলে দাও।”

ঘোষজায়া বলিলেন, “ক্যাবিটা আগাগোড়া সমস্ত দেখেছিল কি না। বাড়ী পৌছে দিয়ে ভাড়াটি নিয়ে বল্লে—মশায় টুপী উড়ে গেলে কি করতে হয় জানেন না? Pickwick Papers পড়ে দেখ্‌বেন।”

বীণা বলিলেন, “Pickwick বেচারীরও ঠিক ঐ বিপত্তি হয়েছিল কি না! সেই যে ছবিটে আছে, যখনই দেখি, হেসে আর বাঁচিনে। টুপী গড়িয়ে যাচ্চে, আর পিছু পিছু Pickwick—একে বুড়ো মানুষ, তায় মোটা—থপাস্ থপাস্ করে দৌড়চ্ছে। Pickwickএর সব ছবির চেয়ে সেইটেই আমার ভারি মজার লাগে।”

ইহা শুনিয়া কিশোরীর মন হইতে অবশিষ্ট গ্লানিটুকুও নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, “উপদেশটা কি?”

মিস্ ঘোষ বলিলেন, “উপদেশটা হচ্চে, রাস্তায় টুপী উড়ে

গেলে, খবরদার তার পিছু পিছু ছুটবে না। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকবে। আর পাঁচজনে যেমন হাসবে, তুমিও তেমনি হাসবে, যেন কত মজাই হচ্চে। তারপর কেউ টুপীটা ধরে' তোমার হাতে এনে দেবে এখন, তখন তাকে বলবে থ্যাঙ্কিউ।"

হেমচন্দ্র বলিল, "বাঃ বাঃ, এ উপদেশ মহামূল্য। ডিকেন্স, তুমিই ধন্য! আহা, ডিকেন্সের বই পড়লে যেমন সাংসারিক জ্ঞানলাভ হয়, তেমন আর কারও বই পড়লে হয় না।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "এ সব সাহিত্যালোচনা পরে হবে। এখন চল, আমরা গাড়ীতে উঠি।"

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি মেয়েদের গাড়ীতে উঠবেন না কি? চলুন না দামুকদিয়াঘাট অবধি একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "তোমাদের গাড়ীতে হয়ত একগাদা ইংরেজ উঠে পড়বে, সে দরকার নেই।"

হেম বলিল, "এখনও অনেক গাড়ী পূরো খালি রয়েছে। আমরা পাঁচ কালোমূর্ত্তি উঠে বসে থাকি আসুন, তা হলে কোনও ইংরেজ আর সে গাড়ীতে উঠবে না।"

মিস্ ঘোষ কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন, "আপনি আমাদের কালো বল্লেন মিঃ কার? আপনাদের সঙ্গে আমরা যাব না, যান।"

হেমচন্দ্র বলিল, "আপনি বুঝি রাগ করলেন?—এঃ—

পৃথিবীর কোনও খবরই রাখেন না? আমি আপনাদের একটু খোসামোদ করেই কালো বল্লাম বই ত নয়! আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানুষের সাদা রঙই কুশ্রী এবং অস্বাভাবিক। শ্যামবর্ণই সুন্দর, কেন না তা প্রকৃতির নিজের গায়ের রঙ। দেখুন আকাশ শ্যাম, পাহাড় শ্যাম, সমুদ্র শ্যাম, গাছপালা—"

মিস্ ঘোষ বাধা দিয়া বলিলেন, "বৈজ্ঞানিক, না কবি বলুন!"

হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল স্মরণ করিবার ভাণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। কবিই বটে, কবিই বটে।"

মিস্ ঘোষ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এবং সে কবিটি—আপনিই।"

হেম হাতযোড় করিয়া বলিল, "দোহাই আপনার! এ জীবনে অনেক পাপ করেছি বটে, কিন্তু ঐটি করিনি—কবিতা কখনও লিখিনি। সে যদি বলেন, তবে আমাদের এই নাগ-ভায়া।"—বলিয়া হেম, কিশোরীর পিঠ ঠুকিয়া দিল।

মিস্ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার ন্যগ, আপনি কবি?"

এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় কিশোরীর সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল, "আপনি ঐ অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করেন?"

বীণা বলিলেন, "নাগ? নাগ?—আপনার পূরো নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

কিশোরী উত্তর করিবার পূর্ব্বেই হেম বলিয়া দিল, "কিশোরীমোহন নাগ।"

শুনিয়া মিস্ ঘোষ বলিলেন, "ওঃ হো, তাই বলুন। শুধু মিষ্টার ন্যগ শুনলে বুঝবো কি করে? মাসিক পত্রে ত ওঁর কত কবিতা পড়েছি। এবারকার বঙ্গদর্পণে 'বসন্তে কুহুধ্বনি' কবিতা আপনিই ত লিখেছেন?"

কিশোরী মনে মনে পুলকিত হইয়া উত্তর করিল, "ও রকম করে যদি ধরেই ফেল্লেন, তবে আসামী কবুল জবাব করছে।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। এই হাসির মধ্যে মিষ্টার ঘোয আসিয়া পৌঁছিলেন।

কিশোরী তাঁহারও নিকট পরিচিত হইল। ক্রমে ভীড় হইতেছে দেখিয়া, মিসেস ঘোষ প্রভৃতিকে মহিলাকক্ষে উঠাইয়া দেওয়া হইল; কিশোরী ও হেমচন্দ্র অন্য কামরায় উঠিল।

বাঁশী বাজিল, নিশান উড়িল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই রকম।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, হেম ও কিশোরীকে বৈকালিক চা পানের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া ঘোষ গৃহিণী কন্যা দুইটি সহ দুইখানি রিক্‌শায় চড়িয়া জলাপাহাড়ে তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঘোষ সাহেব ক্রয় করিয়া তাহার নাম "ঘোষ ভিলা" রাখিয়াছেন। বাড়ী বন্ধই থাকে—চাকর ও মালীরা আছে। প্রতি বৎসর দুই এক মাস মাত্র ইঁহারা আসিয়া ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া যান। কিশোরীকে লইয়া হেমচন্দ্র জুবুলি স্যানিটেরিয়মের দিকে নামিয়া গেল।

আহারান্তে দুই বন্ধু নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা দুই ঘুমাইল। বেলা যখন সাড়ে চারিটা, তখন উভয়ে ফিটফাট হইয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশ্যে স্যানিটেরিম হইতে বাহির হইল। মেয়েদের সঙ্গে মেশা সম্বন্ধে পূর্ব্বের সেই আতঙ্ক কিশোরীর মনে আর নাই। গত রাত্রে পদ্মাবক্ষে এক ঘণ্টা ব্যাপী ডিনার ভোজনে, অদ্য প্রাতে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের হোটেলে চা পানের সময়, মিসেস্ ঘোষ ও তাঁহার মেয়েদুটির আচার ব্যবহারে সে ভীতিজনক কিছুই দেখিতে পায় নাই। বেশ অমায়িক ভাবে,

ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ের মতই মিষ্ট করিয়া, অপরের সম্ভ্রম রাখিয়া, বিনয়শীলতার সহিত তাঁহারা কথা কহিয়া থাকেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোনও ভাব তাঁহাদের মনে লুক্কায়িত আছে এমন কিছু লক্ষণ মাত্র বুঝা যায় না। সুতরাং জলাপাহাড়ে যাইবার পথে কিশোরীর মনটি বেশ হাল্কা, বেশ প্রফুল্লই রহিয়াছে।

জলাপাহাড় যাইতে অনেকটা চড়াই ভাঙ্গিতে হয়। চলিতে চলিতে কিশোরী হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল। চড়াই ওঠা হেমচন্দ্রের অভ্যাস ছিল, সে কিশোরীর অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। কিশোরী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "ওহে দার্জ্জিলিঙে এলে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তার কারণ এখানকার জলও নয় হাওয়াও নয়, এই মেহনৎ।"

হেম বলিল, "এবং এখানকার ভাল মাংস আর খাঁটি ঘি।"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট মেয়েটির নাম ত শুনলাম বীণা, বড়টির নাম কি ?"

হেম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? বড়টির বড় বড় চোখ দুটি তোমার ভিতরে কিছু ভাঙ্গচুর আরম্ভ করেছে না কি ?"

কিশোরী ব্যঙ্গভরে বলিল, "বিশেষ রকম। নইলে আর মানুষে মানুষের নাম জানতে চায় ?"

হেম বলিল, "বড়টির নাম সতী—সত্যবালা। পছন্দ হয়েছে ? সুবিধে হবে ?"

"কিসের সুবিধে ?"

"ঐ নামে কবিতা লেখবার ?"

"তিন অক্ষরে হলেই ভাল হত। চার অক্ষরের নাম পয়ারে চলে ভাল। আজকালকার নূতন ছন্দে—"

হেম বাধা দিয়া বলিল, "কেন ?

রতি কহে আহা তুমি ইন্দুবালা
দানব কুলের মণি।

—হেম বাঁড়ুয্যে লিখে গেছে।"

কিশোরী বলিল, "তা হলেও, সত্যবালা নামটা বেশ কাব্যগন্ধী নয়।"

হেম বলিল, "একটু ধর্ম্মগন্ধী। ঘোষ সাহেব বিলেত থেকে ফিরে এসে, বিবাহের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছিলেন; বিবাহের পর ঐটি প্রথম মেয়ে হল, কাযেই নামটি একটু ধর্ম্ম-গন্ধী হয়ে গেল। ঐ সময় ছেলে হলে খুব সম্ভব তার নাম হত জ্যোতিঃস্বরূপ।"

"তার পর ?"

"তার পর, ক্রমে সেই ভাবটুকু উবে গেল, তাই ছোট মেয়েটির নাম হল বীণা।"

"জ্যোতি ট্যোতি নিবে গেল? এখন, ঘোষ সাহেব কি? হিন্দু, না ব্রাহ্ম, না নাস্তিক, না অজ্ঞেয়বাদী, না কি ?"

হেম বলিল, "ডোণ্টকেয়ার বাদী।"

কিশোরী হাসিতে লাগিল। হেম বলিল, "তবে সেন্সাস্

অনুসারে হিন্দু। তুমি যদি বিবাহে শালগ্রাম শিলা রাখতে চাও, তাতেও আপত্তি হবে না।”

কিশোরী বলিল, “তুমি এমনি ভাবে কথা বলছ, যেন বিবাহের দিনস্থির হয়ে গেছে।”

“মতি স্থির করে ফেল শীগ্‌গির। এক মাস আমার ছুটী আছে, তারই মধ্যে শুভকার্য্যটা এই দার্জ্জিলিঙেই হয়ে যাক না।”

এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে উভয় বন্ধু “ঘোষ ভিলা”র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীটী বাংলো ধরণের। সম্মুখভাগে বাগান—মালী বাগানে কায করিতেছে। বাড়ীতে উঠিতেই প্রশস্ত বারান্দা—তথায় একটী বেতের চেয়ারে বীণা একখানি বহি হাতে বসিয়া ছিল। পরিধানে একখানি লেসপাড় রেশমী শাড়ী। চুলগুলি ফিরিঙ্গি খোঁপায় বাঁধা, তাহাতে একটি পল নীরো গোলাপ গোঁজা রহিয়াছে। ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া সহাস্যবদনে অভ্যর্থনা করিল।

বন্ধুদ্বয়কে লইয়া গিয়া বীণা ড্রয়িংরুমে বসাইল। বলিল, “মা আর দিদি, এসে পৌছে চারটি খেয়ে নিয়েই, ঘরদোর গোছাতে লেগে গিয়েছিলেন। ধূলোয় ধূলোয় দুজনের মূর্ত্তি যা হয়েছিল, দেখে আমি ত হেসে বাঁচিনে! এখন তাঁরা সাফসুতরো হবার জন্যে গোসল খানায় ঢুকেছেন—এলেন বলে।”

হেম বলিল, “আপনার গায়ে ধূলো লাগেনি ত?”

বীণা, এই কথার ভিতরকার শ্লেষটুকু বুঝিল—কিন্তু তাহা গায়ে

না মাখিয়া বলিল, "ধূলোকে আমি সত্যি বড় ডরাই। যদিও ধূলার শরীর একদিন ধূলায় মিশিয়ে যাবে জানি, তবু যতদিন পারি, ধূলো থেকে তফাৎ থাকতে চাই। আপনারা বসুন—সিগারেট ত আমাদের নেই, খাবেন কি?"

হেম বলিল, "সিগারেট আমাদের সঙ্গেই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘোষজায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। বেহারাকে ডাকিয়া তিনি চা প্রভৃতি আনিতে আদেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই চায়ের সরঞ্জাম আসিয়া পৌঁছিল। ঘোষজায়া বলিলেন, "এক এক পেয়ালা চা ততক্ষণ খান আপনারা। সতী লুচি ভাজছে—লুচি এলে আবার চা খাবেন। নতুন ঘরকন্না বলেই দেরী হল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে লুচি এবং সত্যবালা উভয়েই টেবিলে আসিয়া হাজির হইল। সতী একখানি কালাপেড়ে দেশী শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে একটি শাদা ব্লাউজ, পায়ে জাপানী ঘাসের চটিজুতা। বীণার রেশমী শাড়ী অপেক্ষা সত্যবালার শাদা শাড়ীই কিশোরীর চক্ষে মিষ্টতর লাগিল।

নানা গল্পগুজবের সহিত চা পান চলিতে লাগিল। সত্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত কিশোরীর কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মিষ্টার নাগ, আপনার আরও বোধ হয় অনেক কবিতা লেখা আছে যা এখনও ছাপা হয়নি?"

"আছে বৈকি।"

"ছাপা হবার আগে সেগুলি কাউকে আপনি দেখান না বোধ হয় ?"

হেম বলিল, "সমঝদার লোক পেলে দেখান বৈ কি। আপনি যদি দেখতে চান, আপনাকে নিশ্চয়ই দেখাবে। কি বল কিশোরী ?"—বলিয়া হেম হাস্য করিতে লাগিল।

কিশোরী একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "নিশ্চয়।"

স্থির হইয়া গেল, আগামী কল্য বিকালে কিশোরী তাহার কবিতার খাতাখানি আনিয়া সত্যবালাকে দেখাইবে।

বীণা এই সময়ে চোখে দুষ্ট হাসি মাখিয়া বলি, "দিদি, বলে দিই ?"

সত্যবালা রাগিয়া বলিল, "খবরদার।"

কিশোরী উৎসাহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও কবিতা লেখেন নাকি ?"

বীণা বলিল, "খুব লেখে, ঝুড়ি ঝুড়ি লেখে। দু তিন খানা খাতা আছে।"

শুনিয়া কিশোরীর মনটি সত্যবালার প্রতি সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি কবিতা লেখেন ? কোথাও ছাপান না ত !"

সত্যবালা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না তা ত জানিনে।"

কিশোরী আগ্রহের সহিত বলিল, "আমাকে দেখাবেন আপনার কবিতা ?"

"সে দেখাবার উপযুক্ত নয়। সে আমার ভারি লজ্জা করবে"

—ইত্যাদি কথায় সত্যবালা তাহার আন্তরিক আপত্তি জানাইতে লাগিল ; লজ্জায় তাহার গাল দুখানি লাল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া কিশোরী সেদিন আর বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, পরদিন সন্ধ্যায় ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া উভয় বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় সত্যবালা কিশোরীকে স্মরণ করাইয়া দিল, "আপনার খাতাখানি কাল নিয়ে আসবেন কিন্তু।"—রসিক লোকে অনায়াসে বুঝিবেন, এ তাগাদার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিবার পথে হেম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বোন দুটিকে কেমন লাগলো ?"

কিশোরী বলিল, "আমার একটা মস্ত ভুল ধারণা দূর হল। আমি ভাবতাম, এ সব মেয়েরা কেবল সাজগোজ করে, নভেল পড়ে, আর আমোদ করে বেড়ায়। এরা যে আবার গৃহকর্ম্ম করে, আসবাবের ধূলো ঝাড়ে, লুচি ভাজে, তা আমার ধারণাই ছিল না।"

হেম বলিল, "সবাই কি আর তাই করে ? দু'রকমই আছে হে, দু'রকমই আছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওসমান অবতার।

দুই সপ্তাহ কাটিয়াছে। আজ শনিবার, ঘোষসাহেব আজ কলিকাতা মেলে আসিয়া পৌঁছিবেন গত কল্য এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল।

এই দুই সপ্তাহে কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। দুইটি নবীন যুবক যুবতী, দিনের পর দিন নিভৃতে কাব্যালোচনা করিতে থাকিলে তাহার পরিণাম যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। কিশোরী ও সত্যবালা পরস্পরের প্রণয়ে মসগুল হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের প্রেমনিবেদন একটু নূতন ধরণের—মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলে না—নূতন নূতন কবিতায় আপন আপন মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে।

ভিতরে ভিতরে দুই জনের মধ্যে এই যে কাণ্ডটি হইতেছে, তাহা সত্যবালার মা বোন কাহারও অবিদিত নাই। তবে স্পষ্ট কথা এ সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। ঘোষ-গৃহিণী ইতিমধ্যে একদিন হেমকে একাকী পাইয়া কিশোরীর স্বভাবচরিত্র ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়াছেন। সেদিনও কোনও স্পষ্টকথা হয় নাই, কিন্তু কিশোরীর সহিত সত্যবালার বিবাহে ঘোষ-গৃহিণীর যে নিতান্ত আপত্তি হইবে না, ইহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে হেম

বুঝিতে পারিয়াছে। সে কিন্তু কিশোরীর নিকট এ সকল কোনও কথাই প্রকাশ করে নাই। তবে মাঝে মাঝে কিশোরীকে ঠাট্টা সে খুবই করে; বলে, "ওহে আর দেরী কেন, প্রোপোজ করে ফেল! আমার ছুটি যে ফুরিয়ে এল,—শুভসংবাদটা শুনে যাই—কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের কাছে খবরটা দিই!" এসকল ঠাট্টায় কিশোরী আজকাল আর কৌতুক বোধ করে না, বিষম গম্ভীর হইয়া থাকে।

হেম ও কিশোরী স্যানিটেরিয়মে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছে। টেবিল হেমের শয়নঘরেই পাতা হইয়াছে। আজ ঘোষ সাহেব পৌছিবেন। ঘোষগৃহিণী কন্যাদ্বয় সহ ষ্টেশনে আসিবেন—ইহারা দুইজনেও ষ্টেশনে যাইবে গতকল্য হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া আছে।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোষ সাহেব কতদিন থাকবেন শুনেছ কিছু?"

"এক হপ্তা থাকবেন। তাঁর সঙ্গে একটি বন্ধুও অতিথিস্বরূপ আসছেন যে!"

"কে?"

"মিষ্টার মল্লিক—মেদিনীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, রঙ্গপুরে বদলি হয়েছেন। জয়েনিং টাইম এক হপ্তা তিনি এখানেই নাকি কাটিয়ে যাবেন।"

কিশোরী বলিল, "কখন শুনলে? কৈ, এ সব কথা আমি ত কিছু শুনিনি।"

"তোমরা দুজনে যে তখন বারান্দায় বসে কাব্যালোচনায়—আর কি আলোচনায় তোমরাই জান—ব্যস্ত ছিলে।"—বলিয়া হেম হাসিল।

কিশোরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ওসমান জুটলো নাকি হে? জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, অল্প বয়স বোধ হয়? অবিবাহিত? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?"

"আলাপ নেই, তবে ঘোষেদের একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে তাঁর কথা শুনেছি। অবিবাহিত, তাও শুনেছি।"—বলিয়া হেম কিশোরীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ভয় কি? তুমি ত কেল্লা আগে থাকতেই ফতে করে' রেখেছ!"

কিন্তু কিশোরীর মন তাহাতে প্রবোধ মানিল না। সে মুখখানি ম্লান করিয়া ভোজন শেষ করিল। ভোজনান্তে, পোষাক পরিয়া দুইজনে ষ্টেশনে গিয়া প্লাটফর্ম্মে পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই কন্যাদ্বয়সহ ঘোষগৃহিণী আসিয়া পৌছিলেন।

ট্রেণ আসিলে, প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে ঘোষ ও মল্লিক অবতরণ করিলেন। মল্লিক সাহেবের বয়স ২৫।২৬ বৎসর। তিনি অত্যন্ত কালো এবং অত্যুগ্র সাহেব। বাঙ্গলা কথা মোটেই বলেন না। ঘোষ-গৃহিণী প্রথমে হেমকে, পরে কিশোরীকে মল্লিক সাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। হেমের বেলায় বলিলেন, "তুমি এঁর কাজিনকে জান বোধ হয়, পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ।" মল্লিক বলিলেন, "ও ইয়েস্—স্কার—এ ব্ল্যাটলিং গুড্ ফেলো।" করমর্দ্দন করিয়া হেমকে

বলিলেন, "গ্লাড্ টু মীট্ ইউ স্যঃ।" কিশোরীর বেলায় ঘোষজায়া বলিলেন, "ইনি একজন বেঙ্গলি পোয়েট্।" মল্লিক, তাচ্ছিল্য ভাবে কিশোরীর করমর্দ্দন করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "ওঃ।"— বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন; বীণা ও সত্যবালার সহিত আলাপ জমাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরদিন হেমের নামে মিসেস্ ঘোষের একখানি পত্র আসিল। হেম পত্রখানি পড়িয়া, ভৃত্যকে বলিল, "বৈঠো বাহর, জবাব মিলেগা।" বলিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া সিগারেট ধরাইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর হে? দেখ্ব?"—বলিয়া চিঠিখানি তুলিয়া লইল।

হেম তখন অগত্যা বলিল, "দেখ।"

কিশোরী পত্র পড়িল; ঘোষজায়া অদ্য অপরাহ্নকালে হেমকে টেনিস খেলিতে ও চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্বাক্ষরের নিম্নে পুনশ্চ দিয়া লিখিয়াছেন, "আশা করি আপনার বন্ধু মিষ্টার নাগও আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারিবেন।"

পত্র পড়িয়া কিশোরী একটু হাসিল।

হেম বলিল, "যাচ্ছ ত? লিখে দিই?"

কিশোরী বলিল, "পুনশ্চ হয়ে নাই বা গেলাম!"

একে গতকল্য হইতেই কিশোরীর মনটা তেমন ভাল নাই, তাহার উপর এই পুনশ্চ-কেলেঙ্কারি হেমের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া সে বলিল,

"ওটা কিছু নয়। যদি লাঞ্চের কি ডিনারের নিমন্ত্রণ হত তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। তুমি টেনিস খেল না তা তাঁরা জানেন কিনা, নইলে তোমার নামে আলাদা চিঠিই আস্তো।"

কিশোরী একটু ভাবিয়া বলিল, "থাক্গে আর কি হবে গিয়ে!"

হেম বলিল, "অ্যাঃ—এই তুমি প্রণয়ী? ছীছিঃ। যাকে ভালবাস তাকে দেখ্তে পাবে, সেটা কি একটা কম লাভ!"

কিশোরী আবার একটু বিষাদপূর্ণ হাসি হাসিল। বলিল, "আচ্ছা, লিখে দাও আমিও যাব।"

হেমচন্দ্র পত্রোত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"ছোটা পেগ"।

কিশোরীকে লইয়া হেমচন্দ্র যথাসময়ে "ঘোষ ভিলা"য় গিয়া দর্শন দিল। একদিকে মল্লিক ও সত্যবালা, অপর দিকে হেম ও বীণা খেলিবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া ছিল। পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই খেলা আরম্ভ হইল।

সামনের বারান্দায় চেয়ার পরিবেষ্টিত ছোট ছোট কতকগুলি টেবিল সাজানো ছিল। মিসেস ঘোষ কিশোরীকে বলিলেন, "আপনি ত খেলেন না; আসুন আপনি আর আমি এই বারান্দায় বসে খেলা দেখি।" বলিয়া তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া, নিকটে কিশোরীকে বসাইলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিটও নহে। —তৎপূর্ব্বেই "চায়ের কি করছে দেখে আসি।" বলিয়া কিশোরীকে একাকী ফেলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন।

কিশোরীর মনটা পূর্ব্বেই খারাপ হইয়া ছিল, সত্যবালাকে মল্লিকের সঙ্গে খেলিতে দেখিয়া তাহা আরও বিগড়াইয়া গেল। তাহাদের ইংরাজি বুলি এবং মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনি কিশোরীর কর্ণে যেন কর্ণশূল উৎপাদন করিতে লাগিল। মল্লিকের উপর রাগ হইল,—সাহেবিয়ানার উপরও রাগ হইল, খাইতে শুইতে বসিতে দৈনন্দিন ব্যাপারে যাহারা ইংরাজদের অন্ধ অনুকরণ

করে, তাহাদের অপরিসীম মূঢ়তা, অসহনীয় ধৃষ্টতা ও অমার্জ্জনীয় স্বজাতিদ্রোহিতা কিশোরীর মনকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ইংরাজ বেশধারী তাবৎ বাঙ্গালী সাহেব বিবিগণকে নর রাক্ষস ও নারী রাক্ষসী বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। সে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, কলিকাতায় ফিরিয়া নিজের এই ইংরাজি কাপড় চোপড়গুলা পুঁটুলি বাধিয়া লইয়া গিয়া ধাপার মাঠে বিসর্জ্জন দিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।

একবাজি খেলা শেষ হইলে, খেলোয়াড়গণ হাস্য কোলাহল করিতে করিতে বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। তখন মিসেস্ ঘোষও আসিয়া আবার দর্শন দিলেন। মল্লিক সাহেব সিগারেট কেস খুলিয়া হেমের সম্মুখে ধরিলেন; হেম একটি তুলিয়া লইলে, তিনি নিজে একটি মুখে করিয়া কেসটি খট্ শব্দে বন্ধ করিয়া পকেটে ফেলিলেন; আগন্তুক হতভাগ্য "বেঙ্গলি পোয়েট"এর পানে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। "বয়" একটি ট্রের উপর কয়েকটি সোডা ও লেমনেডের বোতল এবং গ্লাস ও বরফদানি সজ্জিত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সতী ও বীণা লেমনেড লইল, হেম সোডা লইল; মল্লিক, ঘোষজায়ার পানে চাহিয়া বিনীত হাস্যের সহিত বলিল—"A chota peg, if I may."

গৃহিণীর ইঙ্গিত পাইয়া, টেবিলের উপর ট্রেখানি নামাইয়া রাখিয়া বয় সুরা আনিতে ছুটিল। গৃহিণী কিশোরীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "আপনি কিছু নিচ্ছেন না, সোডা কি লেমনেড?"

কিশোরী একটু কাষ্ঠহাসি মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি ত খেলিনি, আমার পিপাসাও পায়নি।"

বয়, হুইস্কিপূর্ণ ডিক্যাণ্টর আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। মল্লিক, একটা গ্লাস লইয়া তাহাতে আউন্স তিনেক ঢালিয়া লইলেন। কিশোরী নিরীহ লোক, ছোট বড়র তারতম্য তাহার জ্ঞানের অতীত। কিন্তু হেম মনে মনে বলিল—"দাদা, ঐ তোমার ছোটা পেগ, না জানি তোমার বড় কেমন!"

সত্যবালা মাঝে মাঝে কিশোরীর পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। বীণা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার নাগ, আপনি এমন গম্ভীর যে আজ? কোনও নূতন কবিতা ভাবছেন বুঝি?" হেম পকেট হইতে নিজ সিগারেট কেস বাহির করিয়া কিশোরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "ওহে ভাবের গোড়ায় একটু ধোঁয়া দাও, কবিতা খুলবে ভাল।"—কিশোরী সিগারেট লইল, বীণার টিপ্পনীর কোনও উত্তর দিল না।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "তোমরা আর একবার খেলবে ত? খেলে নাও—নইলে শেষে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" সকলে উঠিয়া আবার খেলিতে গেলেন।

খেলা শেষে চা পানান্তে দেখা গেল, বেড়াইতে যাইবার আর সময় নাই। ঠাণ্ডা পড়িতেছে দেখিয়া ভিতরে গিয়া সকলে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ গল্প গুজবের পর হেম বিদায় চাহিল; যথাযোগ্য অভিবাদনাদি সমাপন করিয়া কিশোরীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝিয়া হেম তাহার সহিত পথে বেশী কথা-বার্ত্তা কহিল না।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া নিজ ঘরে গিয়া, লম্ফমান্ টমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া, তাহাকে খানিক আদর করিয়া, হাত মুখ ধুইয়া কিশোরী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। পরে হেমের ঘরে গিয়া বসিয়া, একথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁহে, ঘোষেরা ঐ মল্লিককে জামাই কর্‌বার চেষ্টায় আছে নাকি?"

হেম বলিল, "কিসে বুঝলে?"

"টেনিসে সতীই যে মল্লিকের জুড়ি হল সেটা কি আকস্মিক দৈব ঘটনা, না গভীর অভিসন্ধির ফল?"

হেম একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ—সেটা কিছু নয়। মল্লিক এখন হল ওদের বাড়ীতে মান্য অতিথি, সুতরাং বড় মেয়েটিই ত তার সঙ্গে খেলবে। ওটা সামাজিক শিষ্টাচার ছাড়া অন্য কিছুই নয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বদেশী পাণ ও জর্দ্দা।

মল্লিক সাহেব যে কয়দিন দার্জ্জিলিঙে রহিলেন, কিশোরী আর জলাপাহাড়ের পথ মাড়াইল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ কয়দিনে, হেমের বা কিশোরীর চায়ে বা ডিনারে ঘোষ ভিলায় কোনও প্রকার নিমন্ত্রণও হইল না—যদিও প্রথম দুই সপ্তাহ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লাগিয়াই থাকিত। যাহা হউক, আগামী কল্য কলিকাতা মেলে মল্লিক ও ঘোষ উভয়েই দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিবেন, হেম আজ তাই বৈকালে উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে।

টমিকে সঙ্গে লইয়া কিশোরী আজ একাকীই বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত। শ্রাবারি অতিক্রম করিয়া ক্রমে বার্চ্চ হিলের নিকট পৌঁছিল। পাহাড়ে উঠিয়া শ্রান্ত দেহে একটা প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। এ কয়দিন ক্রমাগতই সে ভাবিয়াছে। মল্লিক আসিবার পূর্ব্বে, সত্যবালার প্রতি কিশোরী একটা আকর্ষণ অনুভব করিত এবং এই লইয়া হেম তাহাকে নানা সময়ে নানাপ্রকার পরিহাসও করিয়াছে সে সব তাহার মিষ্টই লাগিত—তবে

তখন সত্যবালার প্রতি তাহার মনের ভাবটা ছিল, 'যদি হয় ত মন্দ কি?' অন্তরের মধ্যে বেশ পাকাপাকি ভাবে সতীকে সে আপন জীবনসঙ্গিনী বলিয়া তখনও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এ কয়দিনে তাহার মনের ভাব একটা বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সতীকে তাহার চাই—সে নহিলে কিছুতেই তাহার চলিবে না—জীবনটা মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া যাইবে।—তাহাকে পাইলে, আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, জীবন তখন শোভাময় সৌরভময় কুসুমোদ্যানে পরিণত হইবে বলিয়া কিশোরীর বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রথম দুই একদিন শুধু মল্লিকের উপর নহে, সতীর উপরেও তাহার অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, মল্লিককে পাইয়া আমাকে সে ভুলিল? অসার অপদার্থ রমণীহৃদয়!—তাহার পর সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, সতীর অপরাধ কি? মল্লিকের জুড়ি হইয়া সে টেনিস খেলিয়াছে, ইহার অধিক ত কিছুই নহে! হেম ঠিক বলিয়াছে, ইহা একটা সামাজিক শিষ্টতা মাত্র। বাড়ীর বড় মেয়ে, তাই সে "মান্য অতিথি"র সহিত খেলিয়াছে, ইহাতে আর মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হইয়া গেল? ইহা হইতে কেমন করিয়া প্রমাণ হয় যে সতী আমাকে ভুলিয়া মল্লিকের প্রতি ঢলিয়া পড়িয়াছে? বীণাও ত হেমের সঙ্গে খেলিয়াছে, সুতরাং হেম ও বীণা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ এমন হাস্যজনক সংশয় ত কাহারও মনে আসে নাই!

তবে একটা কথা কিশোরীর মনে হইয়াছে—হয়ত সতীর

মা বাপের ইচ্ছা হইয়া থাকিতে পারে যে, মল্লিকের সঙ্গেই মেয়ের বিবাহটি হয়। উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা বোধ হয় তাঁহারা করিতেছেন। নচেৎ মল্লিককে সঙ্গে আনিয়া এক সপ্তাহ কাল বাড়ীতে রাখিবারই বা তাৎপর্য্য কি? মনে মনে বলিল, "হতভাগা! তুই মেদিনীপুর থেকে রঙ্গপুরে বদলি হয়েছিস, দশ দিন ছুটি পেয়েছিস, বেশ ত—এখানে মরতে এলি কেন? তোর কি মা বাপ, ভাই বোন, খুড়ো জ্যেঠা মাসি পিসি কোনও চুলোয় কেউ নেই—সেইখানে গিয়ে ছুটি কাটালে কি চলতো না? না, তারা বুঝি ড্যাম নেটিব, তাই তাদের পছন্দ হয় না? তাদের বাড়ীতে টেনিস, কোর্টও নেই, 'ছোটা পেগ'ও তারা যোগাতে পারে না! যমের অরুচি!"

এই সময়ে নিম্নে গিরিপাদমূলস্থ পথের উপর কিশোরীর দৃষ্টি পড়িল। কত সাহেব মেম, কত আয়া, ছেলে মেয়ে, কত বাঙ্গালী বাবু চলিতেছে—তাহার মধ্যে ঐ যুগলে যুগলে চলিয়াছে, উহারা কারা? ঘোষ সাহেবেরা না? তাহারাই ত! আগে আগে সস্ত্রীক ঘোষ সাহেব, তৎপশ্চাৎ হেম ও বীণা, এবং সব শেষে মল্লিক ও সত্যবালা। কিশোরী এক দৃষ্টে মল্লিক ও সত্যবালার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মনটা তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভাবিল বাঃ বাঃ—যোড়টি যে দেখছি এখনও ভাঙ্গে নি।—কন্যাটিকে গতাইবার জন্যই পাষণ্ড ঘোষ সাহেব যে মল্লিককে জুটাইয়া দার্জ্জিলিঙে আনিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কিশোরীর আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। গভীর অভিমানে সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"তা তো হবারই

কথা। ও হল একটা সিভিলিয়ন,—আর আমি হলাম কি? না, "ন্যাকড়া পরা একটা বেঙ্গলি পোয়েট্! সিভিলিয়ন জামাই পেলে বেঙ্গলি পোয়েট আর কোন্ মা বাপ চায় বল! কিন্তু সে চুলোয় যাক্। সতীর মনের ভাবটা কি? সেও কি ঐ বাঁদরটাকে পছন্দ করেছে?"

অতি অল্পক্ষণেই পথের বাঁকে তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। কিশোরী অনেকক্ষণ সেখানে ভূতগ্রস্তের মত বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইলে সে উঠিল, ধীর পদে স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, হেম তখনও ফেরে নাই।

রাত্রি ৮টা বাজিল। তখনও হেমের দেখা নাই।

৯টার সময় স্যানিটেরিয়মের পরিচারক আসিয়া হেমের ঘর বন্ধ দেখিয়া, কিশোরীর ঘরেই আহারের জন্য টেবিল সাজাইতে লাগিল। কিশোরী একাকী বসিয়া ভোজন সমাধা করিল। টমিকে খাওয়াইয়া, আরাম চেয়ারে পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ভাবিতে লাগিল, হেম নিশ্চয়ই সেখান হইতে খাইয়া আসিবে। আজ আমি সঙ্গে নাই, কোনও আপদ নাই, 'পুনশ্চ' যুড়িবার বালাই নাই। এ কয়দিন, কেবল আমার ভয়েই হেমকেও তাহারা নিমন্ত্রণ করিতে পারে নাই। আজ হেমটাও এমনি পেটুক, লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তথাপি হেমের দেখা নাই।

"ঘোষভিলা"য় এ সময় কি হইতেছে তাহাই কিশোরী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। ডিনার শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে

আসিয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়াছে, গল্প গুজব হইতেছে। মল্লিক হয়ত এখনও 'পেগ' চালাইতেছে, আর সুরারক্তিম লুব্ধনেত্রে সতীর পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উঃ—অসহ্য! মাঝে মাঝে সতী এবং মাঝে মাঝে বীণা বোধ হয় পিয়ানোয় বসিতেছে। আজ আর রবিবাবু দ্বিজুরায় সেখানে কল্‌কে পাইবেন না—"মান্য অতিথি" মল্লিক সাহেব কি বাঙ্গালা গান সহ্য করিতে পারিবেন? ভূতের কাছে রামনাম! আজ সব ইংরাজি গৎ বাজিতেছে—কথাবার্ত্তা সমস্তই আজ ইংরাজিতে। লজ্জাও নাই এই সব সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভগণের!—হঠাৎ নিজের পোষাকের উপর কিশোরীর নজর পড়িল। ভাবিল, ছি ছি, আমিও ত বাঁদর সাজিয়াছি। কি মোহ! কি মরীচিকা! হেমের ভুজঙে পড়িয়া, একখানা ধুতিও সঙ্গে আনি নাই যে বাহির করিয়া পরি—পরিয়া ভদ্রলোক সাজি। হ্যাঁ দাঁড়াও এক কায করি—

কিশোরী হাঁকিল—"বেয়ারা।"

"হুজুর"—বলিয়া ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

"দেখো, হিঁয়া পাণ হায়? পাণ—পাণ—পাণখিলি?"

বেহারা বলিল, "হাঁ হুজুর, অর্থোডাক্‌মে পাণ হায়। লে আওয়েঁ?"—স্যানিটেরিয়মে দুইটি বিভাগ আছে—হিন্দু (অর্থোডক্স) বিভাগ এবং সাধারণ বিভাগ। আহারাদিতে যাঁহারা ইংরাজি ভাবাপন্ন, তাঁহারা সাধারণ বিভাগে থাকেন।

কিশোরী বলিল, "যাও।"

বেহারা চলিয়া গেলে সে অস্ফুট স্বরে বলিল—"হাঁ, আমি

পাণ খাব। খুব করকে পাণ খাব—তোমরা পেগ খাও, আমরা স্বদেশী পাণ খাব—জর্দ্দা দিয়ে পাণ খাব—দেখি কে আমার কি করতে পারে! তোর সাহেবিয়ানার মাথায় মারি ঝাড়ু!" বিদ্যুদ্‌-বেগে বারান্দায় বাহির হইয়া কিশোরী আবার ডাকিল—"বেয়ারা!"

বেয়ারা তখনও সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায় নাই, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কিশোরী বলিল, "পাণ লাও। আওর দেখো, থোড়া জর্দ্দা মিলে তো সো ভি লাও।"

"বহুৎখু"—বলিয়া বেহারা পুনঃ প্রস্থান করিল। পাঁচ মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিল। একটি চায়ের পিরিচে চার খিলি পাণ, তাহার পাশে কতকগুলি কালো গুঁড়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। "ঠিক হায়।"—বলিয়া কিশোরী ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, এক খিলি পাণ এবং কিঞ্চিৎ জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া দিল।

জর্দ্দা ইতিপূর্ব্বে কিশোরী কোনওদিন সেবন করে নাই। ফলে, অতি শীঘ্রই তাহার গা ঘুরিয়া উঠিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তখন সে বাথরুমে গিয়া থু থু করিয়া মুখ-স্থিত সমস্ত পদার্থটা ফেলিয়া দিয়া, কুলকুচু করিয়া, মাথায় ও দুই রগে জল থাবড়া দিয়া শয়ন ঘরে ফিরিয়া আসিল। সোরাই হইতে এক গ্লাস শীতল জল ঢালিয়া ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া পান করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ বোধ করিল। সেই কালো পদার্থটির পানে চাহিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কম নও! তুমি জর্দ্দা নও—স্যানিটেরিয়ম থেকে নিশ্চয়ই জর্দ্দা সরবরাহ হয় না, তুমি উড়িয়া বামুন ঠাকুরের গুণ্ডি। নমস্কার তোমার পায়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ।

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। হেম আসিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া, কিশোরী শয়নের আয়োজন করিল। পোষাক খুলিয়া, রাত্রিবসন পরিধান করিল। আলো নিবাইতে যাইবে, এমন সময় বাহিরে হেমের পদশব্দ শুনা গেল।

মুহূর্ত্ত পরে হেম প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি হে, এখনও ঘুমাও নি ?"

কিশোরী দেখিল, হেমের চক্ষু দুইটি আরক্ত। জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী যে! পেগ্ টেগ্ খুব চলছিল নাকি ?"

হেম একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেরী হয়ে গেল—ওঁদের সঙ্গে দেখা করে ফিরবো, বল্লেন চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বার্চ্চহিল ঘুরে, ম্যালের কাছে এসে বল্লাম আমি তবে নেমে যাই ? ঘোষ বল্লেন এস, পটলাক্ (pot luck) খেয়ে বাড়ী যেও।"

কিশোরী বলিল, "পট্‌লাক্ কি ? এক ভাঁড় মদ ?"

হেম বলিল, "দূর পাগল! পট্ মানে হাঁড়ি! অর্থাৎ আমাদের হাঁড়িতে যা ক্ষুদকুঁড়ো আজ রান্না হয়েছে তাই দুটি খেয়ে

যেও। বিনা নিমন্ত্রণে কাউকে খেতে বল্লে ঐ রকম করে বলা হয়—বিনয় আর কি !"

কিশোরী বলিল, "ওঃ, খুব বিনয়ী ওঁরা ! তা বেশ। ভোজনটা কি রকম হল ?"

"তা, পরিপাটি রকমেই হল। ভোজনের পর, হেতুটা জানতে পারা গেল। খানা কামরা থেকে উঠে সকলে ড্রয়িং রুমে যাচ্ছিলাম, ঘোষ আমার কুনুই ধরে বল্লেন, "হেম আমার ঘরে এস একটু কথা আছে।"

কিশোরী এতক্ষণ নিতান্ত উদাসীন ভাবেই হেমের কাহিনী শুনিতেছিল, এইবার তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া, হেমের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে ?"

হেম বলিল, "ঐ বাড়ীতে একটি ছোট কামরা আছে, সেটি ঘোষ সাহেবের ষ্টাডি। সেইখানে আমায় নিয়ে গিয়ে তিনি বসালেন। বেয়ারা, একটা ট্রেতে হুইস্কির ডিকাণ্টর, একটি সোডাজলের সাইফন্ এবং দুটি গ্লাস রেখে চলে গেল। ঘোষ সাহেব নিজে একটি পেগ ঢেলে নিলেন, আমাকেও একটা ঢেলে দিলেন। তিন চুমুক পান করে গ্লাসটি নামিয়ে রেখে বল্লেন—ইংরাজিতেই সব কথাবার্ত্তা—বল্লেন হেম, তুমি ত জান, আমার দুটি মেয়ে আছে, দুটিই বড় হয়েছে।" বলিয়া হেম কিশোরীর টেবিলস্থিত সিগারেট কেস হইতে একটি সিগারেট লইয়া মুখে দিল।

কিশোরীর বুকটি দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঘোষ নিশ্চয় বলিয়াছেন, "বড় মেয়েটির ত কিনারা হয়ে গেল, মল্লিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্চে, ছোটটিকে তুমি বিয়ে করলেই আমি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাই।" কিশোরী উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হেমের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিয়া হেম বলিতে লাগিল, "দুটি মেয়েই বড় হয়েছে, দুটিই বিবাহযোগ্য বয়সে এসে পৌঁছেছে ঘোষের এই কথা শুনে, বুঝেছ কিশোরী, আমি ভাবলাম, আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নিশ্চয়ই বুড়ো আমাকে তার জামাই করবার প্রস্তাব করবে।"

কিশোরী বলিল, "করলেও তাই?"

হেম ব্যঙ্গ ভরে নিজ ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "এ ফাটা কপালে কি অমন সুযোগ ঘটে ভাই? বুড়ো বল্‌লে—জান ত হেম, সতীর বয়স, এই উনিশে পড়েছে। পিয়ানোই বাজাক, আর রিঙ্কে স্কেটিংই করুক—বাঙ্গালীর মেয়ে। মল্লিক ছোকরা সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছে, বেশ বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ, ক্রমে নিজের বেশ উন্নতি করে নিতে পারবে; ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আগেই বুঝেছিলাম, সতীর উপর ওর ঝোঁক আছে। তাই এবার হাইকোর্ট কামাই করে, ব্রিফগুলো একে তাকে বিতরণ করে মল্লিককে নিয়ে এখানে এলাম। এ কদিন মল্লিক যথাসাধ্য সতীর মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টাও করেছে;—কাল 'প্রোপোজ' করেছিল, কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে হেম, সতী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

"অ্যাঃ"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কিশোরী চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। হেম তাহার দিকে চহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। আত্মচাঞ্চল্যে একটু লজ্জিত হইয়া, কিশোরী আবার বসিয়া নিম্নতর স্বরে বল্লিল, "অ্যা? বল কি হে? একটা সিভিলিয়নকে প্রত্যাখ্যান? আজকালকার বাজারে? এটা যে—এটা যে—কি বলে গিয়ে—আশাতিরিক্ত! কি বল হেম?"

কিশোরীর মুখের ভাবে, কথার ভঙ্গিতে হেম বুঝিল, এই খবর-টুকুর উপরেই কিশোরী নিজের আশা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছে। বলিল, "এইটুকু শুনেই তুমি সপ্ত স্বর্গে চড়ে বোসো না হে। তার পর বুড়ো কি বল্লে শোন। বল্‌লে—আমার বিশ্বাস, তোমার ঐ বন্ধু কিশোরীমোহনের দিকে সতীর মন ঝুঁকেছে, তাই সে মল্লিককে প্রত্যাখ্যান করলে। মিসেস ঘোষের কাছে শুনলাম এবার দার্জ্জিলিঙে পৌঁছে দু' হপ্তা ধরে দুজনে প্রায় প্রতিদিন অনেক খানি করে সময় একত্রে কাটিয়েছে, নিরিবিলিতে বসে' বসে' কবিতা টবিতা আউড়েছে—এই সব করে,' এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। গিন্নীকে খুব বকলাম। তিনি ত চুপ করে রইলেন। সতীকেও ডেকে খুব বকলাম্। জিজ্ঞাসা করলাম কিশোরী কি তোকে প্রোপোজ করেছে? সে বল্লে, না। অনেক জেরা টেরা করলাম। বল্লে, সে যাই হোক, মিষ্টার মল্লিককে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না বাবা!—বলে' কাঁদতে কাঁদতে চলে' গেল।"

খুসীতে কিশোরীর মনটা ভরিয়া উঠিল। মনে মনে সে এই সুসংবাদটি উপভোগ করিতে লাগিল। হেম চুপ করিয়া কি যেন

ভাবিতেছিল। ক্ষণপরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কথা হল না কি ?"

হেম ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ, হল বৈকি! ঘোষ বল্লেন, তুমি সতীরও বন্ধু, কিশোরীরও বন্ধু। দুজনকেই বেশ করে বুঝিয়ে বোলো, তারা যেন এ ছেলেমানুষী কল্পনা—এ দুর্ব্বুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করে, কারণ আমি বেঁচে থাকতে কখনও এ বিবাহে মত দেবো না। আর"—বলিয়া হেম চুপ করিল।

কিশোরী বলিল, "আর কি, বলেই ফেল না। আমায় যদি কোনও গালমন্দ দিয়ে থাকেন, তা শুনতে আমি প্রস্তুত আছি ; বল।"

হেম বলিল, "ঘোষ তোমায় 'বাড়ী বন্ধ' করেছেন। আমায় বল্লেন, তোমার বন্ধুকে কোনও দিন আমাদের বাড়ীতে আর নিয়ে এস না ; তাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে দিও, এ বাড়ী তার পক্ষে বন্ধ, সে যেন আর না আসে। দেখাশুনো বন্ধ হলেই ক্রমে সতীর মনটি সুস্থ হতে থাকবে কিছুদিন পরে ওসব পাগলামী সে ভুলে যাবে। মল্লিক অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে।"

শেষের এই সংবাদ শুনিয়া কিশোরীর, মনটি অনেক খানি দমিয়া গেল। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "যো হুকুম!"

হেম নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "দেখ, আমার মনটা বাস্তবিক বড় বিগড়ে গেছে। দার্জ্জিলিঙ আর আমার ভাল লাগ্‌ছে না। ঘোষ, মল্লিক কাল যাচ্ছেন, কাল আর আমি যাব না ; গেলে ওদের সঙ্গেই যেতে

হবে, সেটা ভাল লাগবে না। পর্শু আমি এখান থেকে রওয়ানা হচ্চি। তুমিও যাবে ত?”

কিশোরী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, “ভেবে দেখি।”

হেম তখন উঠিয়া, গুড্‌নাইট্‌ বলিয়া, নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

নানা চিন্তায় কিশোরী সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। অবশেষে সে মনে মনে স্থির করিল, আমি যখন সতীকে ভালবাসি এবং সতী যখন আমাকে ভালবাসে, তখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িব না—তাহাকে আমার করিবই করিব। হেম চলিয়া যাক্‌, আমি যাইব না। ঘোষ সাহেব আমায় ‘বাড়ী বন্ধ’ করিয়াছেন, করুন। ভগবানের পৃথিবী খোলাই থাকিবে; এবং তাঁহার মুক্ত আকাশের তলে, যে কোনও স্থানে হউক, আমার প্রণয়িনীকে আমি লাভ করিবই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনিময় তত্ত্ব।

হেম চলিয়া গিয়াছে। কিশোরী তাহাকে কলিকাতা মেলে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বদিন ঘোষ ও মল্লিক সাহেবদ্বয়ও দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিশোরী দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল।

প্রভাতে ও বৈকালে কিশোরী ভ্রমণে বাহির হয়, আশা যদি সত্যবালাকে পথে একটিবার দেখিতে পায়। যদিও তাহার মা বোনেরা সঙ্গে থাকিবে, বাক্যালাপের কোনও সুযোগ মিলিবে না, তথাপি চোখে একবার দেখিবে ত! তিন চারিদিন বিফল প্রয়াসের পর, একদিন বিকালে মেকেঞ্জি রোডের উপরিভাগে ইঁহাদিগকে সে দেখিত পাইল। তাঁহারা বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন, নিকটস্থ হইলে, কিশোরী টুপী উত্তোলন পূর্ব্বক অভিবাদনান্তর ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গেল। মিসেস্ ঘোষ গম্ভীর ভাবে ঈষৎ শিরোনমন পূর্ব্বক অভিবাদনের উত্তর দিয়াছিলেন, বীণা মৃদু হাসিয়াছিল, সতী এক নজর কিশোরীর পানে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। দুই তিন দিন পরে আবার একবার, রোজ ব্যাঙ্কের নিকট কিশোরী ইঁহাদিগকে দেখিল। আচরণ পূর্ব্ববৎ।

আরও দিন দুই পরে; বেলা ১২টার সময়, কিশোরী এক বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ সারিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। দূর হইতে দেখিল, বিপরীত দিক হইতে একটী বাঙ্গালী মেয়ে একাকী আসিতেছে। সত্যবালা নহে ত? হাতে দুই তিনখানি বহি ও খাতা। একটু নিকটস্থ হইলে কিশোরী স্পষ্ট দেখিত পাইল, সত্যবালা—এবং একাকিনী! পথটিও সে সময় প্রায় নির্জ্জন। তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সতীর সম্মুখীন হইবামাত্র টুপী তুলিয়া সে বলিল, "কেমন আছেন?"

কিশোরীকে দেখিয়া সত্যবালা যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু দাঁড়াইল। তাহার ললাট ও কপোল দেশ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিশোরী বলিল, "অনেক দিনের পর দেখা। ভাল আছেন ত?"

এইবার সতী বলিল, "কেন পণ্ড ত"—বলিয়া চুপ করিল। তাহার দৃষ্টি কিশোরীর মুখের দিকে নহে, কঙ্করময় রাজপথের দিকে অবনত।

কিশোরী বলিল, "সে ত শুধু চোখের দেখা। তাতে কি আর আশা মেটে?"

এবার সতী মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন আপনি!—যান্!"

কিশোরী বলিল, "যাব? যাবই ত! আচ্ছা, তবে যাই?"

সতী বলিল, "তাই কি আপনাকে আমি বলেছি? কোথায় গিয়েছিলেন এ সময়?"

"নিমন্ত্রণ ছিল। কলকাতা থেকে আমার একদল বন্ধু সম্প্রতি এখানে এসেছেন, তাঁরাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

সতী বলিল, "আমি যাচ্ছি পড়তে। মাদাম লেভেরো বলে' একজন ফ্রেঞ্চ শিক্ষয়িত্রী আছেন, আমি রোজ দুপুরবেলা তাঁর বাড়ীতে ফ্রেঞ্চ পড়তে যাই। চলুন, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন ?—আপনার বিশেষ কোনও কায ত এখন নেই ?"

কিশোরী বলিল, "অত্যন্ত বিশেষ কাযই এখন আমার আছে।"

"কি ?"

"এই, আপনাকে পৌঁছে দেওয়া। এর চেয়ে লোভনীয় স্পৃহনীয় কায আর আমি কোথায় পাব ?"

সতী বলিল, "যান! ঐ সব বলা বুঝি ভাল ? চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এ ক'দিনে নতুন কবিতা কিছু লিখলেন না কি ?"

"লিখেছি একটা। আপনিও লিখেছেন নিশ্চয় ?"

"লিখেছি গোটাকতক।"

"সঙ্গে আছে ?"

কিশোরী বলিল, "না—আমি কি জানি, আপনার দেখা পাব—এ সৌভাগ্য আমার কপালে আছে!—যদি হুকুম পাই ত কাল নিয়ে আসি।"

সত্যবালা বলিল, "অন্যদিন কিন্তু আমার সঙ্গে দরোয়ান থাকে। আজ তার 'শির দুখাচ্ছে' বলে তাকে আনি নি।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছা, আশীর্ব্বাদ করি, তার শিরঃপীড়াটি চিরস্থায়ী হোক। কিন্তু আপনার মা আপনাকে একলা আসতে দিতে আপত্তি করেন নি?"

সতী বলিল, "মা বলেন দার্জ্জিলিঙ কতকটা বিলেতের মত; এখানে মেয়েরা—অন্ততঃ দিনের বেলায়—নির্ভয়ে পথে বেড়াতে পারে।—কাল থেকে বোধ হয় আর দরোয়ান সঙ্গে আসবে না। কাল আপনি কবিতাগুলি আনবেন, আমি বাড়ী নিয়ে যাব, রাত্রে পড়ে, পর্শু আবার আপনাকে ফেরৎ দেবো।"

"নিষ্ঠুরের মত ফেরৎ দেবেন কেন? আপনার কাছে তারা থাক্‌লেই বা! তার বদলে বরঞ্চ আপনার কবিতাগুলি আমায় দেবেন, আমি রেখে দেবো।"

সতী বলিল, "বিনিময়? আগে ত বিনিময় প্রথাই ছিল। যখন টাকা পয়সার সৃষ্টি হয় নি, তখন বিনিময়েই সংসার চল্‌ত। এখনও শুনেছি খুব পাড়াগাঁয়ে আছে। ধান দিয়ে গুড় কেনা যায়।"

কিশোরী বলিল, "খুব সহরেও আছে।"

"কি? পুরাণো কাপড় দিয়ে বাসন কেনা?"

কিশোরী বলিল, "তাও আছে। ধান-গুড়, কাপড়-বাসন বিনিময় ছাড়াও অন্য বিনিময় আছে। যথা—হৃদয়-বিনিময়, মাল্য-বিনিময়—ইত্যাদি।"

সতী একটু হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার নাগ, ওটা কি অর্থশাস্ত্র, না, অনর্থ শাস্ত্রের কথা?"

কিশোরী বলিল, "সে যাই হোক্। আপনি কিন্তু দয়া করে, আমাকে মিষ্টার নাগ বলবেন না।"

"তবে কি বলব ?"

"আমায় কিশোরী বাবু বলবেন।"

"আপনি চটবেন না ? অনেকে কিন্তু বাবু বল্লে চটে যান।"

"আমি মিষ্টার বল্লেই চটি।"

সতী হাসিয়া বলিল, "মজা 'মন্দ নয়! একদিন ছিল, যখন, বাবু বল্লে লোকে চট্‌ত। মিষ্টার বল্লে চটে, আজকাল এমন লোকও দেখা দিচ্চে। আপনি খুব স্বদেশী, না ?"

কিশোরী বলিল, "ভয়ঙ্কর স্বদেশী।"

সতী বলিল, "তবে আপনাকেও আমার মনের কথা খুলে বলি কিশোরী বাবু, আমিও মনে মনে ভয়ঙ্কর স্বদেশী। আমার বাড়ীর লোকেরা এ জন্যে বরং আমার উপর চটা। ঐ দেখুন, মাদাম লেভেরোর বাড়ী দেখা যাচ্চে। কাল তা হলে কবিতা-গুলি আনবেন, ভুলবেন না।"

মেম সাহেবের বাড়ী তথায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ হইয়া গেল না। আরও অন্ততঃ আধক্রোশ খানেক দূর হইলে সুখী হইত। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "কবিতা আন্‌বো। আপনিও আনবেন, ভুলবেন না।"

"আমি ভুলি না"—বলিয়া সতী তাহার দক্ষিণ হস্ত খানি প্রসারিত করিয়া দিল। কিশোরী তাহা মর্দ্দন করিয়া, বিদায় লইল।

পথ হইতে একটু চড়াই উঠিয়া মাদাম লেভেরোর বাড়ী যাইতে হয়। কিশোরী ধীরপদে কিছুদুর অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিল, সমস্তক্ষণ উর্দ্ধগামিনী সত্যবালার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রহিল। সতী বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইলে সে, ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া, সে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল। যেখানে সত্যবালার সহিত দেখা হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আবার ঘড়ি দেখিল—দশ মিনিট মাত্র। খুব গড়িমসি করিয়া চলিলে, এই দশ মিনিটকে টানিয়া বড় জোর পনেরো মিনিট লম্বা করা যায়। পথের ধারে দুই স্থানে বসিবার বেঞ্চি আছে। সেগুলি প্রায় খালিই থাকে। সেখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলে আরও কিছুক্ষণ সময় পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কিশোরী স্যানিটেরিয়ম্ অভিমুখে পদচালনা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

নাছোড়বান্দা।

কিছুদিন ধরিয়া, দশ মিনিটের পথ আধ ঘণ্টায় হাঁটিয়া, পথে বেঞ্চির উপর বসিয়া বিলক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই দুইজন তরুণ কবির কাব্যালোচনা চলিল। এখন আর পরস্পরকে ইহারা 'আপনি' বলে না, তুমি বলিয়া থাকে। এখন আর অন্তরের প্রণয় বিনিময় জন্য কবিতার বেনামী আবশ্যক হয় না, স্ব স্ব নামেই তাহা নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা পরস্পরে হিন্দুমতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু তাহার কোনও উপায় এখনও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই।

উভয়ের প্রতিদিন দেখা সাক্ষাতে ক্রমে একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন জুন মাস। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতে লাগিল। যেদিন মধ্যাহ্নকালে বৃষ্টি নামে, সেদিন সব পণ্ড করিয়া দেয়।

বিকালে স্যানিটেরিয়মে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ কিশোরীর নজর পড়িল, মিষ্টার পি মল্লিক আই সি-এস তিনমাসের প্রিভিলেজ ছুটি লইয়াছেন।

সংবাদটা দেখিয়া কিশোরীর মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল না। ভাবিল, "চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর"—এই নীতির অনুসরণে আবার কি হতভাগা আসিয়া জুটিতেছে না কি ?

সেরূপ যদি কিছু সম্ভাবনা থাকে তবে সতীর নিকট অবশ্যই জানিতে পারা যাইবে।

পরদিন সতী বলিল, সেই মল্লিক সাহেব ছুটি লইয়া দার্জ্জিলিঙে আসিতেছে, এবং তাহাদের পাশের বাড়ীখানা তিন মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছে। এই সংবাদ দিয়া সতী প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, "কি করবো আমি? আবার এসে আমায় সেই রকম করে' জ্বালাতন করবে।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কবে সে আসবে?"

"সে বাড়ীখানা ১লা জুলাই খালি হবে। তার দুই একদিন আগে এসে আমাদের বাড়ীতেই উঠবে, ১লা নিজের বাড়ীতে যাবে। যাবে ঐ পর্য্যন্ত, যতদূর বুঝতে পারছি, আমাদের বাড়ীতেই হবে তার আড্ডা। পথও তাকে মাড়াতে হবে না, বাগানের বেড়ার তারটা ডিঙোলেই আমাদের হাতায় আসা যায়। আমি মাকে বল্লাম আমার এখানে আর ভাল লাগছে না, আমি কলকাতায় যাই। মা বল্লেন সেখানে একলা বাড়ীতে থাকবি কেমন করে, তোর বাবা ত সারাদিন থাকবেন হাইকোর্টে!" একটু থামিয়া বলিল, "এবার মল্লিক এসে আমার পিছনে সেই রকম করে লাগলে আমি একটা কাণ্ড করে বসবো তা কিন্তু আমি বলে রাখছি হাঁ।"

পিতা মাতাকে লুকাইয়া অথবা তাঁহাদের জানাইয়া বিদ্রোহ করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আত্মসুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা মাতার মনে ব্যথা দেওয়া উচিত হইবে বলিয়া সতী

মনে করে নাই—কিশোরীও তাহার সে,মতের সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমে যেরূপ দাঁড়াইতেছে, কি করিতে যে বাধ্য হইতে হয় তাহা বলা যায় না।

সময় হইয়া আসিল—সতীকে উঠিতে হইল। "আচ্ছা—আমি ভেবে চিন্তে দেখে একটা উপায় ঠিক করি।"—বলিয়া কিশোরী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া কিশোরী বলিল, "তিন আইন অনুসারে আমরা বিয়ে করে' ফেলি এস। বিয়ের পর, তোমার মা বাপকে জানালেই হবে—তখন ত আর বিয়ে ফিরবে না।"

সতী একথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "তা হলে ত, 'আমি হিন্দু নই'—বলে' আমাদের সই করতে হবে!"

"তা হবে, কিন্তু উপায় কি?"

"এখানে হবে?"

"হ্যাঁ। সব খবর আমি নিয়েছি। বিবাহের তিন সপ্তাহ আগে, তিন আইনের রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিতে হয়। এখানকার ডেপুটি কমিশনরই তিন আইনের রেজিষ্ট্রার। তিন সপ্তাহ পরে বিবাহ হতে পারে।"

"নোটিস দিলে ত জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ীর লোকের কাছে সে খবর কি পৌঁছবে না?"

"এখানে কে-ই বা আমাদের চেনে—কেই বা এসে তোমাদের বাড়ীতে সে গল্প করতে যাবে বল?"

"কখন বিবাহ হতে পারে।"

"দুপুর বেলা। এই সময়। সেটা রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে আগে বন্দোবস্ত করে নিতে হয়।"

"বিয়ে হতে কতক্ষণ লাগে?"

"পাঁচ মিনিট। বিয়ের পর, বাড়ী গিয়ে মাকে তুমি বল্‌বে। তার পর দিন আমরা দুজনে কলকাতায় চলে যাব।"

পরদিন সতী আসিয়া বলিল, এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সে প্রস্তুত। তৎপরদিন উভয়ে রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়া যথারীতি নোটিসের ফরমে সহি করিয়া দিয়া আসিল।

ইহার দশ দিন পরে মল্লিক সাহেব দার্জ্জিলিঙে আসিয়া পৌঁছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী।

নোটিসের তিন সপ্তাহ পূর্ণ হইতে আর চারিটি দিন মাত্র বাকী আছে। যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়া কিশোরী আজ সত্যবালাকে দেখিতে পাইল না। সেই পথে অনেকক্ষণ ধরিয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইল; যে বেঞ্চে বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, সে বেঞ্চখানিও দেখিয়া আসিল, সত্যবালা নাই। এরূপ যে আর কখনও হয় নাই এমন নহে—কিন্তু পূর্ব্বদিন সতী বলিয়া গিয়াছে, "কাল আমি আসিতে পারিব না।" কিন্তু গতকল্য সতী ত সেরূপ কোনও আভাস দেয় নাই! কি হইল; অবশ্য কোনও অভাবনীয় কারণেই সতী আসিতে পারে নাই, কিন্তু কি সে কারণ? তাহার শরীর ভাল আছে ত?

যে রাস্তায় ঘোষভিলা, সে রাস্তা দিয়াও কিশোরী কয়েকবার যাতায়াত করিল। "বাড়ী বন্ধ"—সুতরাং গিয়া জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। শেষবার দেখিল, মল্লিক সাহেব বারান্দায় দাঁড়াইয়া সিগারেট ফুঁকিতেছেন।

কিশোরী স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া গিয়া, বড়ই দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে কিশোরী আবার গিয়া সেই পথে ঘোরাঘুরি

করিল, কিন্তু সতীকে দেখিতে পাইল না। সে তখন ভাবিল, যা থাকে কপালে, যাই ওদের বাড়ী। ঘোষ ভিলায় গিয়া বারান্দায় কাহাকেও না দেখিয়া ডাকিল—"বেয়ারা।" বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল, কিশোরী তাহার হস্তে নিজ কার্ড দিয়া বলিল—"বড়া মেম সাহেবকা পাস।"

ক্ষণকাল পরে বেয়ারা কার্ডখানি ফেরৎ আনিয়া কিশোরীর হস্তে দিল। তাহার পৃষ্ঠে পেন্সিলে ইংরাজীতে লেখা আছে—"দূর হও। আর কখনও যদি এ বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ কর তবে তোমায় লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

রমণী হস্তাক্ষর নহে—পুরুষ মানুষেরই হস্তাক্ষর। ক্রোধকম্পিত স্বরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কৌন লিখা?"

বেয়ারা বলিল, "মল্লিক সাহেব। আপ যাইয়া বাবু, আউর মৎ আইয়ে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছি বাত। বড়া মিস্ সাহেব কৈসী হাঁয়?"

"আচ্ছি হাঁয়।"

কিশোরী তখন দ্রুতপদে "ঘোষভিলা" পরিত্যাগ করিয়া গেল।

বিকালে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিশোরী সত্যবালাকে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। তাহার এরূপ অভাবনীয় অদর্শনে নিজ দুশ্চিন্তার কথা, বিবাহের দিনস্থিরতা প্রভৃতি অনেক কথাই পত্রে লিখিল। পরদিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় যে যাপন করিল। তৎপরদিন ডাকে দুইখানি খামের পত্র আসিল। একখানির শিরো-

নামায় হস্তাক্ষর অপরিচিত অপর খানি সত্যবালার লেখা। প্রথমে সে সতীর চিঠিখানিই খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—

প্রিয়তম,

যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, ভারি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। মল্লিক এখানকার ডেপুটি কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাছারিতে গিয়াছিল, সেখানে নোটিস বোর্ডে আমাদের বিবাহের নোটিস্ টাঙ্গানো আছে দেখিয়া আসিয়া মাকে বলিয়াছে।

আমি আসিতেই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম হাঁ, আমরা নোটিস দিয়াছি এবং বিবাহ করিব। তোমার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ কোথায় কি প্রকারে হইল জিজ্ঞাসা করায়, আমি সমস্তই বলিলাম। শুনিয়া মা যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া আমায় গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, এখন হইতে আমার বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ, যদিই বা যাই তবে মল্লিক আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। সেই অবধি মল্লিক সারাদিন আমাদের বাড়ীতেই আছে, রাত্রে কেবল নিজের বাড়ীতে শুইতে যায়।

আমি তোমায় আর দুইদিন পত্র লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বেয়ারা বলিয়াছিল আমার কোনও পত্র মাকে না দেখাইয়া ডাকে ফেলিবার তাহার হুকুম নাই।

আমি আজ এই পত্র লিখিয়া, বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া, বেড়াইতে বাহির হইব। মল্লিক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু

কোনও ডাকবাক্স হাতের কাছে পাইলেই পত্রখানি আমি ক্ষিপ্রহস্তে পোষ্ট করিয়া দিব।

আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলে; তোমাকে মল্লিক কি রকম অপমান করিয়াছে, তাহাও আমি শুনিয়াছি—মল্লিক নিজমুখেই মাকে তাহা বলিতেছিল। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না। আমার এ কান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমান আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। আজ রাত্রি ১২টার সময় আমি এখান হইতে পলায়ন করিব। তুমি কোনও হোটেলে আমার জন্য একটি কামরা স্থির করিয়া রাখিও—এবং আমাকে সেখানে পৌছাইয়া দিও। কল্য আমাদের বিবাহের দিন স্থিরীকৃত আছে—দ্বিপ্রহরে সেখানে গিয়া আমরা বিবাহিত হইব।

ক্যালকাটা রোড হইতে উঠিয়া, তুমি আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও, কারণ সামনের ফটকে রাত্রে তালা বন্ধ থাকে। রাত্রি ঠিক ১২টা বাজিলে আমি আপন শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তোমার হস্তধারণ করিব। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সমস্ত বাকী জীবনের মালিক তুমিই হইবে।

তোমারই
সতী।

দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর, সতীকে পণ্ড লিখিত তাহারই সেই পত্রখানি। খাম খোলা, তাহারা উহা পড়িয়াছে, পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছে—সতীকে নিশ্চয়ই দেয় নাই, বা দেখায় নাই—কারণ সতীর পত্রে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

বিকালে বাহির হইয়া, ম্যাডানের হোটেলে একটি কামরা ঠিক করিয়া, কিশোরী ক্যালকাটা রোডে গেল। এই রাস্তার এক পার্শ্বে খদ, অপর পার্শ্বে কোনও বাড়ী ঘড় নাই। উচ্চভূমিতে যে সকল বাড়ী ঘর আছে, সেগুলির পশ্চাদ্‌ভাগমাত্র দেখা যায়, সম্মুখভাগ অক্‌ল্যাণ্ড রোডে। ক্যালকাটা রোডে দাঁড়াইয়া, উর্দ্ধে ঘোষভিলা কিশোরী বেশ চিনিতে পারিল। কোনখান দিয়া ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ, তাহাও কিশোরী বেশ করিয়া দেখিয়া লইল।

বাসায় ফিরিয়া, ডিনার খাইয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া কিশোরী বসিয়া রহিল। সাড়ে ১১টা বাজিতেই, টমিকে বাঁধিয়া রাখিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালিক ভ্রমণ।

পূর্ব্বদিনের ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা আবশ্যক।

কিশোরীকে চিঠি লিখিয়া, খামে বন্ধ করিয়া, চা পানান্তে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যবালা যখন প্রস্তুত হইল, তখন বেলা প্রায় চারি ঘটিকা। নিজ ঘর হইতে উঁকি দিয়া দেখিল, মল্লিক সামনের বারান্দায় বেতের ঈজি চেয়ারে বসিয়া, সিগারেট মুখে করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে—পাশের টেবিলে তাহার চায়ের পেয়ালা পড়িয়া রহিয়াছে। বাহির হইলেই, মল্লিক সঙ্গ লইবে—যাক্, সে ত জানা কথা। পাতলা ওভারকোটটি গায়ে দিয়া, ভিতর দিকের বুকপকেটে চিঠিখানি লইয়া সতী বারান্দায় বাহির হইবামাত্র মল্লিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইংরাজিতে বলিল, "বেরুচ্ছ না কি?"

সতীও ইংরাজিতে উত্তর করিল, "একটু বেড়িয়ে আস্‌বো।"

মল্লিক বলিল, "আমি কি তোমার সঙ্গী হবার সুখলাভ করতে পারি?"

সতী জানিত, যত অনিচ্ছা বা বিরক্তিই সে প্রকাশ করুক না কেন, মল্লিক যাইবেই—এবং সেই মৎলবেই ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। তথাপি সে বলিল, "না, আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই।"

মল্লিক ইতিমধ্যে হ্যাট্‌র্যাক হইতে টুপী ও ছড়ি লইয়াছিল। টুপীটি মাথায় দিয়া বলিল, "না মিস্ মল্লিক, কষ্ট নয় আমার অত্যন্ত আনন্দের কারণ হবে।"—বলিয়া, সতীর সঙ্গে সেও বাহির হইল।

সতী রাস্তায় পৌছিয়া একটু দাঁড়াইল—কোন্ দিকে যাইবে যেন একটু ভাবিল ; তাহার পর ম্যালের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সতী দাঁড়াইতে, মল্লিকও দাঁড়াইয়াছিল ; এখন সেও সতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুজনের, কাহারও মুখে কথা নাই।

এইরূপে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে ক্রমে ইহারা ম্যালের নিকট পৌছিল। স্থানটি সুবিস্তীর্ণ চত্বর সদৃশ, প্রান্তদেশে স্থানে স্থানে বেঞ্চ পাতা আছে, কোনও কোনও বেঞ্চে সাহেব মেম, কোনওটাতে বা বাঙ্গালী বাবুরা বসিয়া আছেন। ম্যালের মাঝামাঝি পৌছিতেই বিপরীত দিক হইতে একজন ইংরাজ সিভিলিয়ন যুবক "হেলো মল্লিক" বলিয়া ইহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সতীর প্রতি এক নজর মাত্র চাহিয়া টুপী উঠাইয়া তাহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিল। মল্লিক তৎক্ষণাৎ তাহাকে সতীর নিকট পরিচিত (ইন্ট্রোডিউস) করিয়া দিল। ইংরাজযুবক সতীর প্রতি চাহিয়া শিরোনমন করিয়া, শিষ্টাচার সঙ্গত দুই চারিটি কথামাত্র বলিয়া, মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। সতী পাশে চাহিয়া দেখিল, অদূরেই চিঠিফেলার একটি বাক্স রহিয়াছে। "Excuse me for a moment" (এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় ক্ষমা করুন) বলিয়া সতী ক্ষিপ্রপদে গিয়া, চিঠিখানি সেই বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আবার আসিয়া

ইহাদের নিকট দাঁড়াইল। মল্লিক কট্‌মট করিয়া চাহিয়া সতীর এ কার্য্য দেখিল, কিন্তু কোনও কথা কহিতে পারিল না। দুই চারি কথার পরেই ইংরাজ যুবকটি সতীর প্রতি টুপী উত্তোলন করিয়া মল্লিকের করমর্দ্দন করিয়া, নিজপথে অগ্রসর হইল। সতী, শ্রাবারির পাশের রাস্তা দিয়া উত্তরমুখে চলিল।

পথটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন হইলে, মল্লিক ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "ডাকবাক্সে কি ফেল্লে ?"

সতী বলিল, "কি আপনার অনুমান হয় ?"

"চিঠি ।"

"উঃ—কি বুদ্ধি আপনার !"

"কাকে তুমি ও চিঠি লিখেছ ?"

সতী হঠাৎ দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "মিষ্টার মল্লিক, আপনি জানেন, আমায় এ প্রশ্ন করবার কোনও অধিকার আপনার নেই।"

মল্লিক না দমিয়া উগ্রভাবে বলিল, "কিন্তু তোমার মা বাপ কাউকে কোনও চিঠি লিখতে তোমায় মানা করেছেন তাও তুমি জান ! আমি গিয়ে তোমার মাকে এ কথা বলবো কিন্তু।"

"বেশ, যান, বলুন গিয়ে।"—বলিয়া সতী অগ্রসর হইল। মল্লিককেও তাহার সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিল, "যান, বাড়ী গিয়ে মাকে বলুনগে। কুকুরের মত আমার পিছু পিছু আসছেন কেন ?"

মফস্বলের আমলা ফয়লা,—পুলিশের দারোগা ইন্‌স্পেক্টর, এমন

কি কোন কোনও জমিদার পর্য্যন্ত যাহাকে কখনও "হুজুর" কখনও "ধর্ম্মাবতার" বলে, এক ফেঁাটা বাঙ্গালীর মেয়ে তাহাকে কুকুর বলিল! ক্রোধে মল্লিকের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই ক্রোধ ও অপমান মনের মধ্যেই সে হজম করিতে করিতে, শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোকটির মতই তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। উপায় কি?

অনেক দূর গিয়া সতী একটু ক্লান্ত হইয়া ক্রমে নিজ গতিবেগ কমাইল। এ সময় তাহারা শ্রাবারির উত্তর প্রান্তে পৌছিয়াছিল। সতীকে হাঁফাইতে দেখিয়া মল্লিক একবার কোমলভাবে বলিল, "বেঞ্চে বসে' একটু বিশ্রাম করবে?"

"না, ধন্যবাদ।"

"আমার সঙ্গে বসতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তুমি বেঞ্চে বস, আমি এইখানেই ঘুরে বেড়াই।"

সতী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, মন্দ মন্দ পদে শ্রাবারি প্রদক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

গৃহে পৌছিয়া, সারা সন্ধ্যাবেলা মাতার তিরস্কারের জন্য সতী অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মা কোনও কথাই বলিলেন না। মল্লিক এক সময় তাহাকে নিরিবিলে পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "আমার উপর তুমি রাগ কোর না, তোমার মাকে আমি সে কথা বলি নি।"—পুরস্কার স্বরূপ, সতীর সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে, তাহার ভ্রূকুটি ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া, মল্লিক সে রাত্রির মত নিজ বাসায় ফিরিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন পরামর্শ।

রাত্রে স্যানিটেরিয়ম হইতে বাহির হইয়া, কিশোরী মৃদুমন্দ পদে অগ্রসর হইল, কারণ তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। যখন সে ম্যালে গিয়া পৌঁছিল, তখনও বারোটা বাজিতে পনেরো মিনিট বাকী। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, কেবল মাঝে মাঝে দুই একজন ইংরাজ পুরুষ, পুরু ওভারকোট গায়ে দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। ম্যাল হইতে ক্যালকাটা রোড নামিয়া গিয়াছে—এ পথটি এখন পরিত্যক্ত—ইহার কোনও দিকে বাড়ীঘর নাই—বামে খদ নামিয়া গিয়াছে; দক্ষিণ দিকে উচ্চ ভূমিতে অক্ল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ মাত্র দেখা যায়।

কিশোরী ক্যালকাটা রোড দিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষ রজনী—এখনও চন্দ্রোদয় হইতে বিলম্ব আছে। মেঘশূন্য পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রগুলি ঝিকমিক করিতেছে। সেই নক্ষত্রালোকে সাবধানে ধীরে ধীরে কিশোরী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। নিম্নে—বহুদূরে—লিবং ছাউনির কয়েকটা আলো মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। উপরে অক্ল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ প্রায়ই অন্ধকার—সকলেই সুপ্তিসুখে নিমগ্ন—মাঝে মাঝে কোনও একটি কক্ষের বন্ধ সাসি ভেদ করিয়া আলোক বাহির হইতেছে।

ক্রমে কিশোরী ঘোষভিলার নিম্নভাগে আসিয়া পৌঁছিল। উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিল—কোনও ভুল হয় নাই ত? না ভুল হয় নাই, সেই বাড়ীই বটে। পর্ব্বতারোহণ জন্য যে পথটি আজ বিকালে স্থির করিয়া গিয়াছিল, সেটিও বেশ চিনিতে পারিল। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া, দেশলাই জ্বালাইয়া দেখিল, বারোটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী।

তখন সে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। অতি ধীরে—অতি সাবধানে—কোনও শব্দ না হয়, নিজের পদস্খলন না হয়। দেখিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরোহণ অপেক্ষা বসিয়া বসিয়া আরোহণই সুবিধা। সেইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, অনেক কষ্টে সে উপরে উঠিয়া পড়িল। ঘোষভিলার তার ডিঙ্গাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল।

সহসা অনতিদূরে গৃহের একটি কক্ষের সার্সি আলোকিত হইয়া উঠিল। কিশোরী জানিত, এইটি সতীর শয়ন কক্ষ। পরক্ষণেই আলোক নিবিয়া গেল। দ্বার খুলিয়া সতী বারান্দায় আসিল, বারান্দা হইতে বাগানে নামিল, ধীরে ধীরে কিশোরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কিশোরী তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিল। তাহার মুখে একটি চুম্বন করিয়া চুপি চুপি বলিল, "চল সতী—আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

প্রিয়তমের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সতী কহিল, "অনেক কথা আছে, আগে শোন।"

কিশোরী কহিল, "ম্যাডানের হোটেলে তোমার জন্যে কামরা ঠিক করে, রেখে এসেছি—চল, সেইখানে বসে শুন্‌বো। এখানে বেশীক্ষণ থাকা কি ঠিক হবে?"

সতী বলিল, "কিন্তু দেখ—আজ না; এ ভাবে না। আজ তোমায় আমি মিছামিছি কষ্ট দিলাম।"

কিশোরী নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আজ না? কেন? কবে তবে?"

কিয়দ্দূরে একখানা বড় পাথর পড়িয়া ছিল। সতী কিশোরীকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, "এস, এইখানে দুজনে বসি। আমার কথা যা, সেগুলি সব শোন আগে।"

উভয়ে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কাল যে চিঠি লিখেছিলে, সেই চিঠিখানা নিয়ে বাড়ীতে কোনও রকম গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?"

সতী বলিল, "না তা হয় নি। মল্লিক সে সময় আমায় শাসিয়েছিল বটে যে মাকে এসব বলে দেবে; কিন্তু কি জানি কি ভেবে, তা দেয় নি। সেই চিঠি ফেলার পর থেকে, আমি কিন্তু ক্রমাগত ভাবছি, এ রকম করে রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার উচিত হবে কি না। অনেক ভেবে চিন্তে আমি স্থির করেছি সেটা ঠিক হবে না। এ কাযটা মূলতঃ অন্যায় কায না হলেও, বাইরে থেকে দেখতে বড়ই খারাপ দেখাবে। যা করবো তা দিনের আলোতে, সর্ব্বসমক্ষে করবো—এ রকম ভাবে চোরের মত নয়—অনেক ভেবে চিন্তে, এই আমি মনে ঠিক করেছি।"

কিশোরী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় স্থির করেছ?"

সতী বলিল, "আমি যা স্থির করিয়াছি তা এই—কাল সকালে তুমি ডেপুটি কমিশনার সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনিই ত তিন আইনের বিবাহের রেজিষ্ট্রার? তাঁকে গিয়ে সমস্ত কথা তুমি বল। এ বিবাহে আমার মা বাপের অমত, মল্লিকের জিদ, সমস্ত তাঁকে খুলে বল। বল যে আমরা উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত, আইনসঙ্গত ভাবে আমরা যে কায করবো, কারুই অধিকার নেই যে তাতে বাধা দেয়। যদি কেউ কোনও রকম গোলযোগ করে, জোর জবরদস্তি করে, তাহলে ডেপুটি কমিশনার সাহেব যেন আইনের বলে আমাদিগকে তা থেকে রক্ষা করেন। এই রকম ভাবে, সব কথা বুঝিয়ে, তাঁকে তুমি বলতে পারবে ত?"

"পারবো।"

"তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা কোর, কাছারীতে না গিয়ে, তাঁর বাঙ্গালায় যদি আমরা দুজনে যাই, তাহলে সেখানে আমাদের বিবাহ হতে পারে কি না? যদি তিনি রাজি হন, তাহলে পর্শু, কোন্ সময় আমরা তাঁর বাঙ্গালায় যাব সে কথাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' এস। কাল রাত্রে, এই সময়, তুমি আবার এসে আমায় সব খবর দিয়ে যাবে। সেই অনুসারে যথাসময়ে পর্শু আমি বেড়াতে বেরুব এবং যথাস্থানে গিয়ে পৌছব—অবশ্য মল্লিকও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তা যাক্, বয়েই গেল। ডেপুটি কমিশনরের বাঙ্গলা আমি চিনি, কাছারিও চিনি; যেখানে দরকার সেখানে যাব। তুমি আগে থাক্‌তে সেখানে গিয়ে বসে থাকবে। যথাসময়ে, আমাদের

বিবাহ হয়ে যাবে—তার পর, বাড়ী এসে মাকে আমি বল্‌বো। আমাদের বিয়ের নোটিস দেওয়া আছে সে ত তিনি জানেন।—তার পরের দিন, আমরা কলকাতা চলে যাব। কেমন, এ পরামর্শ তোমার কেমন বোধ হয়?"

কিশোরী বলিল, "এই ভাল। রাত্রে পালানোর চেয় এই ভাবে কায করা ঢের ভাল।"

সতী বলিল, "তবে এই কথাই রইল। এখন আর বেশী দেরী করে কায নেই—শত্রুপুরী—কে কোথায় দিয়ে এসে পড়বে।"—বলিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক এই সময় কাল, সব খবর এসে তোমায় বলে যাব। এখন তা হলে আসি।"—বলিয়া সে তাহার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার ওষ্ঠে একটি গাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া বিদায় লইল।

"শত্রু" অদূরেই ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাশের বাড়ীখানি মল্লিক সাহেবের অধিকৃত। সতী ও কিশোরী যে স্থানে পাথরের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সেখান হইতে কিছু দূরেই সেই বাড়ীর একটা অন্ধকার কক্ষের জানালা, এতক্ষণ খোলা ছিল, সতী উঠিয়া প্রস্থান করিতেই উহা খট্‌ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মল্লিকের অনিদ্রা।

আজ সন্ধ্যায় মল্লিক নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, রাত্রি ১০টার পর শয়ন করিয়াছিল। শয়ন করিয়া সত্যবালার দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"কেন, এত অহঙ্কার তার কিসের জন্য? একজন সিভিলিয়নকে স্বামী পাওয়া, বিলাতফেরৎ সমাজের যে কোনও মেয়ের পক্ষেই পরম সৌভাগ্যের বিষয়—তা সে মেয়ে রূপে গুণে ধনে মানে যত বড়ই হউক না কেন। সত্যবালাকে প্রোপোজ না করিয়া, আমি যদি অন্য কোনও মেয়েকে প্রোপোজ করিতাম, তবে সে একটা রাজার মেয়ে হইলেও, তাহার বাপ মা ভাই, তাহার গোষ্ঠীবর্গ পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যাইত। আর, ইনি কিনা নাক তুলিলেন!—তাও যদি মানুষের মত মানুষ হইত, তাহা হইলেও দুঃখ ছিল না। শেষে পছন্দ করিলেন কিনা একটা মূর্খ বর্ব্বর বেঙ্গলি পোয়েটকে! উঃ—ইহা একেবারে অসহ্য।"

গতকল্য বেড়াইতে গিয়া সত্যবালার দুরুক্তি, আজ তাহার সারাদিনব্যাপী তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার, চিঠি ফেলার কথা বাড়ীতে গোপন রাখা সত্ত্বেও লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভাব—এই সমস্ত

দুর্ব্ব্যবহারের কথা যতই মল্লিক মনে মনে আলোচনা করে, ততই তাহার ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ঘণ্টা খানেক বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া, কিছুতেই যখন নিদ্রা আসিল না, তখন সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। ভাবিল, আজ বোধ হয় হুইস্কির মাত্রাটা অত্যন্ত কম হইয়াছে, আর একটু পান না করিলে ঘুম আসিবে না।

মল্লিক তখন শয্যা হইতে নামিয়া, আলো জ্বালিল। ড্রয়িং রুমের ওপাশের ঘরে তাহার পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলু শয়ন করে, তাহাকে গিয়া জাগাইয়া পেগ হুকুম করিয়া আসিল। তাহার পর শেলফ্ হইতে একখানি ইংরাজি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া, ঈজি চেয়ারে লম্বমান হইল। পড়িতে পড়িতে হুইস্কি পান করিতে করিতে নিদ্রা আসিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।

ক্ষণকাল পরে মংলু হুইস্কির ডিকাণ্টার ও সোডার সাইফন্ সমেত একখানা ট্রে হস্তে প্রবেশ করিল। সাহেবের পার্শ্বস্থিত টেবিলে তাহা রাখিয়া, অপর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মল্লিক গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়া সাইফন টিপিয়া খানিকটা সোডা লইয়া, ভৃত্যকে বলিল, "যাও।" মংলু সেলাম করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

এক গ্লাস—দুই গ্লাস পার হইয়া গেল, কৈ, তেমন ঘুম ত আসিল না! এইবার শেষ বার—একটু বেশী করিয়া, ঢালিলেই ঠিক ঘুম আসিবে। দাতার হাতে হুইস্কি এবং কৃপণের হাতে সোডা ঢালিয়া লইয়া, অর্দ্ধেকটা শেষ করিতে না করিতেই ঘুমে তাহার চক্ষু ঢুলিয়া পড়িল। প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাবে কাটিলে, তাহার বহিখানি

ধপাস করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে মল্লিক চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। ঘড়ি দেখিল, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাকী হুইস্কি টুকু শেষ করিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া সে অনুভব করিল, ঘরটা অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, একটা জানালা মিনিট দশেক খুলিয়া, ঘরের গরম হাওয়াটা বাহির করিয়া দিই, তাহা হইলে সুখে ঘুমাইতে পারিব।

সে তখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা জানালার, কাছে গেল। সার্সিটা খুলিয়া দিতেই, হিমালয়ের হিমবায়ু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার মদিরাতপ্ত মস্তকে সেই শীতল স্পর্শ বড়ই আরামদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সার্সি ধরিয়া সেই অন্ধকারে সেইখানে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে ঘোষ ভিলা—সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মল্লিক ভাবিতে লাগিল—ঐ—ঐ কক্ষখানিতে সতী শয়ন করিয়া আছে। শয়ন করিয়া হয়ত সেই বর্ব্বরটাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল, ঘোষ গৃহের অনতিদূরে, হাতার প্রায় প্রান্ত ভাগে, ও কি? দুইটা মনুষ্য মূর্ত্তি—সহসা যেন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। মল্লিক তাহার সেই সুরাবিহ্বল নেত্রযুগল যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

সেই স্বল্প নক্ষত্রালোকে সে দেখিতে পাইল, একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। দুইজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল,—একটা চুম্বনের শব্দও যেন

শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি, গৃহের দিকে গিয়া বারান্দায় উঠিল, পুরুষটা পাথরের উপর ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে ক্যালকাটা রোডের দিকে নামিতে লাগিল।

প্রকৃত ব্যাপারটা মল্লিক এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

একবার ইচ্ছা হইল, বাহির হইয়া, ছুটিয়া গিয়া কিশোরীকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু ভয়ও হইল—যাহারা এই প্রকার নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা আত্মরক্ষার্থ সঙ্গে ছুরিছোরাও রাখিয়া থাকে। সুতরাং মল্লিক আস্তে আস্তে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল।

আবার আলো জ্বালিয়া, আর খানিক হুইস্কি ঢালিয়া তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া, শয্যায় প্রবেশ করিয়া মল্লিক জড়িত স্বরে বলিতে লাগিল,—"বাহবা কি বাহবা! তোমাদের প্রেমলীলা চল্‌ছে ভাল! আচ্ছা, রও, কাল অবধি সবুর কর—তোমাদের লীলা আমি সাঙ্গ করে দিচ্চি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আইনের সাহায্য।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পানান্তে, ক্ষৌরকার্য্য ও পোষাক পরিধান সম্পন্ন করিয়া, কিশোরী ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিয়া, আর্দ্দালিহস্তে নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিল। আর্দ্দালি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব ছোটাহাজরী খাইতেছেন, অপেক্ষা করিতে বলিলেন।"—বলিয়া আর্দ্দালি তাহাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, আর্দ্দালি পুনরায় আসিয়া কিশোরীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাহেব, চটিজুতা পায়ে, ড্রেসিংগাউন পরিয়া, কাগজপত্র বোঝাই একটা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চুরটের ধূমসেবন করিতেছেন। "গুড্ মর্ণিং স্যর"—বলিয়া কিশোরী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"গুডমর্ণিং"—বলিয়া সাহেব তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

কিশোরী বসিয়া বলিল, "তিন আইন বিবাহের রেজিষ্ট্রার স্বরূপ, আপনাকে আমি বিবাহের নোটিস দিয়াছিলাম, আপনার স্মরণ আছে কি না বলিতে পারি না।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ আমার স্মরণ আছে। কবে আপনি বিবাহ করিতে চান মিষ্টার নাগ?"

কিশোরী বলিল, "আগামী কল্য, আমাদের বিবাহিত হইবার ইচ্ছা। কিন্তু ইহার ভিতর একটু গণ্ডগোল আছে। আপনি এই জেলার শাসনকর্ত্তা। আমাদের প্রতি কোনরূপ বে-আইনি বাধা বা অত্যাচার যদি হয়, তবে সে সমস্ত হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন এরূপ আশা করিতে পারি না কি?"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়—যদি আপনাদের কার্য্যটী সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হয়।"

কিশোরী বলিল, "আমি ও মিস্ ঘোষ যাঁহাকে আমি বিবাহ করিব, উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত। আমার বয়স ছাব্বিশ, মিস্ ঘোষের বয়স উনিশ। তিনি কুমারী, আমিও অবিবাহিত। উভয়ের তিন পুরুষের মধ্যে রক্তের কোনও সংস্রব নাই। আইনে বাধে, এমন কিছুই কোথাও নাই। সুতরাং আমাদের কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না ত?"

সাহেব বলিলেন, "কেহ না।—কেন, এ বিবাহ কি মেয়েটীর বাপ মায়ের অমতে হইতেছে?"

কিশোরী বলিল, "আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারটী অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?"

সাহেব ঘড়ির দিকে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "বলুন।"

কিশোরী তখন পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে সাহেবকে জানাইল। মল্লিক কে, এবং সে এ ব্যাপারের মধ্যে কি ভাবে

জড়িত এবং কিরূপ তাহার আচরণ, তাহাও বর্ণনা করিল। শেষে বলিল, “আমাদের ইচ্ছা, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সম্মত হন, তবে কাছারিতে না গিয়া, এইখানে আপনার এই আফিসেই আমাদের বিবাহ হয়।”

সাহেব বলিলেন, “আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, মিষ্টার নাগ। কাছারির পূর্ব্বে, না, পরে? পূর্ব্বে হইলেই ভাল, এই সময় বেলা নটা?”

কিশোরী বলিল, “বেশ। আমরা দুজনে কাল বেলা ৯টার সময় এখানে উপস্থিত থাকিব। আপনাকে ত বলিয়াছি, মল্লিক, মিস ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। প্রথমে অবশ্য তিনি কিছুই জানিবেন না যে মিস্ ঘোষ কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন। কিন্তু আপনার কুঠীর কাছে আসিলে হয়ত তিনি সন্দেহ করিয়া মিস্ ঘোষকে জবরদস্তি ফিরাইতে চেষ্টা করিতে পারেন।”

সাহেব তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন, “ফোঃ—সে সব কিছুই হইবে না। ইহা আপনার অমূলক আশঙ্কা।—আমি কাল বেলা ৯টার সময় কাগজ-পত্র সহ আমার পেস্কারকে এখানে হাজির থাকিতে আদেশ দিব। দুইজন সাক্ষী আবশ্যক, তাহা আপনি জানেন ত? সাক্ষী দুইজন আনিবেন। গুড্ মর্ণিং।”—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

“গুড্ মর্ণিং”—বলিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন পূর্ব্বক কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কিশোরী ফটকের দিকে চলিল।

বাংলোর সম্মুখে অনেকখানি স্থান লইয়া ফুলের বাগান।

মাঝামাঝি আসিয়া দেখিল, একটি ১৪।১৫ বৎসরের ইংরাজ বালিকা, পিঠের উপর নীল ফিতা বাঁধা একরাশি কটা চুল, বাগানে দাঁড়াইয়া ফুল তুলিতেছে। কিশোরী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মেয়েটি অগ্রসর হইয়া কহিল, "মিষ্টার নাগ!"

কিশোরী ত অবাক্! এ কে? আমার নামই বা জানিল কোথা হইতে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের কন্যা। আমি একটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি; তাই আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

কিশোরীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহার ভাব দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবার সঙ্গে আপিস কামরায় বসিয়া আপনি যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পাশের ঘর হইতে অন্যায় ভাবে আমি সে সমস্তই শুনিয়াছি। আমি বড় দুষ্ট, সর্ব্বদাই নানা রকম অপকর্ম্ম করিয়া থাকি। আপনি যাঁহাকে বিবাহ করিবেন, সেই মিস্ ঘোষের পূরা নামটী কি?"

এতক্ষণে কিশোরী ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল এবং মনে মনে কিছু কৌতুকও অনুভব করিল। পূরা নাম বলিল। মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তাঁকে—খুব খুব খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব খুব—খুবভাল বাসি।"

মেয়েটি আনন্দে হাত তালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি মজা! কি চমৎকার! আর তিনি?—তিনিও কি আপনাকে খুব খুব—খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী বলিল, "তা ঠিক জানি না, একটু একটু বাসেন বৈকি!"

"আমার বোধ হয়, তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন। ভালবাসার বিবাহ কি চমৎকার! যে সকল উপন্যাসে ভালবাসার বিবাহ বর্ণিত আছে, সেগুলি পড়িতে আমার বড় ভাল লাগে। তিনি কি ইংরাজি জানেন? ইংরাজি কথা কন?"

"আচ্ছা, কাল এখানে আসিয়া আপনাদের বিবাহ হইয়া গেলে, আমাকে তাঁর কাছে আপনি ইণ্ট্রোডিউস্ (পরিচিত) করিয়া দিবেন? বাবার অনুমতি লইয়া, আপিস ঘরেই আমি বসিয়া থাকিব।"

"অতি আহ্লাদের সহিত।"

"বেশ, মনে রাখিবেন। আপনার বধূর জন্য আমি একটি ফুলের তোড়া গড়িয়া রাখিব, তাঁহাকে সেটি আমি উপহার দিব। এখন আমি চলিলাম—গুড্‌বাই।"—বলিয়া মেয়েটী হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া কিশোরী কলিকাতায় তাহার গৃহ-ভৃত্যকে পত্র লিখিল। লিখিল যে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক অমুক দিন দার্জ্জিলিঙ মেলে সে কলিকাতায় ফিরিবে, বেলা ১২টার সময় বাড়ী পৌঁছিবে। ঘর দুয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুর দ্বারা পাকাদি যেন সম্পন্ন করাইয়া রাখে। হেমকেও সমস্ত জানাইয়া একখানি পত্র লিখিল এবং অনুরোধ করিল, সেদিন আপিসের ফেরৎ বিকালে নিশ্চয় যেন সে আসিয়া দেখা করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অভাবনীয় বিপদ।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রের দৃশ্য স্মরণ করিতে করিতে মল্লিকের মনে ধারণা জন্মিল যে, কিশোরী প্রতিদিন গভীর রাত্রে ক্যালকাটা রোড হইতে চোরের মত নিঃশব্দে পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া আসে, সত্যবালা সজাগ থাকে, সে নিজ কক্ষদ্বার খুলিয়া দেয় এবং নিভৃত শয়নকক্ষ মধ্যেই উভয়ের মিলন হয়। গতরাত্রে সে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে এইরূপ অনুমান করা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কতদিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতেছে কে জানে! রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ইদানীং সতীর ব্যবহারে তাহাকে বিবাহ করিবার স্পৃহা মল্লিকের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছিল; গত রাত্রির ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে অভিপ্রায় সে এক কালে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু সতী ও কিশোরীকে জব্দ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সতীর সতীপনা ভাঙ্গিয়া দিবে, জনসমাজে তাহাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিতে হইবে; এবং কিশোরীকে বিধিমতে জব্দ করিয়া দিতে হইবে।

শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া মল্লিক যথারীতি ঘোষ ভিলায় গিয়া দর্শন দিল। সেখানে ঘোষ গৃহিণী ও বীণার সহিত

বাক্যালাপ করিয়া, যথারীতি বারান্দায় চেয়ার টানিয়া বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ ও সিগারেট ভস্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার মাত্র সত্যবালার সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবালা সগর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মল্লিক আজ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "দাঁড়াও, গরবিনি! তোমার দেমাক্ আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি, আর বেশী দেরী নেই!"

আজ সারাদিন মল্লিকের আর অন্য চিন্তা রহিল না, কি উপায়ে বৈরনির্য্যাতন করিবে তাহাই কেবল সে চিন্তা করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, পুলিসে গিয়া, দারোগাকে বলিয়া, দুইজন কনেষ্টবল আনিয়া তাহাদের লুকাইয়া রাখি; কিশোরী যাই আসিয়া সত্যবালার ঘরে প্রবেশ করিবে, অমনি তাহাকে গ্রেপ্তার। তাহার পর ভাবিল, না, তাহাতে কায নাই; ওরূপ করিলে একটা পুলিস কেস হইয়া দাঁড়াইবে, কলিকাতার খবরের কাগজে কাগজে উহা ছাপা হইবে; একজন গণ্যমান্য বিলাত ফেরতের গৃহে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দেখিয়া দেশ শুদ্ধ লোক ছি ছি করিবে—কেলেঙ্কারীটা আর জনসমাজে প্রচার করিয়া কায নাই! তার চেয়ে বরং নিজেই তাহাকে ধৃত করিয়া, ঘোষ গৃহিণীকে জাগাইয়া ব্যাপারটি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়া, "কাল সকালে পুলিসে দিব" বলিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ঘোষ ভিলায় ফেলিয়া রাখিয়া, প্রভাত হইলে আর এক দফা প্রহার দিয়া ছাড়িয়া দিলেই ঠিক হইবে। কিশোরীও জব্দ হইবে; সতী যে কি শ্রেণীর মেয়ে তাহাও উহার বাড়ীর লোকে বেশ বুঝিতে পারিবে।

সারাদিনে যতগুলি কার্য্যপ্রণালী মল্লিকের মাথায় আসিল, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া সে বিবেচনা করিল; কেবল নিজে কিশোরীকে ধৃত করা সম্বন্ধে তাহার মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। তাহার অপেক্ষা কিশোরীর বয়স কম, এবং স্বাস্থ্যও ভাল; হাতের পায়ের হাড়গুলা বেশ মোটা ও মজবুদ—গাঁটা গোঁটা চেহারা,—শারীরিক বল পরীক্ষায় কিশোরীর সহিত সে পারিয়া উঠিবে কি? তাহার উপর, সে ছোরাছুরি সঙ্গে রাখে কি না তাই বা কে জানে?—রাখাই কিন্তু সম্ভব। কিশোরীকে ধরিতে গিয়া শেষে কি হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে? অবশেষে মল্লিক স্থির করিল নিজে চেষ্টা করিয়া কায নাই, ঐ পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে লাগাইয়া দিলেই ঠিক কার্য্যোদ্ধার হইবে। মংলুর দেহে যথেষ্ট বল আছে;—পাহাড়িয়া জাতি, ছুরিছোরাকেও সে গ্রাহ্য করিবে না। কিছু বখ্‌শিসের লোভ দেখাইলেই সে এ কার্য্যে রাজি হইতে পারে।

সন্ধ্যার পর নিজ বাসায় গিয়া মল্লিক তাই ভৃত্যকে ডাকিল— "বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া মংলু আসিয়া দাঁড়াইল।

মল্লিক হুকুম করিল, "পেগ দেও।"

মংলু যথারীতি একটা ট্রের উপর হুইস্কির ডিক্যাণ্টার প্রভৃতি আনিয়া, প্রভুর পার্শ্বস্থিত টেবিলের উপর রক্ষা করিল। মল্লিক খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া লইয়া, সোডা মিশাইয়া পান করিতে করিতে বলিল, "মংলু, তুম চোর পাকাড়নে সকে গা?"

মংলু সবিস্ময়ে বলিল, "চোর ? কাঁহা হুজুর ?"

"ঘোষ মেম সাহেবকা কোঠী মে।"

মংলু তাহার সেই ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আভি আয়া ?"

মল্লিক তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। এই চোর লোকটা যে কে এবং কি কারণেই বা তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেটুকু শুধু অপ্রকাশ রাখিয়া, কখন চোর আসিবে এবং কি উপায়ে তাহাকে ধরিতে হইবে ইত্যাদি আর সকল কথাই তাহাকে বলিল। অবশেষে মল্লিক বলিল, "তুম চোর পাকড়ো, হাম তুমকো দশ রুপিয়া বখ্‌শিস দেঙ্গে।"

মংলু বলিল, "বহুৎ খু হুজুর।"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না।

* * * *

রাত্রি বারোটা বাজিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে মল্লিক তাহার শয়ন কক্ষের আলো নিবাইয়া, জানালাটি খুলিয়া প্রতীক্ষায় রহিল। মংলু যথাস্থানে গিয়া লুকাইয়া বসিয়া আছে ; চোর বারান্দায় উঠিয়া যাই মিস্ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি মংলু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিবে এবং চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে এইরূপ বন্দোবস্ত।

ঘড়িতে ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিক দেখিল, নিম্নস্থ ক্যালকাটা রোড হইতে একটা মানুষ হামাগুড়ি দিয়া পাহাড় উঠিয়া ঘোষ ভিলার হাতার প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইল ; এবং প্রায়

সঙ্গে সঙ্গে, ঘোষভিলা হইতে একটি নারী মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিয়া, সেই নরমূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইল। তাহার পর উভয়ে সেইখানে যেন অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল,—মল্লিক আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

মল্লিক অনুমান করিল, উহারা ওখানে বসিয়াছে—একটা উঁচু পাথরের আড়াল পড়িয়াছে বলিয়া উহাদিগকে আর দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। উহারা দুইজনেই নামিয়া যাইতেছে না ত? একবার ইচ্ছা হইল, জুতা যোড়াটা খুলিয়া রাখিয়া, নগ্নপদে বাহির হইয়া উহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই অন্ধকারে, পাহাড়ের অত কিনারায় যাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল, মংলু এখনই ছুটিয়া আসিয়া চোরকে ধরিবে—কিন্তু মংলুর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তখন মল্লিকের স্মরণ হইল, মংলুর প্রতি আদেশ আছে, চোর বারান্দায় উঠিয়া, মিস সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে গেলেই সে ছুটিয়া আসিয়া ধরিবে। চোর বারান্দায় উঠে নাই, সুতরাং সে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—বেটার ঘটে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে!

চোরের আবির্ভাবের পর প্রায় দশ মিনিট অতীত হইলে, ঠিক গত রাত্রের ন্যায়, উভয় মূর্ত্তি আবার সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। গত রাত্রির ন্যায়, উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল, এবং চুম্বনের শব্দও যেন শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে গেল, পুরুষ মূর্ত্তি হামাগুড়ি দিয়া সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল।

এই সময় মংলু নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে চুপি চুপি বলিল, "হুজুর, চোর তো বারান্দামে আয়া নেই। হাতামে আকে বৈঠা, মিস সাহেবকা সাথ বাতচিৎ কিয়া, আভি চলা যাতা হায়।"

মল্লিকের ইচ্ছা করিল, তাহার নাকের উপর দম্ করিয়া এক ঘুসি বসাইয়া দেয়; কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল, "তুম দৌড়কে যাও, আভি উস্কো পাকড়ো। পাঁকড়কে, উস্কো ঘোষ সাহেবকা হাতা মে লে আও—হামভি আতা হায়।"

"বহুৎখু হুজুর"—বলিয়া মংলু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মল্লিক সেই বাতায়ন পথে দেখিল, মংলু উভয় হাতার মধ্যবর্ত্তী তার ডিঙাইয়া যে স্থানে প্রণয়ীযুগল বসিয়া ছিল, সেই স্থান অবধি গেল, এবং তাহার পর, ক্যালকাটা রোডের দিকের পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হইল।

মল্লিকও তখন বাহির হইল; এবং ঘোষভিলার হাতার প্রান্তে গিয়া, নিম্নে চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট আলোকে দুই জন লোক ক্যাল-কাটা রোডের উপর জাপ্টা জাপটি করিতেছে। দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মংলু, পাকড়ো পাকড়ো ছোড়ো মৎ, হামভি আতা হায়।"—বলিয়া সে সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদূর নামিয়া, নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড এত নীচু বলিয়া বোধ হইল যে, নামিতে আর তাহার সাহস হইল না; সেইখানে পাথরের উপরে বসিয়া নিম্নে চাহিয়া রহিল, এবং পুনরায় হাঁকিল, "মংলু, ছোড়ো মৎ—ছোড়ো মৎ।"

পাথরের উপর দিয়া ছুটাছুটির জুতার শব্দও সে পাইল। চোর-ধৃতকারী দূরে চলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইল, তাহার পর আর্ত্তকণ্ঠে শব্দ উঠিল—"বাপরে বাপ—জান গিয়া!" মল্লিক অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—"যাঃ, বোধ হয় বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে"—বলিয়া, আর কোনও শব্দ যদি শুনিতে পায়, এই জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিল; কিন্তু আর কোনও শব্দ পাইল না—সমস্তই নিস্তব্ধ।

সেই মুক্তস্থানে বসিয়াও, মল্লিকের দেহ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। দেখিল, ইংরাজি কাপড় পরা এক মূর্ত্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ফিরিয়া আসিতেছে। ভাবিল,কিশোরী ত আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছে, যদি উঠিয়া আমার বুকেও ছুরি বসাইয়া দেয়?—তখনই সে তাড়াতাড়ি, ঘোষভিলার হাতায় উঠিয়া, নিজ বাসায় গিয়া, সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া, অন্ধকার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল, কিন্তু আততায়ীকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিল, সে এতক্ষণ প্রস্থান করিয়াছে—এইবার একবার নামিয়া গিয়া মংলুর অবস্থা কি হইয়াছে দেখিলে হয় না? আবার ভাবিল, কিশোরী যদি চলিয়া না গিয়া থাকে? তা ছাড়া, মংলু কখনও জীবিত নাই—নামিয়াই বা ফল কি? যে গিয়াছে সে ত গিয়াছেই! তার সঙ্গে নিজেকে বিপদে জড়াই কেন?—এই ভাবিয়া সে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, পোষাক ছাড়িয়া, খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া, শয্যায় অশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিদায়

কিশোরীকে বিদায় দিয়া আসিয়া, সত্যবালা তাহার দ্বারটি বন্ধ করিয়া যখন শুইতে যাইতেছিল, তখন সেও ক্যালকাটা রোডের দিক হইতে মল্লিকের কণ্ঠস্বরে "মংলু পাকড়ো পাকড়ো ছোড়ো মৎ" এবং অবশেষে "বাপরে বাপ জান গিয়া" শব্দটা শুনিয়াছিল। শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল।

সতী তখন বেশ বুঝিতে পারিল মল্লিক কিশোরীকে ধরিবার জন্ত মংলুকে পাঠাইয়াছে—এবং মংলু তাহাকে ধরিয়াছে। কিন্তু "বাপরে বাপ জান গিয়া" শুনিয়া সতী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি পশ্চাতের জানালা খুলিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল, কিন্তু আর কোনও রূপ শব্দ শুনিতে পাইল না। তবে দেখিল, ইংরাজি কাপড় পরা এক মূর্ত্তি, নিম্ন হইতে হাতায় উঠিল, এবং তার ডিঙাইয়া পার্শ্বস্থ হাতায় প্রবেশ করিল। সতী বুঝিল যে মল্লিক ফিরিয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাহার ভয় গেল না; বুক দুর দুর করিতে লাগিল। কি হইবে! কিশোরীর যদি কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে,—তাহা হইলে কেমন করিয়াই বা আমি জানিতে পারিব? কোথায় কাল বেলা ৯টার সময় বিবাহ, আজ হঠাৎ এ কি অভাবনীয় কাণ্ড!

খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতী প্রায় পনেরো মিনিট এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল, কিশোরী

যেখান দিয়া উঠিয়া আসে, ঠিক সেইখান দিয়া দ্বিতীয় একজন মনুষ্য মূর্তি উঠিয়া তাহাদের হাতায় আসিল। সেই তরল অন্ধকারে, লোকটাকে কিশোরীর মতই দেখাইল। সতী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। লোকটা বাড়ীর দিকেই আসিল; এবং ক্ষণকাল পরে. সতীর বদ্ধ দ্বারের বাহিরে, কুকুরে আঁচড়াইলে যেমন শব্দ হয়, সেইরূপ একটা শব্দ উত্থিত হইল।

সতী ক্ষিপ্রপদে দ্বারের কাছে আসিয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

সেইরূপ চাপা গলায় উত্তর আসিল, "আমি কিশোরী, খোল।"

সতী কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া দিল। কিশোরী বলিল, "একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। একটা লণ্ঠন দিতে পার?"

সতী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে? কি হয়েছে?"

কিশোরী বলিল, "মল্লিকের চাকর মংলু আমায় আক্রমণ করেছিল। হুড়োহুড়িতে, আমরা দুজনে রাস্তার শেষে পৌঁছেছিলাম—তার পর, আমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাকে এক ধাক্কা দিই; তাতে সে গড়াতে গড়াতে নীচে চলে গেছে—যদি খদে পড়ে গিয়ে থাকে, তবে তার অস্থিচূর্ণ হয়ে গেছে। একটা লণ্ঠন দাও, আমি তাকে খুঁজে দেখ্‌বো—যদি বেঁচে থাকে, তবে তার প্রাণ বাঁচাবার উপায় করবো।"

সতী, কিশোরীর বাহুর উপর হস্ত রাখিয়া বলিল, "আমি লণ্ঠন দিচ্ছি, কিন্তু একলা তোমায় ত আমি যেতে দেবো না! আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

কিশোরী বলিল, "না না, তুমি কোথা যাবে?"

সতী বলিল, "তা হলে তুমিও যাবে না। আমি এই রাত্রে তোমায় একলা যেতে দেবো না।"

কিশোরী বলিল, "পাহাড়ের গা দিয়ে তুমি কি নামতে পার? যদি পড়ে যাও ত সর্ব্বনাশ হবে। তা ছাড়া, মল্লিকও বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আছে। আমি যখন মংলুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়াছিলাম, তখন দু'বার তার গলার স্বর শুনেছি।"

সতী বলিল, "আমিও শুনেছি। সে নিজের বাসায় চলে গেছে আমি দেখেছি। সে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার বাড়ীর লোকদের কাছে জানাজানি হোক্ আর না হোক্—এ বিপদে আমি কখনই তোমায় একলা ছেড়ে দেবো না—আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। "পাহাড়ের গা দিয়ে নামা ওঠার কথা বলছ, সে আমার খুব অভ্যাস আছে—ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস আছে। সে জন্যে তুমি কিছু ভয় কোর না।"

কিন্তু কিশোরী কিছুতেই রাজি হইল না। অনেক করিয়া সতীকে বুঝাইল। বলিল, "দেখ, সে লোকটা কোথায় পড়ে আছে, এই রাত্রে কেবল মাত্র একটি লণ্ঠনের সাহায্যে খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব হবে। তবু, মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে একবার খুঁজে দেখা এই মাত্র। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বেশীদূর নীচে অবধি আমি যাব না—নিজের জীবনকে বিপন্ন করবো না। লণ্ঠনটা দাও, আমি একটু খুঁজে দেখে আসি। তুমি জেগে থাক আমি এখনই আবার ফিরে আস্‌বো।"

সতী তখন নিজ গোসলখানা হইতে একটি হরিকেন লণ্ঠন আনিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী বলিয়া গেল, "আমি আধঘণ্টার ভিতরই ফির্‌বো।"

* * *

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী ফিরিয়া আসিল। সতী দ্বার খুলিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল?"

কিশোরী বলিল, "আমি অনেকটা দূর অবধি নেমে গিয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। খুব নীচু খদে গিয়ে বোধ হয় সে পড়েছে। সে আর বেঁচে নেই। বাইরে চল, এখন আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কি করবো স্থির করেছি তা তোমায় বলবো।"

উভয়ে বাহির হইয়া, পূর্ব্বস্থানে গিয়া বসিল। কিশোরী বলিল, "দেখ, আমি এখন খুনের দায়ে পড়লাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক না করলেও, ঘটনাক্রমে, আমার দ্বারায় একটা খুন হয়ে গেল। স্বয়ং মল্লিক তার সাক্ষী। মল্লিক এই রাত্রেই পুলিসে খবর পাঠিয়েছে কি না জানি না, কাল সকালে নিশ্চয়ই পাঠাবে—তখন আমি গ্রেপ্তার হব। সুতরাং, এখনই আমার গা ঢাকা দেওয়া দরকার। এই রাত্রেই আমি দার্জ্জিলিঙ ছেড়ে পালাবো স্থির করেছি।"

সতী কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?"

কিশোরী বলিল, "রেলের পথে, কলকাতার দিকে নয়। কারণ ঐ দিকেই পুলিস আমায় খুঁজবে। ভাবছি, ঠিক উল্টো দিকে, টিবেটের পথে আমি যাব। কিছুদূর গেলেই, ইংরেজ

রাজ্যের সীমানা পার হয়ে যাব। তখন, আর কিছু ভয় থাকবে না। বছর খানেক পরে, এ দিকে সব গোলমাল মিটে গেলে, আমি ফিরে আস্‌বো, কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কি বল? এই ভাল মৎলব নয়?"

সতী, পূর্ব্ববৎ চাপা কান্নার ভিতর হইতে বলিল, "এই বোধ হয় এখন ভাল।"

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সতীকে বক্ষে বাঁধিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, "তবে, এখন আমায় বিদায় দাও। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, তুমি আমারই থাকবে ত?"

সতী, কিশোরীকে বুকে বাঁধিয়া বলিল, "আমি তোমারই থাক্‌বো—তোমারই থাক্‌বো—আমরণ আমি তোমারই থাক্‌বো। তুমি ফিরে আসবার আশায় বেঁচে থাক্‌বো।"

কিশোরী সতীকে বারম্বার চুম্বন করিয়া বলিল, "এখন তবে বিদায়। একটা কথা। তোমার কাছে টাকা আছে?"

"আছে। এনে দেব?"

"না। আমি এখন স্যানিটেরিয়মেই যাচ্চি। দরকারী জিনিষ-পত্র নিয়ে, ভোর হবার আগেই দর্জ্জিলিঙ ছেড়ে চলে যাব। কাল তুমি স্যানিটেরিয়মে গিয়ে, আমার হিসেব মিটিয়ে দিয়ে, আমার জিনিষপত্র আর কুকুরটিকে এনে তোমার কাছে রাখবে।"

সতী বলিল, "তা রাখবো।"

তখন, অনাবিল অশ্রুজলে পরস্পরকে পরিষিক্ত করিয়া, উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম • পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিং ত্যাগ

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরীমোহন নিজ কক্ষ দ্বারের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, খাটের পায়ার শিকলে বাঁধা টমি কুকুর লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিল। তাহাকে খুলিয়া দিয়া, আদর করিয়া, কিশোরী একখানি ঈজি চেয়ারে লম্বমান হইবামাত্র, টমি লাফাইয়া তাহার কোলের উপর বসিল। টমিকে আদর করিতে করিতে, কিশোরীর মনে হইল, আরাম করিবার সময় ত এ নহে; মল্লিক যদি থানায় খবর পাঠাইয়া থাকে—পাঠানোই সম্ভব,—তবে হয়ত পুলিস এতক্ষণ তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য থানা হইতে বাহির হইয়াছে। সে তখন উঠিয়া পড়িল। টমিকে আবার বাঁধিল। ইহাতে টমি বিস্মিত হইয়া মনিবের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; কারণ রাত্রে সে বরাবর খোলাই থাকে, ছেঁড়া কম্বল পরিপূর্ণ বেতের ঝুড়িটিতে শুইয়া সে নিদ্রা যায়।

কিশোরী বাক্স খুলিয়া, তাহার টাকার থলি বাহির করিয়া দেখিল তাহাতে কিঞ্চিদধিক ২০০৲ টাকা রহিয়াছে। মাত্র ২।৩ দিন হইল, কলিকাতা হইতে মনি অর্ডার যোগে তাহার ২০০৲ টাকা আসিয়াছিল; পিয়ন তাহাকে ফরম দিয়া যখন ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া গণিয়া থাকে থাকে টেবিলের উপর সাজাইতেছিল, তখন কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "নোট নেহি হায়?" পিয়ন বলিয়াছিল, "নেহি হুজুর, আজ নোট নেহি মিলা।"—এখন কিশোরী ভাবিল, পিয়ন যে নোট না দিয়া সবগুলি রূপার টাকা দিয়া গিয়াছে, সে ভালই হইয়াছে—কারণ সে শুনিয়াছিল, পাহাড় অঞ্চলে, ইংরাজ রাজ্যের সীমানার বাহিরেও অনেকদূর পর্য্যন্ত, ইংরাজের টাকার খুব আদর আছে। গোটা দশেক টাকা বাহিরে রাখিয়া, কিশোরী থলির মুখ বন্ধ করিল। ফ্লানেলের শার্টগুলি, গরম মোজাগুলি, এক টিন বিস্কুট, একটি এনামেলের গেলাস,—এই সব জিনিসগুলি তাহার হাতব্যাগে ভরিয়া লইল। স্যানিটেরিয়মের লাইব্রেরী হইতে শরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত, মানচিত্র সম্বলিত "লাসা ও মধ্য তিব্বত ভ্রমণ" ইংরাজি পুস্তকখানি পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল, পরের দ্রব্য হইলেও, সে বহিখানিও কিশোরী ব্যাগের মধ্যে লইল। আর লইল, দার্জ্জিলিং আসিবার সময়, পাহাড়ের দৃশ্য দেখিবার সময় সে নীলামে একটি দূরবীণ কিনিয়া লইয়াছিল, সেটী, এবং টেবিলের উপর একটা প্লেটে দুইটা আপেল ও একটা কমলা নেবু ছিল, এই ফল তিনটী। কিছু ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু

আর ত কিছুই ছিল না, কেবল ছিল একবোতল ঈনোজ ফ্রুট সল্ট—কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা কোন দিন খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই বোতলটিও সঙ্গে লইল। বিছানা হইতে নিজ র‍্যাগ দুই খানি তুলিয়া ব্যাগের গায়ে বাঁধিয়া কিশোরী বাহির হইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইল, রাত্রি তখন প্রায় দুইটা।

টমির ঝুড়ির নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গা চাপড়াইয়া সজলনয়নে কিশোরী বলিল, "টমি, এখন চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, আর তুই বেঁচে থাকিস, তবে হয়ত একদিন আবার দুজনে দেখা হবে। নইলে এই পর্য্যন্ত। যাহোক, তোকে বেশ ভাল আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি, তুই কোনও কষ্ট পাবিনে। এখন বিদায়।"—বলিয়া কিশোরী ঝুঁকিয়া, কুকুরের মুখে চুমো খাইল; তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া টমির গাত্রলোম আর্দ্র করিয়া দিল।

দরজাটি বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া, তালা দিয়া, চাবিটি তালাতেই লাগাইয়া রাখিল; কারণ কল্য প্রাতে সত্যবালা হিসাব মিটাইতে এবং তাহার জিনিষপত্র ও কুকুর লইতে আসিবে। স্যানিটেরিয়ম তখন সুপ্তিমগ্ন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে—চন্দ্রালোকে স্যানিটেরিয়মের হাতা পার হইয়া ফটকের নিকট আসিয়া দেখিল, একজন ভৃত্য কোনও কারণে তাহার শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত্তা রাতমে কাঁহা যাতেহেঁ হুজুর?" কিশোরী বলিল, "সূরয উগা দেখনে যাতেহেঁ।"—দার্জ্জিলিঙে আগত অনেক ভদ্রলোকই রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার

জন্ত টাইগার হিলে গিয়া থাকেন, ভৃত্যও তাহাই মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিশোরী তখন কার্ট রোডে উঠিয়া, শঙ্কিত নয়নে এদিক ওদিকে চাহিয়া দেখিল; কোথাও কোনও পুলিস প্রহরী দেখিতে পাইল না। সে তখন রাস্তা ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। তিব্বত-যাত্রী শরচ্চন্দ্র দাস কোন্ পথে দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সে পুস্তকেও পাঠ করিয়াছিল, এখানে ভ্রমণের সময় হেমচন্দ্র একদিন সে পথটি তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

মার্কেটের কাছাকাছি দুইজন কনেষ্টেবলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি" এই কৈফিয়তে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, ক্রমে কিশোরী দার্জ্জিলিঙ সহরের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিল। পথের উভয় দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও পুলিস তাহাকে ধরিতে আসিতেছে না।

চন্দ্র তখন আরও উচ্চে উঠিয়াছে। আকাশে আজ মেঘ নাই—বিমল চন্দ্রালোকে পার্ব্বত্যপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছিল। কিশোরী ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য পথ অবতরণ করিতে লাগিল। পথ নির্জ্জন। ক্রোশ খানেক অতিক্রান্ত হইলে মাঝে মাঝে দেখিল, দুই তিনজন করিয়া ভুটিয়া, পৃষ্ঠে ফল বা মৎস্যের বোঝা লইয়া দার্জ্জিলিঙ অভিমুখে যাইতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কিশোরী পশ্চাতে দেখিতে লাগিল—পশ্চাদ্ধাবন-কারী কোনও পুলিস দৃষ্টিগোচর হইল না।

উৎরাই শেষ হইয়া যখন চড়াই আরম্ভ হইল, তখন শেষ

রাত্রের সেই কনকনে শীত সত্ত্বেও, কিশোরীর দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। একে চড়াই ভাঙ্গিতে হইতেছে, তাহার উপরে সেই মোটা ওভারকোট গায়ে এবং হাতে সেই ভারি ব্যাগ, অল্পক্ষণেই কিশোরী শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পথের ধারে একটা বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া কিশোরী হাঁফাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর কিশোরী দেখিল চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বদিকে নেপাল সীমান্তস্থিত গিরিমালার ঊর্দ্ধ-দেশে আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিতেছে—এইবার সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থিত। কিশোরী ভাবিল, তিন জনের নিকট বলিয়া আসিয়াছি, সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি—তা, সূর্য্যোদয়টা এইখান হইতেই দেখিয়া লই।

সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত কিশোরী সেখানে বসিয়া রহিল। সূর্য্যো-দয় হইলে, আবার উঠিয়া কিশোরী পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর হইতে দেখিল পথের দুই ধারে একটি গ্রামের মত রহিয়াছে, এবং তাহার অপর দিকে একটি নদী বহিয়া যাইতেছে। কিশোরী অনুমান করিল, উহাই বোধ হয় মানচিত্রে দৃষ্ট গক্ নামক বসতি, এবং ঐ নদীই বোধ হয় এ পারে বৃটিশ রাজ্য এবং ওপারে "স্বাধীন সিকিম"এর সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিশোরী ভাবিল, বৃটিশ রাজ্যের সীমা পার হইলে এবার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুলাভ।

কিশোরী যখন গক্ গ্রামের মধ্যে পৌছিল, বেলা তখন ৮টা। একস্থানে দেখিল, প্রায় ১০।১২জন লোক বসিয়া আছে, মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ কটাহে চা সিদ্ধ হইতেছে ; সেই ফুটন্ত চা, একটা টিনের মগে করিয়া তুলিয়া এক ব্যক্তি সকলকে পরিবেষণ করিতেছে। তাহাদের কিছুদূরে একখানা পাথরের উপর কিশোরী বসিল। লোকগুলা চা পান করিতে করিতে আড়চোখে আড়চোখে কিশোরীর পানে চাহিতে লাগিল। একজন যুবাবয়স্ক ব্যক্তি দল হইতে সরিয়া আসিয়া, কিশোরীকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব চা পিওগে ?"

পথ হাঁটিয়া নিদ্রার অভাবে কিশোরীর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "থোড়া দেও"—বলিয়া ব্যাগ হইতে তাহার এনামেলের গেলাস বাহির করিয়া যুবকের হাতে দিল। যুবক গেলাসটি লইয়া কটাহ-স্বামীর নিকট হইতে এক গেলাস চা আনিয়া কিশোরীর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

কিশোরী এক চুমুক পান করিয়া দেখিল, চায়ের যে আস্বাদে আমরা অভ্যস্ত, ইহার আস্বাদ সেরূপ নহে ; তবে আস্বাদটা মন্দও নহে। কিশোরী চা পান করিতে লাগিল ; যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল, "সাহেব তুম দার্জ্জিলিঙ সে আতা হায় ?" কিশোরী মস্তক সঞ্চালনে উত্তরে জানাইল যে তাহাই।

"কাঁহা যাগা ?"

কিশোরী বলিল, "পাহাড় দেখ্‌নে।"

"বড়া পাহাড় ?"

"হাঁ।"

"বহুৎ দূর।"

চা পান করিয়া গেলাসটী উবুড় করিয়া রাখিয়া কিশোরী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথা ?"

যুবা, নদীর অপর পারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "মিটো গাং। তিন পাহাড় বাদ।"

"তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

"দার্জ্জিলিঙ।"

"কি জন্য ?"

"চাকরির চেষ্টায়।"

"সেখানে তোমার চেনা লোক আছে ?"

"আমাদের গ্রামের ৪।৫ জন লোক আছে। আমি পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে চাকরি করিতাম। বৎসর খানেক হইল, চাকরি ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম।"

কিশোরী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি তুমি এমন সুন্দর হিন্দী কহিতে শিখিয়াছ ? তোমাদের রাজা কে ?"

যুবা বলিল, "সিকি অং।"

"দার্জ্জিলিঙে তুমি কি চাকরি করিবে?"

"আমি সেখানে সাহেবদের তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিই। এবার গিয়া, সে কার্য্যও করিব; নিজেও একটু ইংরাজি শিখিব ইচ্ছা আছে।"

"কত মাহিনা পাইবে?"

"৫০।৬০ টাকা রোজগার করিতে পারিব। করিলে কি হইবে; দার্জ্জিলিঙে যে খরচ! অর্দ্ধেক ত খাইয়াই ফেলিব। তা ছাড়া ইংরাজি শিখিবার ব্যয়ও লাগিবে।"

কিশোরী মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, "তুমি আমার চাকরি করিবে? আমি তোমায় মাসে ২৫ টাকা বেতন দিব, এবং খোরাকও যোগাইব। তুমি আমায় তিব্বতীয় ভাষা শিখাইবে, আমিও তোমায় ইংরাজী শিখাইব।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে দার্জ্জিলিঙে ফিরিবেন?"

কিশোরী বলিল, "যেখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়, আমি সেই অবধি যাইব। তাহার পর ফিরিব।"

যুবক বলিল, "দুই মাস লাগিবে। এ দুই মাস আমি বসিয়া থাকিব সাহেব?"

"বসিয়া থাকিবে কেন? এখন হইতেই তুমি আমার কাযে ভর্ত্তি হও। আমার সঙ্গে চল। আবার আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

যুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তাহার পর কহিল, "সাহেব, আমি আপনার সহিত যাইতে পারি, যদি আমার পিতার অনুমতি

পাই। আমাদের গ্রাম এখান হইতে অধিক দূরে নহে ; এক বেলার পথ। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি। আপনার দেখা কোথায় পাইব।"

কিশোরী বলিল, "চল না, আমিও তোমাদের গ্রামে যাই। তোমার পিতা যদি তোমাকে যাইতে দেন, তবে কাল সকালে উঠিয়া আমরা আবার রওনা হইতে পারিব। তোমার নাম কি ? তোমরা কোন জাতি ?"

"আমার নাম ফুরচিং। আমরা পূর্ব্বে তিব্বতের অধিবাসী ছিলাম ; আমার পিতা সেখান হইতে বাস উঠাইয়া এ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। আপনি কি ইসাই ?"

কিশোরী বলিল, "না, আমরা হিন্দু।"

"এখানে আর কি বিলম্ব করিবেন ?"

"না, এখানে বিলম্ব করিয়া আর কি হইবে ? চল এই বেলা ওঠা যাউক্—বেলায় বেলায় তোমাদের বাড়ী পৌছিতে পারিলেই ভাল। একটা কথা—রাস্তায় আর কোনও গ্রাম পাওয়া যাইবে কি ? কিছু খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক ত ?"

ফুরচিং বলিল, "রাস্তায় আর কোথাও খাদ্য পাওয়া যাইবে না। এখান হইতেই কিছু সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।"

কিশোরী তাহার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ফুরচিং-এর হাতে দিল। টাকাটি লইয়া ফুরচিং বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়াই বিশ্রাম করুন, আমি কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ফুরচিং কয়েকটা কমলা লেবু, দুই খানা বড় চাপাটি রুটি এবং ছয়টা সিদ্ধ করা ডিম আনিয়া হাজির করিল। বলিল, রুটি বানাইতে ডিম সিদ্ধ করিয়া লইতে বিলম্ব হইয়া গেল।

তখন উভয়ে উঠিয়া নদীতীর অভিমুখে চলিল।

এই নদীর নাম রাম্মম। গিরিনদী সচরাচর যেমন খরস্রোতা হয়, ইহাও তাহাই। কিশোরী দেখিল, নদীর এ পার ও পার পর্য্যন্ত একটি বাঁশের পুল; নদীর মাঝখানে একটি বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, সেতুর মধ্যভাগ তাহারই উপর স্থাপিত। সেতুর উভয় দিকে কতকগুলি লোক মাছ ধরিতেছে—আকার দেখিয়া কিশোরী বুঝিল উহারা লেপচা। ফুরচিং বলিল, "সাহেব, একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা মাছ কিনিয়া আনি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বৌদ্ধ, তোমরা মাছ খাও?"

"খাইতে দোষ নাই, মারিতেই দোষ; আমি ত মারিব না, উহারা মারিয়াছে, আমি সেই মরা মাছ কিনিয়া আনিব।"—বলিয়া ফুরচিং মৎস্য শিকারীদের নিকট গিয়া, অনেক দর দস্তর করিয়া, আড়াই সের আন্দাজ একটা মাছ কিনিয়া আনিল।

কিশোরী বুঝিল, আজ রাত্রে তাহারই আতিথ্যের জন্য ফুরচিং এই মাছটি এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিল। পকেটে হাত দিয়া বলিল, "কত দাম দিতে হইবে?"

ফুরচিং বলিল, "আপনি যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহারই কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল। আর কিছু দিতে হইবে না।"

এক হাতে মাছ, অপর হাতে কিশোরীর র‍্যাগে জড়ানো ব্যাগটি লইয়া অগ্রে অগ্রে ফুরচিং, পশ্চাতে কিশোরী, উভয়ে সাবধানে সেই বাঁশের পুল পার হইয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। এইবার আবার চড়াই আরম্ভ হইল। পথের এক দিকে পর্ব্বত, অপর দিকে খদ নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে বহু সংখ্যক শাল বৃক্ষ, বায়ুভরে দুলিতেছে। খদের দিকে শস্যক্ষেত্র—ধান্য ক্ষেত্র আছে, স্থানে স্থানে তুলার গাছ এবং এলাচির ক্ষেত্রও দেখা যাইতে লাগিল।

চড়াই উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল; এক স্থানে পর্ব্বত গাত্র হইতে কল কল স্বরে ঝরণার জল নামিতেছিল। ফুরচিং বলিল, "আর খানিকটা উঠিতে পারিলেই মিটো গাংএর রাস্তা আমাদের ডান দিকে পড়িবে। এইখানে বসিয়া, একটু বিশ্রাম করিয়া কিছু আহার করিয়া লউন সাহেব।"

কিশোরী এত শ্রান্ত হইয়াছিল যে তাহার পা আর চলে না। ঝরণার নিকট গিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া আসিয়া, শাল বৃক্ষের নিম্নে একটা পাথরের উপর সে বসিয়া পড়িল; কিয়ৎক্ষণ পরে চাপাটি, আণ্ডা, ফলগুলি দ্বারা উভয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, ঝরণার জল পান করিয়া আবার চড়াই উঠিতে লাগিল।

ফুরচিংএর অনুসরণে উৎরাই নামিয়া, আবার চড়াই উঠিয়া

কিশোরী যখন মিটোগাং গ্রামে পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। ফুরচিংদের কুটীরের সম্মুখে খোলা জায়গায় কয়েকটা গরু ও ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। দুইটী শিশু ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। ফুরচিং কিশোরীকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেল; ঘরটির এক পার্শ্বে গরুর খাদ্য স্তূপাকারে রক্ষিত, অপর পার্শ্বে একটি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত আছে। কিশোরী সেই কাষ্ঠমঞ্চের উপর বসিয়া বলিল, "আমাকে জল আনিয়া দাও। আমি হাত পা ধুইয়া, এইখানে শুইয়া একটু ঘুমাইব; আমি আর বসিতে পারিতেছি না।"

ফুরচিং অদৃশ্য হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে এক বালতি জল ও একটা টিনের মগ আনিয়া কুটীরের বারান্দায় স্থাপন করিল। কিশোরী ইতোমধ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফ্ল্যানেলের রাত কাপড় পরিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া, তোয়ালে হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। জল পাইয়া কিশোরী যেন কৃতার্থ হইল; হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ফুরচিং জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কিছু খাইবেন কি?"

কিশোরীর চক্ষু ঘুমে প্রায় ঢুলিয়া আসিতেছিল। বলিল, "কিছু না, এখন কেবল ঘুমাইব। তোমার বাবা কোথায়?" বলিয়া ব্যাগ হইতে নিজ র‍্যাগ দুইখানার বাঁধন খুলিতে লাগিল।

ফুরচিং বলিল, "বাবা ক্ষেতে কায করিতে গিয়াছেন; এখনও ফেরেন নাই, সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।"

—বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। একমিনিটের মধ্যে একটা বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া আনিয়া বলিল, "ইহা পান করুন দেখি।"

চোঙাটি লইয়া কিশোরী বলিল, "ইহা কি ?"

"মাড়োয়া। সাহেব লোকেরা যেরূপ বিয়ার পান করেন, ইহাও সেইরূপ। ভুট্টাদানা চোয়াইয়া ইহা আমরা প্রস্তুত করি। পান করিলে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইবে; খুব আরামে ঘুমাইবেন; দেহের বল ফিরিয়া আসিবে!"

কিশোরী সেই বাঁশের চোঙাটি নাকের কাছে ধরিয়া ঘ্রাণ লইল। গন্ধটি মন্দ বোধ হইল না। বলিল, "দেখ, আমি কিন্তু সরাপ পান করি না। ইহা পান করিলে আমার নেশা হইবে। ইহা লইয়া যাও।"

ফুরচিং হাসিয়া বলিল, "না সাহেব, ইহা সরাপ নহে—বিয়ার। আপনি নির্ভয়ে পান করুন। কোনও মন্দ ফল হইবে না।"

কিশোরী তখন ব্যাগ হইতে তাহার এনামেলের গেলাসটি বাহির করিয়া, আধ গেলাস পরিমাণ মাড়োয়া তাহাতে ঢালিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর, একখানি র‍্যাগ পাতিয়া, অপরখানি গায়ে দিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধের উপদেশ।

কিশোরীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল ঘরে মিট মিট করিয়া একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে, দ্বারটি ভেজানো রহিয়াছে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল রাত্রি ৯ নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দ্বার খুলিতেই, ফুরচিং কোথা হইতে আসিয়া বলিল, "সাহেব, আপনি খুব ঘুমাইয়াছেন!"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, আমি খুব ঘুমাইয়াছি বটে। ঘুমাইয়া, আমার শরীরটা সুস্থ হইল।"

"এইবার আপনার খাবার লইয়া আসি?"

কিশোরী এখন বেশ ক্ষুধা অনুভব করিতেছিল। বলিল, "আন।"

অল্পক্ষণ পরে ফুরচিং একটা কাঠের থালায় এক থালা ভাত, একটা কাঠের বাটীতে এক বাটী তরকারী এবং একটা কাঠের চামচ আনিয়া হাজির করিল। একটা টিনের মগে ভরিয়া জলও আনিয়া দিল। কিশোরী সেই জলের কিয়দংশের সাহায্যে হাত মুখ ধুইয়া ভোজনে বসিল।

তরকারিটায় মাছ, আলু, পেঁয়াজ ও মূলা মিশ্রিত ছিল। রন্ধন প্রণালী বাঙ্গালীর পক্ষে উপভোগ্য না হইলেও, ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই যেন কিশোরীর তখন অমৃত বোধ হইল। থালার ভাত

অধিকাংশ নিঃশেষ করিয়া, আচমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা আসিয়াছেন ?"

"আসিয়াছেন।"

"তিনি কি বলিলেন ?"

"তিনি আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনি ?"

"ডাক"—বলিয়া কিশোরী তাহার সেই কাষ্ঠমঞ্চে বিস্তৃত শয্যার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই ফুরচিং তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। "সেলাম সাহেব"—বলিয়া বৃদ্ধ মেঝের উপরেই বসিতে যাইতেছিল; কিশোরী অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিজ শয্যার উপরে বসাইল।

বৃদ্ধ বসিয়া হিন্দীতে বলিল, "শুনিলাম আপনি হিন্দু। পর্ব্বত দেখিবার জন্য দার্জ্জিলিঙ হইতে বাহির হইয়াছেন। আপনার নিবাস কোন্ স্থানে ?"

কিশোরী বলিল, "কলিকাতায়।"

"আপনি বাঙ্গালী বাবু ? বেশ বেশ। বাঙ্গালীরা বড় ভদ্রলোক হয়। একবার আমি দার্জ্জিলিঙ গিয়াছিলাম, তখন কয়েকটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারাও কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কলিকাতাও গিয়াছিলেন না কি !"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, কলিকাতায় কখনও যাই নাই। কলিকাতায় শুনিয়াছি ইংরাজগণ নাকি বড় ভারি সহর বানাইয়াছে। অনেক দিন হইতে, কলিকাতা যাইবার কলিকাতা দেখিবার আমার বাসনা ছিল। কিন্তু হইয়া উঠে নাই। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আর ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না।"

"আপনি এখানে চাষবাস লইয়া বেশ সুখেই আছেন বোধ হয় ?"

"আছি, এক রকম। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল নয়, তাই বড় ছেলেটিকে দার্জ্জিলিঙে চাকরি করিতে পাঠাইতে হইয়াছিল। উহার নিকট শুনিলাম, উহাকে আপনি সাথী করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ও আপনাকে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবে, আপনি উহাকে ইংরাজি শিখাইবেন।"

"হাঁ, আমার তাহাই অভিপ্রায়। এখন আপনার মত কি ?"

"আমার কোনও আপত্তি নাই। আমাদের শাস্ত্র ও বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছে। আপনাকে বেশ শিখাইতে পারিবে। বড় বুদ্ধিমান ছেলে। সে যাহাই হউক, আপনি যে অত দূরে, অত দুর্গম দেশ ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছেন, আপনার সেরূপ সাজ সরঞ্জাম কিছুই ত দেখিতেছি না ?"

কিশোরী বলিল, "কি কি সাজ সরঞ্জাম আবশ্যক হইতে পারে তাহা ত আমার জানা নাই; কাযেই সে সব কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

কিশোরীর ব্যাগ খানি অঙ্গুলির দ্বারা বৃদ্ধ টিপিয়া বলিল, "প্রথমতঃ গাত্রাবরণ। এই দুই খানি বিলাতী কম্বলে কি আপনার শীত ভাঙ্গিবে? এ কি দার্জ্জিলিঙ? যত উত্তরে যাইবেন, ততই শীত বাড়িবে। সব দিন ঘরের মধ্যে আশ্রয় পাইবেন না। রাত্রে হয়ত কোনও গিরিগুহায়, নয়ত খোলা আকাশের তলেই শুইয়া থাকিতে হইবে। তখন শীতে মারা যাইবেন যে! এই দুই খানি বিলাতী কম্বল ছাড়া, মোটা ভুটিয়া কম্বল খান কতক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

"এখানে কম্বল কিনিতে পাওয়া যাইবে না কি?"

"ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে কম্বল বেচিয়া, মাঝে মাঝে এই পথে ফিরিয়া যায়। এই গ্রামের দুই একজন ব্যাপারী তাহাদের অবিক্রীত কম্বল সস্তায় কিনিয়া রাখে। চেষ্টা করিলে কম্বল এখানে পাওয়া যাইতে পারে।"

"খান চারেক কম্বল যদি কিনি, কত দাম লাগিবে?"

"কুড়ি টাকার কমে হইবে না। ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে গিয়া ইহার দ্বিগুণ দামেই এ সব বিক্রয় করিয়া থাকে।"

কিশোরী বলিল, "তবে অনুগ্রহ করিয়া কল্য আমাকে চারিখানি কম্বল কিনিয়া দিবেন। আর কি আমার আবশ্যক হইবে?"

"পোষাক। আপনার এ ইংরাজি পোষাক দেখিলে এ দেশের লোক আপনাকে মুস্কিলে ফেলিবে। বিশেষ আপনার নিকট যখন কোনও রাজকীয় ছাড়পত্র নাই। সিকিমের অধিবাসীরা আপনার প্রতি ততটা দুর্ব্ব্যবহার নাও করিতে পারে, কিন্তু আপনি

যেখানে যাইতে চাহিতেছেন, সেখানে যাইতে হইলে নেপালের সীমার মধ্যে গিয়া পড়িবেন। সেখানে হয়ত আপনাকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবে, মারিয়াও ফেলিতে পারে। আপনাকে তিব্বতীয় লামার ছদ্মবেশে যাইতে হইবে।"

"সে পোষাক আমি এখানে পাইতে পারিব কি?"

"চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া সে পোষাকও আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিবেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, কল্য প্রাতে উঠিয়াই রওয়ানা হইব, তাহা আর হইবে না দেখিতেছি।"

"না, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? এ ত আপনার দার্জ্জিলিঙ সহর নহে যে, বাজারে গিয়া টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিবেন!"

কিশোরী ভাবিল দার্জ্জিলিঙের এত কাছে-একদিনের রাস্তা বৈত নয়,—দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা কি নিরাপদ হইবে? তবে একটা কথা, এ স্থানটা বৃটিশ রাজ্যের বাহিরে—এখানে ইংরাজের পুলিশ সহসা আসিয়া আমায় ধরিতে পারিবে না। কিন্তু বলাই বা যায় কি? সিকিমটা নামে স্বাধীন রাজ্য হইলেও, উহা ইংরাজের করদরাজ্য বৈ ত নয়! কিন্তু উপায়ই বা কি? বৃদ্ধ যাহা বলিতেছে, সে ত ঠিক কথাই। ইংরাজী পোষাকে অধিক দূরে যাওয়া ত চলিবেই না! আর, কম্বল না হইলে শীতেই যে মরিয়া যাইব! —সুতরাং অগত্যা কিশোরী ২।১দিন এখানে অবস্থান করিবে বলিয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ তখন কয়েকটি অন্যান্য কথার পর, গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "রাত্রি অধিক হইল। আপনি এখন শয়ন করুন। আমি আপনার জন্য আর খান দুই কম্বল পাঠাইয়া দিতেছি। এ দুই খানা বিলাতী কম্বলে রাত্রে আপনি শীতে কষ্ট পাইবেন।"—বলিয়া পুত্রসহ সে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একহাতে কম্বল এবং একহাতে বাঁশের চোঙা লইয়া ফুরচিং ফিরিয়া আসিল। বিছানা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, "আপনি আর খানিক মাড়োয়া পান করিয়া শয়ন করুন, রাত্রে শীত কম লাগিবে। এ দেশে আমরা সকলেই শয়নের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ মাড়োয়া পান করিয়া থাকি।"

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—এই নীতি স্মরণ করিয়া এবার কিশোরী আপত্তি করিল না। বিশেষতঃ, আহারের পর সুপারি বা কোনও মশলা চর্ব্বণ করিতে না পাইয়া, তাহার মুখটা খারাপ হইয়া ছিল; "মুখশোধন" হিসাবে, আধ গেলাস মাড়োয়া ঢালিয়া সে পান করিয়া ফেলিল।

শয়ন করিয়া, নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত, সে নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল—কোথায় আমি বিবাহের বর, কোথায় পলাতক খুনী আসামী! আজ বেলা ৯টার সময় যখন আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল, সেই সময় আমি কোথায়? তখন আমি লেপচাগণের সহিত পথের ধারে বসিয়া, সেই উৎকট চা পান করিতেছি! আজ এতক্ষণ, দার্জ্জিলিঙের কোনও ইংরাজি হোটেলে, প্রিয়তমার সহিত ফুলশয্যায় আমার শয়ন করিবার কথা! তাহার পরিবর্ত্তে, পাহাড়িয়ার

কুটীরে, কাষ্ঠশয্যায় এই বিড়ম্বনা ভোগ! অথচ, চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেও ইহা একেবারে স্বপ্নাতীতই ছিল!—আবার কি সুদিন আসিবে? এ জীবনে আর আসিবে কি না, কে জানে। আর কি কোনও দিন আমি প্রিয়ার মুখ, আত্মীয় স্বজনের মুখ, দেশের মুখ দেখিব? না, হিমালয়ের সুশীতল বক্ষে আমার চিরসমাধি রচিত হইবে?

সতী এখন দার্জ্জিলিঙে কি করিতেছে, স্যানিটেরিয়মে গিয়া তাহার জিনিস পত্র ও কুকুর লইয়া আসিলে তাহার বাড়ীর লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, এই সব কিশোরী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমে, মাড়োয়ার প্রভাবে, তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল,—শান্তিদায়িনী নিদ্রা আসিয়া তাহার সকল চিন্তা হরণ করিয়া লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাঙ্গা লামা।

কিশোরীর মিটোগাং পরিত্যাগের পর তিনি সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। দ্বাবিংশ দিনে, দিবাবসান কালে অতি ধীরপদে সে পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল। মিটোগাং হইতে সংগৃহীত একজন মুটিয়া, (তাহার নাম সাইদা) কম্বলাদির বোঝা লইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিশোরী। সর্ব্বশেষে ফুরচিং —তাহার হাতে কিশোরীর সেই চামড়ার ব্যাগটী।

কিশোরীর অঙ্গে এখন তিব্বতীয় লামার পরিচ্ছদ—ইংরাজি পোষাক সে ফুরচিং-এর পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্ষীণ কণ্ঠে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ফুরচিং, কাংপাচেন গ্রাম আর কত দূর ?"

"আর অধিক দূর নয়, নাঙ্গালামা।"

ফুরচিং এখন আর কিশোরীকে 'সাহেব' সম্বোধন করে না। এখন তাহাকে "নাঙ্গালামা" বলে। "নাঙ্গা" অর্থে উলঙ্গ নহে— কিশোরীর উপাধি "নাগ" শব্দেরই অপভ্রংশ। ফুরচিং বলিল, "আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কাংপাচেন পৌঁছিতে পারিব। বড় কষ্ট হইতেছে কি ?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, হইতেছে বৈকি। বোধ হয় জ্বরটা আবার আসিতেছে।"

আজ কয়েক দিন হইতে বৈকালে কিশোরীর একটু একটু "জ্বরভাব" হইতেছে। তথাপি সে চলিয়াছে—দার্জ্জিলিঙ হইতে যত দূরে গিয়া পড়িতে পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, পথবাহনে সে ক্ষান্ত হয় নাই।

সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই, কাংপাচেন গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল। গ্রামে পৌঁছিতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। গ্রামে কুটীর সংখ্যা অধিক নহে। ফুরচিং কয়েক স্থানে আতিথ্য লাভের চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। সাইদা বলিল, গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে কিছু দূরে একটি গোম্বা (গুহা বা মঠ) আছে, তথায় একজন বৃদ্ধ লামা বাস করেন, সেখানে যাইলে আশ্রয় মিলিতে পারে। গ্রামের লোককে ফুরচিং এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল যে, সে লামা মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কন্যা এখন গোম্বার অধিকারিণী।

তখন ইহারা সেই গোম্বার অভিমুখে চলিল। পথে যাইতে যাইতে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "লামার আবার কন্যা কি রকম? আমি ত জানিতাম লামাদের বিবাহ হয় না।"

ফুরচিং একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "লামাদের স্ত্রী থাকে না বটে, তবে অনেকের 'আনী' থাকে। অনেক মঠে দেখা যায়, লামারা নিজ নিজ 'আনী' লইয়া প্রকাশ্য ভাবে তথায় বাস করিতেছে—তাহাতে কোনও নিন্দা নাই।"

গ্রাম ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই একটি ধ্বজা দৃষ্টি গোচর হইল।

এই ধ্বজাই, গোম্বা অথবা মঠের চিহ্নজ্ঞাপক। যখন তিন জনে সেই ধ্বজার নিকট গিয়া পৌঁছিল তখন দিবালোক অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে।

গোম্বার সম্মুখভাগে পাথরে গাঁথা সারি সারি তিন খানি ঘর; বোধ হয় কোনও সিমেণ্টও নাই—উপর্য্যুপরি পাথর সাজাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, কালক্রমে পাথরগুলা কতকটা জুড়িয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে ফাটলও দেখিতে পাওয়া গেল। ছাদের স্থানে স্থানে, আড়াআড়ি ভাবে কাঠ সাজাইয়া, তাহার উপর ছোট ছোট পাথর ছড়ানো—তাহাও কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

মঠ তখন জনশূন্য—প্রবেশ দ্বারগুলিতে তালাবন্ধ। কিশোরী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সম্মুখস্থ চাতালে সে বসিয়া পড়িল। সাইদা নিজ ভার নামাইল। কিশোরী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বড় পিপাসা, একটু জল কোথায় পাওয়া যায়?"

ফুরচিং বলিল, "আচ্ছা, কাছে কোথাও ঝরণা আছে কিনা আমি দেখিতেছি।" বলিয়া ব্যাগ হইতে এনামেলের গেলাসটি বাহির করিয়া লইয়া, সে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, অদূরে যেন কোনও কিন্নরীর কণ্ঠজাত গীতধ্বনিতে, সেই সান্ধ্য নীরবতা ভঙ্গ হইল। পর্ব্বতের অন্তরাল বশতঃ গায়িকাকে দেখা গেল না, তবে স্বরে বুঝা গেল, সে ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। কিশোরী মুগ্ধকর্ণে গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। সে ভাষা তাহার অপরিচিত, সে রাগিণীও তাহার

অশ্রুতপূর্ব্ব, কিন্তু তথাপি সেই গীত তাহার কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই গায়িকা দৃষ্টিগোচর হইল। মঠের দ্বারদেশে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার গান সহসা বন্ধ হইয়া গেল। সে ধীরপদে, আগন্তুকদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী দেখিল, যে দাঁড়াইল, তাহার দেহবর্ণ প্রায় শ্বেত গোলাপের পাপড়িগুলির মতই সমুজ্জ্বল, এক রাশি রুক্ষ চুল মাথার পিছনে গিরো বাঁধা, অঙ্গে তিব্বতীয় রমণীর পচ্ছিদ, বয়স ১৭১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। হাত-পাগুলি সুপুষ্ট, শারীরিক বলের পরিচায়ক। পৃষ্ঠদেশে একটা ঝুড়ির মত কি বাঁধা রহিয়াছে—তাহারই ভরে বালিকার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ আনমিত। কিশোরী শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিয়া এই তরুণী পর্ব্বতবাসিনীর পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল।

বালিকা নিকটে আসিয়া লিম্বু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ?"

সাইদা সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "আমরা তীর্থযাত্রী পান্থ, ইনি নাঙ্গালামা, হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছেন। আমি ইঁহার ভারবাহী। আমার বাসস্থান মিটোগাং।"

"এখানে তোমাদের কি প্রয়োজন?"

"রাত্রি আসিয়া পড়িল। তাহাতে নাঙ্গালামার শরীর অসুস্থ। তাই, রাত্রির জন্ত আমরা এই মঠে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি কে?"

"এই মঠে আমার পিতা জোংপা লামা বাস করিতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বাণলাভ হইয়াছে। এখন আমিই এই মঠের অধিকারিণী—এই খানেই আমি বাস করি।"

"এখানে আমাদের আপনি আশ্রয় দিবেন কি? আর একজন আমাদের সঙ্গে আছে, সেও আমার স্বদেশীয়। নাঙ্গা-লামা পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছেন, তাই সে জল অন্বেষণ করিতে গিয়াছে।"

"পিপাসায় কাতর হইয়াছেন? আমার ঘরে জল আছে—আমি এখনি জল দিতেছি।"—বলিয়া বালিকা পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার ঝুড়িটি নামাইয়া সেইখানে রাখিয়া, ত্বরিত-হস্তে দ্বারের চাবি খুলিয়া, ভিতর হইতে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত পেয়ালায় জল ভরিয়া আনিয়া কিশোরীর হাতে দিল।

কিশোরী সমস্ত জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিয়া, পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রূপসী বালিকার পানে চাহিয়া রহিল।

বালিকা সাইদার পানে চাহিয়া বলিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ইঁহার অসুস্থ শরীর, বাহিরে হিমে বসিয়া কষ্ট করার প্রয়োজন কি? নাঙ্গালামা মঠের ভিতরে আসুন।"—সাইদা দোভাষী হইয়া বালিকার এই আহ্বান কিশোরীকে বুঝাইয়া দিল। কিশোরী আর একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বালিকার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল।

ভিতরে গিয়া মেয়েটি কিশোরীর দিকে ফিরিয়া, পরিষ্কার

হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "শুনিলাম আপনি হিন্দুস্থান-বাসী—হিন্দী কহেন কি?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, আমরা সকলেই হিন্দী কহি; আপনি কি হিন্দুস্থানে গিয়াছিলেন? এমন সুন্দর হিন্দী শিখিলেন কোথায়?"

বালিকা উত্তর করিল, "আমার জননী, এখানে আসিবার পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিঙে বাস করিতেন। তিনি হিন্দী কহিতেন, তাঁহারই কাছে বাল্যকালেই আমি হিন্দী শিখিয়াছি। এখন হইতে আমি তবে আপনাদের সহিত হিন্দীতেই কথা কহিব।"

কিশোরী বলিল, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম নিনা।"

ফুরচিং এই সময় গেলাস ভরিয়া জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাইদার সাহায্যে, কম্বলের বাণ্ডিল খুলিয়া বিছানা করিয়া কিশোরীকে শোয়াইয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিশোরী জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

কিশোরীর অবস্থা দেখিয়া নিনা ফুরচিংকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি?"

ফুরচিং বলিল, "ভয়ের কারণ কিছুই নাই। পথ চলা—বিশেষ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ চলা ইঁহার অভ্যাস ছিল না, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ওরূপ হইয়াছে। দুই দিন বিশ্রাম করিতে পাইলেই ভাল হইয়া যাইবে। ঐ গ্রামে কোনও ভাল চিকিৎসক আছে কি?"

"একজন চিকিৎসক আছে বটে, ভাল মন্দ জানি না। তাকে ডাকিয়া আনিব ?"

"না, আজ রাত্রে আর ডাকিবার দরকার নাই। কাল প্রাতে, কেমন থাকেন দেখিয়া, তখন যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। আপনি এ মঠে কি একাই থাকেন ?"

"হাঁ, একাই থাকি।"

"আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া আপনাকে বোধ হয় বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইল ? এই ঘরখানিতেই আপনি বোধ হয় শয়ন করেন ?"

নিনা বলিল, "অসুবিধা কিছুই নাই। ইহার পাশে আরও দুইটি যে ঘর আছে, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি গুহা আছে, আমি সেই গুহার একখানিতে শয়ন করি। আপনারা তিন জনেই এই ঘরে থাকুন। আমি আপনাদের আহারের জন্য কিছু আয়োজন করি।"

"খাবার জিনিষ আপনার সংগ্রহ আছে কি ? না থাকে ত বলুন, গ্রাম হইতে আমি গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনি।"

"খাবার জিনিষ আজই ত আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। গ্রামে প্রতি শনিবারে হাট বসে, আমি সেই দিন আমার নিজের জন্য এক সপ্তাহের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখি। আজ সেই হাটের দিন ছিল—আমি হাট হইতে ফিরিয়া আপনাদিগকে এখানে উপস্থিত দেখিলাম।"—এই বলিয়া বালিকা ক্ষিপ্রপদে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

রাত্রি অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, বালিকা অতিথিদ্বয়কে ভোজন করাইয়া দিল। বাঁশের চোঙা আনিয়া ফুরচিংএর হাতে দিয়া বলিল, "এটি রাখিয়া দিন, ইহার মধ্যে শাম্বা আছে। নাঙ্গালামা যদি রাত্রে জাগিয়া উঠেন ও খাইতে চাহেন, তবে এই শাম্বা তাঁহাকে পান করিতে দিবেন। আর কোনও জিনিষের প্রয়োজন আছে কি ?"—আমরা যাহাকে বার্লি বলি, এই শাম্বা সেই জাতীয় পদার্থ।

ফুরচিং সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলিল, "না আর কিছু চাই না। আপনি যান, আহার করুন; আপনাকে আজ আমরা বড়ই কষ্ট দিলাম।"

নিনা, কিশোরীর নিকট গিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল। সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লামা-কুমারী।

সপ্তাহ কাল এই মঠে কিশোরী রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর, অবশেষে নিরাময় হইয়া উঠিল। ফুরচিং ও সাইদা উভয়েই এই বিশ্রামটা বেশ উপভোগ করিতেছিল। নিনা স্বয়ং রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ইহারা কার্য্যাভাবে দিবসে গ্রামে গিয়া আড্ডা জমাইত ও চ্যাং (তদ্দেশীয় মদ্য) পান করিত। তিব্বতীয় ভাষায় লামাকুমারীর অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ফুরচিং চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল।

নিনা সর্ব্বদা কিশোরীর শয্যাপার্শ্বেই থাকিত; কিশোরীর জ্বরটা কমিয়া আসার পর হইতে নিনার সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে; নিনা তাহাকে নিজ জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছে।

অন্নপথ্য করিবার একদিন পরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি এখানে একা থাক, তোমার ভয় করে না?"

"ভয়? ভয় কাহাকে করিব?"

"চোর ডাকাত আসিতে পারে ত!"

"আমার বন্দুক আছে; সেই বন্দুক ভরিয়া লইয়া রাত্রে আমি শুইয়া থাকি। একবার একটা চোর আসিয়াছিল—এক

গুলিতে তাহার একটা ঠ্যাং আমি খোঁড়া করিয়া দিয়াছিলাম।”—বলিয়া নিনা হাসিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণকালে ফুরচিং ও সাইদা গ্রামের আড্ডায় গিয়াছিল; মঠের সম্মুখভাগে কম্বল বিছাইয়া কিশোরী বসিয়া ছিল; নিনা আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার পার্শ্বে বসিল। কিশোরী বলিল, “তোমার উপর উপদ্রব যথেষ্ট করিলাম; এবার আমাদের বিদায় দাও। তুমি না থাকিলে, এ পীড়ার সময় আমার যে কি অবস্থা হইত, তাহা বলিতে পারি না—প্রাণ বাঁচিত কি না তাহাও খুব সন্দেহের বিষয়। তোমার এ উপকার আমার জীবনে কখনও ভুলিব না।”

নিনা কহিল, “আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি? তা, তুমি এবার কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ?”

“তাসিলংপু মঠে গিয়া কিছুদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, এই ইচ্ছাতেই আমি বাহির হইয়াছিলাম; সেইখানেই যাইতে চেষ্টা করিব।”

“কিন্তু, তুমি ত তিব্বতীয় ভাষা জান না।”

“শিখিতেছি। ঐ ফুরচিং আমায় পড়ায়; ঐ কার্য্যের জন্যই উহাকে নিযুক্ত করিয়াছি।”

নিনা কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতবদনে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিল, “দেখ তাসিলংপু যাইবার মৎলব তুমি পরিত্যাগ কর; তুমি সমতল ভূমির লোক, পার্ব্বত্য দেশে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে; আবার যদি

অসুখে পড়, তখন কি হইবে বল দেখি? আমার পরামর্শ শুন—তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

কিশোরী বলিল, "একবার পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া কি বারবার তাহাই হইবে? আর, পথের কষ্টের কথা বলিতেছ, অভ্যাসে মানুষের সমস্তই সহিয়া যায়। সমতলবাসী কত লোক ত তিব্বতে গিয়াছে—সাহেবরাও গিয়াছে; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীও কেহ কেহ গিয়াছে। আমিই বা পারিব না কেন?"

নিনা বলিল, "সাহেবরা যায়, তাহাদের সঙ্গে কত লোকজন, তাঁবু, ঘোড়া, জিনিষপত্র থাকে। তোমার ত সে সব কিছুই নাই। এ অবস্থায়, তোমার অধিক দূর অগ্রসর হওয়া ক্রমে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি। এখন সে কথা থাকুক, এখন তোমার নিজের কথা বল। তুমি কতকাল আর একাকিনী এই মঠ আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবে? বিবাহ করিয়া, সংসারী হইবে না?"

লামাকুমারী হাসিয়া বলিল, "তোমার কেবল ঐ কথা! কাহাকে বিবাহ করিতে হইবে তাহা ত বল না!"

"আমি কি তোমাদের এ অঞ্চলের কাহাকেও চিনি? চিনিলে, ঘটকালী করিতে পারিতাম। কাংপাচেন গ্রামে, আশে পাশে উপর নীচে আর সব গ্রামে, তোমার স্বজাতীয় এমন একজনও যুবাপুরুষও কি নাই, যাহাকে তোমার পছন্দ হয়?"

"আমার পছন্দ হইলেই ত হইল না ; তাহারও-ত আমায় পছন্দ হওয়া চাই !"—বলিয়া নিনা আবার হাসিল।

কিশোরী বলিল, "তোমাকে আবার পছন্দ হইবে না? খুব পছন্দ হইবে ?

"কেন, আমি কি এতই রূপসী ?"—বলিয়া নিনা কিশোরীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাঙ্গালী যুবকের চক্ষে, তিব্বতীয় যুবতীর চ্যাপ্টা নাক ও থ্যাবড়ানো মুখে রূপ দেখা একটু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই; তথাপি কিশোরী পুরুষোচিত সৌজন্যে বলিল, "তোমার মত সুন্দরী মেয়ে, পথে ঘাটে ত একটিও দেখিতে পাই না, নিনা !"

এ কথায় নিনার মনটি যে খুসী হইয়া উঠিল, সেটা তাহার মুখের ভাবে বেশ বোঝা গেল ; তাহার শ্বেত গোলাপের মত গাল দু'খানি মুহূর্ত্তের জন্য গোলাপী আভা ধারণ করিল।

এই সময় অদূরস্থিত পথ দিয়া, একজন ভুটিয়া ব্যবসায়ী, পাহাড়ী টাটু ঘোড়ার পৃষ্ঠের উভয় দিকে কম্বলের গাঁঠরি বোঝাই দিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া নিনা তাহাকে ডাকিল।

কম্বল ব্যবসায়ী, ঘোড়াটি লইয়া মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুটিয়া ভাষায় নিনার সহিত কম্বলওয়ালার কি কথা-বার্ত্তা হইল তাহা কিশোরী বুঝিতে পারিল না। ভুটিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কম্বলের বস্তা নামাইয়া, তাহা লামাকুমারীর সম্মুখে ধরিল। নিনা কম্বলগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া, তাহার মধ্যে হইতে

চারিখানি বাছিয়া লইল। তাহার পর দরদস্তুর আরম্ভ হইল—সে সকল কথাও কিশোরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মূল্য স্থির হইলে, লামাকুমারী কম্বল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, লামাকুমারী ভুটিয়াকে কি বলিল; ভুটিয়া তাহার উত্তর দিল। কিয়ৎকাল উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিল। অবশেষে লামাকুমারী বিষণ্ণ বদনে মঠে প্রবেশ করিয়া, কম্বল গুলি বাহির করিয়া আনিয়া ভুটিয়াকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, কম্বল ফিরাইয়া দিতেছ যে?"

নিনা বলিল, "এই চারিখানি কম্বলের ৫০৲ টাকা দাম হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, ঘরে আমার টাকা আছে। বাক্স খুলিয়া দেখি, ১০।১২৲ টাকা মাত্র আছে। উহাকে বলিলাম, কাল এই সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও। ও বলিতেছে, ও এখন দার্জ্জিলিঙ যাইতেছে, এ পথে শীঘ্র ফিরিবে না; কম্বলের মূল্যের জন্য ও দেরী করিতে পারিবে না। তাই অগত্যা কম্বলগুলি ফিরাইয়া দিতেছি।"

কিশোরী বলিল, "আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিব কি?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। অবশেষে বলিল, "তবে দাও, কাল আমি তোমাকে টাকা দিব।"

কিশোরী উঠিয়া ভিতরে গিয়া, তাহার ব্যাগ হইতে ৫০৲ আনিয়া কম্বলওয়ালার হস্তে দিল। ইহা ইংরাজের টাকা দেখিয়া সে ব্যক্তি

বেশ খুসী হইল। তথাপি প্রত্যেক টাকাটি উত্তমরূপে বাজাইয়া লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, কম্বলের বস্তা টাটুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, প্রস্থান করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কম্বল লইয়া তুমি কি করিবে?"

"সম্মুখে শীত আসিতেছে যে!—আমি তীর্থ-যাত্রা করিব অভিপ্রায় করিয়াছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তীর্থ-যাত্রা করিবে? কোথায়?"

শুভ্র সুগোল বাহুদ্বারা নিনা উত্তরদিক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "অনেক দূর—শিগাট্‌শীতে—তাসিলংপু মঠে যাইব।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাসিলংপু যাইবে? কেন?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "তুমি যাইতে পার, আমি পারি না? বিশেষ, যখন এমন সুযোগ পাইয়াছি—সঙ্গী যুটিয়াছে।"

"কে সঙ্গী?"

"কেন, তুমি!"

"তুমি আমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইবে? না না, সে মৎলব ত্যাগ কর।"

"কেন করিব?"

"অনেক দূর, বড় কষ্টের পথ সে!"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি পারিবে, আমি পাহাড়ী মেয়ে, আমি পারিব না?"

"আমি পারিব, কিংবা বেগতিক দেখিয়া শেষে মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিব, তাই বা কে জানে?"

"তুমি যদি ফিরিয়া এস, আমিও ফিরিয়া আসিব।"

"তবে মিথ্যা কেন কষ্ট করিতে যাইবে?"

"মিথ্যা কেন? আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন?"

"তোমার যদি আবার অসুখ বিসুখ করে, আমি সঙ্গে না থাকিলে তোমায় দেখিবে কে?"—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে নিনার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত কিশোরীর মুখ একটু গম্ভীর হইল। লামাকুমারীর ব্যবহারে এ কয়দিনে তাহার মনে যে সন্দেহ আবছায়ার মত দেখা দিয়াছিল, তাহাই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। কিন্তু সে ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া, মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বেশ বেশ, তুমি একজন আদর্শ বৌদ্ধরমণী বটে। সর্ব্বজীবে দয়া—বেশ ভাল কথা!"

নিনা এ কথা শুনিয়া, তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিল। শেষে একটি মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি যাহা সন্দেহ করিতেছি, তাহাই যদি হয়, তবে ত বড় গোলমালের কথা! নিনা কি আমায় ভাল বাসিতেছে? কিন্তু উহার সে ভালবাসা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে! আমি ত উহাকে ভালবাসিতে পারিব না—আমি যে অন্যের! তা ছাড়া, আমি বাঙ্গালী, ও তিব্বতী—বাঙ্গালীর পক্ষে কোনও তিব্বতী মেয়েকে ভালবাসা কি

সম্ভব? কেন? কেন ওর এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল? এরূপ অবস্থায়, এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি?—ও যে সঙ্গে যাইতে চাহে! যদি বলি, তোমাকে আমি সঙ্গে লইব না, সে কথাই বা ও শুনিবে কেন? হাত আছে, পা আছে—দেহে বল বুকে সাহস আছে—বাঙ্গালীর মেয়ে ত নয়—ও আমার পিছু লইলে আমি কেমন করিয়া উহাকে নিবারণ করিব? তবে কি পলায়ন করিব? বোধ হয় সেই পরামর্শই ভাল।

এ সময় কিশোরী সহসা তাহার স্কন্ধদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। ফিরিয়া দেখিল, নিনা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোমল স্বরে বলিল, "নাঙ্গালামা, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

"না, রাগ করিব কেন?"

"তোমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইতে চাহি বলিয়া?"

"না, রাগ করি নাই। তবে, তুমি ছেলেমানুষ, অত দূরপথে যাওয়াটা তোমার পক্ষে ভাল নয়; একথা কিন্তু এখনও বলিতেছি।"

"আচ্ছা, সে কথা এখন যাউক। সে পরের কথা পরে হইবে। এখন তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে।"

"কি, বল।"

"আজ যে আমি কম্বল কিনিয়াছি, টাকা ছিল না তুমি আমায় টাকা ধার দিয়াছ, এ কথাটি ফুরচিং অথবা সাইদার কাছে তুমি প্রকাশ করিও না।"

উহাদের নিকট সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য কিশোরীর

কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না, তথাপি এই অনুরোধের কারণ কি জানিবার জন্ত তাহার মনে একটু কৌতূহল জন্মিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাতে দোষ কি ?"

নিনা বলিল, "দোষ আছে। কি দোষ আছে, হয়ত একদিন আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব, কিন্তু এখন নয়। এখন তুমি আমায় কথা দাও যে, সে কথা তুমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না।"

কিশোরী বলিল, "আমি কথা দিতেছি, সে কথা আমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিব না।"

"বেশ।"—বলিয়া নিনা আসিয়া কিশোরীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল, "আর একটি কথা। টাকাটা কালই আমি শোধ করিয়া দিব বলিয়াছিলাম। কালই যদি না পারি, যদি দুই চারিদিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তুমি রাগ করিবে না ?"

"না না, রাগ করিব কেন ?"

"তুমি মনে করিবে না, হয়ত এ আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে ?"

কিশোরী বলিল, "ছি ছি,—সে কথা কোনও দিন আমার মনের ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারে না।"

নিনা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, যে কথা হইল, তাহা তোমার মনে থাকে যেন। ঐ দেখ, ফুরচিং ও সাইদা ফিরিয়া আসিতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিনার কাণ্ড।

ফুরচিং ও সাইদা আসিয়া পৌঁছিতেই লামাকুমারী মঠের ভিতরে প্রবেশ করিল। ফুরচিং আসিয়া সাইদাকে ঝরণা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়া, কিশোরীর নিকট বসিয়া বলিল, "আজ শরীরটা কেমন বোধ হইতেছে?"

কিশোরী উত্তর করিল, "ভালই আছি।"

ফুরচিং বলিল, "এখনও আপনি খুব দুর্ব্বল।"

"আর দিন দুই পরেই বোধ হয়, আবার যাত্রা করিবার মত বল পাইব।"

ফুরচিং বলিল, "না না নাঙ্গালামা। দিন দুই আপনি কি বলিতেছেন? আরও অন্ততঃ এক সপ্তাহ এখানে আপনার বিশ্রাম করা উচিত।"

কিশোরী মৃদুস্বরে বলিল, "সেটা কি আমাদের উচিত হইবে? একজন সহায়হীনা স্ত্রীলোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া চর্ব্ব্যচোষ্য আহার—সেই বা কি মনে করিবে?"

ফুরচিং বলিল, "না না, নিনা বড় ভাল মেয়ে, ও কিছুই মনে করিবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে—"

এই সময় নিনা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "নাঙ্গালামা, তোমার

চা প্রস্তুত হইয়াছে। ভিতরে আসিয়া পান করিবে, না এইখানেই আনিয়া দিব?"

কিশোরী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ফুরচিং বলিয়া উঠিল, "এইখানেই আনিয়া দাও নিনা।"

ক্ষণকাল পরে, লামাকুমারী দুই পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া উভয়ের হস্তে দিল। নিজেও এক পেয়ালা লইয়া আসিয়া সেইখানে বসিয়া পান করিতে লাগিল।

ফুরচিং বলিল, "শুনিয়াছ নিনা, নাঙ্গালামা বলিতেছেন, ২।১ দিন পরেই উনি আবার যাত্রা আরম্ভ করিবেন। এই দুর্ব্বল শরীরে, এই পাহাড়ের পথ ভাঙ্গিতে সুরু করা কি উঁহার উচিত হইবে?"

নিনা বলিল, "আমি ত মানা করিতেছি। উনি শোনেন কৈ?"

ফুরচিং কহিল, "আমি বলি কি, উনি অন্ততঃ আর এক সপ্তাহ এখানে বিশ্রাম করুন।"

কিশোরী বলিল, "না না, শরীরে আমি বেশ বল পাইয়াছি, এখন আর অনর্থক এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি?"

নিনা মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া, চা পান করিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে, নিনা নিজকক্ষে শয়ন করিতে গেল, ফুরচিং আবার কিশোরীকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এখানে আর কিছুদিন থাকিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যের অজুহাত কিশোরী মানিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ফুরচিং বলিল, "দেখুন, আরও একটা বিশেষ কথা আছে। আপনি ত বেশ জানেন, তিব্বতীয়গণ, বিদেশী লোককে—বিশেষতঃ ইংরাজ বা

ইংরাজের প্রজাগণকে,—বিষম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাসিলংপুর মঠে আপনি প্রবেশের অনুমতি পাইবেন কি না সে ত বহুদূরের কথা—তিব্বতের সীমানায় প্রবেশ করিলেই, তিব্বতীয় প্রজারাই আপনার প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিবে। আপনি লামা সাজিয়াছেন বটে, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় এখনও ভালরূপ বুৎপত্তি জন্মে নাই। পথ চলিতে চলিতে, বিশ্রামের অবকাশে আপনাকে আমি পড়াইয়াছি বটে, কিন্তু সারাদিনের পথশ্রমের পর, আপনি বেশী মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। তাই আমি বলি কি, কিছুদিন এখানে থাকিয়া, ভাষাটা উত্তমরূপে শিখিয়া লউন—তখন আর পথে কোনও উৎপাৎ উপদ্রবের আশঙ্কা থাকিবে না।”

কথাটা কিশোরীর মনঃপূত হইল বটে; কিন্তু এ মঠে নিনার অতিথি হইয়া তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে থাকা কিছুতেই তাহার বিবেচনায় সদ্‌যুক্তি বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, “আচ্ছা, কথাটা আমি ভাবিয়া দেখিব। এখন ঘুমান যাক—অনেক রাত হইয়াছে।”

ফুরচিং বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল, কিশোরীর কিন্তু ঘুম আসিল না। সে নানা চিন্তা করিতে লাগিল। তিব্বতীয়গণের বিদেশীয়-বিদ্বেষ সম্বন্ধে ফুরচিং যাহা বলিয়াছে, তাহা যথার্থই বটে। শরচ্চন্দ্র দাসের পুস্তকেও কিশোরী সে কথা পড়িয়াছে। সত্য সত্যই তাসি-লংপুর মঠে যাইবার বাসনা তাহার কোনও দিন ছিল না—ফুরচিংকে ভুলাইবার জন্যই ও কথা সে বলিয়াছিল। তাহার আসল মৎলব, কিছুকাল লুকাইয়া থাকা। মংলুর খুন হইবার গোলমালটা চুকিয়া

গেলেই সে আবার দেশে ফিরিবে—সত্যবালাকে বিবাহ করিবে—আবর সুখের মুখ দেখিবে—ইহাই তাহার মনের বাসনা। কিন্তু, সে সব গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে কি না, সে খবরই বা দিবে কে? অন্ততঃ বৎসর খানেক গা ঢাকা দিয়া থাকা আবশ্যক—তার মধ্যে, মোটে ত একটি মাস মাত্র গত হইয়াছে। সম্বলের মধ্যে দুইশত টাকা ছিল, তাহার ত প্রায় এক চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিটোগাং-এ কম্বল প্রভৃতি কিনিতেই বেশী টাকা খরচ হইয়াছে—পথে আহারের ব্যয় এমন কিছু বেশী লাগে নাই বটে। দিন চলিবার উপায়ই বা কি? প্রথম কয়েক দিন মনের উদ্বেগে—দার্জ্জিলিং হইতে যতদূরে পলায়ন করিতে পারে, সেই ঝোঁকে, এ সকল কথা সে ভাল করিয়া ভাবিবার অবসর পায় নাই। তার পর, সিকিম রাজ্যের এই সুদূর স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়া, সপ্তাহকাল ত রোগশয্যাতেই কাটিয়াছে। এখন আর অধিক দূরে পলাইবার তেমন প্রয়োজন নাই—তাসিলংপু যাইবার প্রয়োজন ত নাই-ই। এই গ্রামে বাকী এগার মাস থাকিয়া গেলেও চলিত। কিন্তু ঐ ছুঁড়িই যে গোল বাধাইল! কিশোরী মনে মনে বলিল, কেন রে বাপু—তোদের স্বজাতীয় এত যুবাপুরুষ থাকিতে, এই গরীব বাঙ্গালী কায়স্থ সন্তানের উপরেই তোর মন পড়িল কেন?

অবশেষে কিশোরী স্থির করিল—এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। আপাততঃ এরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, যেন নিনার অনুরোধ ও ফুরচিং-এর উপদেশ অনুসারে, এখানেই সে আরও দিন কয়েক অবস্থান করাই স্থির করিয়াছে;—তার পর—

ফুরচিংকে চুপি চুপি সব কথা বলিয়া, একদিন রাত্রিযোগে উঠিয়া—পলায়ন। তাসিলংপুর পথে নহে—কারণ, নিনা খুব সম্ভব টাটুঘোড়ায় চড়িয়া, সেই পথেই তাহাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। আপাততঃ দার্জ্জিলিঙের পথেই যাইতে হইবে, তাহার পর যেমন পরামর্শ হয়, সেইরূপ করা।

পরদিন আহারান্তে কিশোরী নিদ্রা গিয়াছিল। ফুরচিং ও সাইদা বাহিরে বসিয়া ছিল। নিনা আসিয়া সাইদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত এই প্রদেশ চেন। এখান হইতে দুই পাহাড় দূরে, উপত্যকায় সানচং নামক একটি গ্রাম আছে, দেখিয়াছ কি?"

সাইদা বলিল, "না, দেখি নাই, তবে সে গ্রামের নাম আমি শুনিয়াছি বটে।"

"সেই গ্রামে, ভাল ভাল টাটু ঘোড়া পাওয়া যায়। আমার চারিটি টাটুর প্রয়োজন। তুমি ও ফুরচিং দু'জনে গিয়া, আমার জন্য চারিটি টাটু কিনিয়া আনিয়া দাও। পারিবে?"

ফুরচিং বলিল, "কেন পারিব না? আজই যাইতে হইবে কি?"

"যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

ফুরচিং ও সাইদা সম্মত হইল। বড়লোকের হাট বাজার করিতে পাইলে দু'পয়সা লভ্য আছে বৈ কি! নিনা ফুরচিংকে ১০০৲ দিয়া বলিল, "চারিটি বেশ ভাল দেখিয়া টাটু কিনিয়া আনিবে। যেন বুড়া খোঁড়া বা রুগ্ন না হয়।"

টাকা লইয়া উহারা প্রস্থান করিল। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া

কিশোরী উহাদের তত্ত্ব লইলে নিনা বলিল, "তাহারা আমার জন্ম চারিটি ঘোড়া কিনিতে গিয়াছে।"

কিশোরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়া কি হইবে ?"

নিনা বলিল, "ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তাসিলংপু যাইব।"

শুনিয়া কিশোরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর, কিশোরী জিজ্ঞসা করিল, "কৈ, এখনও উহারা ঘোড়া কিনিয়া ফিরিল না ?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "সে যে ছুই পাহাড় দূরে। আজ কি করিয়া ফিরিবে ? কাল সন্ধ্যা নাগাদ যদি ফিরিয়া আসিতে পারে।"

কিশোরী মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। ভাবিল, এটা ত ভাল হইল না! সুদূর গিরিকন্দরের এই নির্জ্জন মঠে, একটি যুবতী মেয়ের সহিত একত্র বাস, এটা ত দেখিতে শুনিতে ভাল নয়!—কিন্তু এখন উপায়ই বা কি ?

আহারাদি শেষ হইল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। নিনা বলিল, "নাঙ্গালামা, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় একটি জিনিষ দেখাইব। কেবল ঘোড়ার জন্মই নহে, ইহা তোমায় দেখাইব বলিয়াও ফুরচিং ও সাইদাকে আজ সরাইয়াছি।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "কি দেখাইবে, নিনা ?"

"আমার কিছু পৈতৃক ধন সম্পত্তি লুকানো আছে। আমরা উভয়ে শীঘ্র দুর্গম পথে যাত্রা করিতেছি। যদি পথে আমি মরিয়া যাই, তবে এই সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইবে। আমার ত আর

কেহ নাই।”—বলিতে বলিতে নিনার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

কিশোরী বলিল, “ছি নিনা, তুমি ও কথা কেন বলিতেছ? তুমি মরিবে কেন?”

নিনা চক্ষু মুছিয়া বলিল, “কিছু কি বলা যায়? তুমি আমার সঙ্গে এস।”—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইতে হইবে?”

“এস”—বলিয়া নিনা প্রদীপ হস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইল। কিশোরীও তাহার পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিনা প্রদীপটি কিশোরীর হস্তে দিয়া, সে ঘরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘর খুলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিশোরী প্রবেশ করিলে, নিনা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের শেষে একটি গুহামুখ—কাষ্ঠ কবাটের দ্বারায় অবরুদ্ধ। সেই গুহায় কিশোরীকে লইয়া গিয়া, সে দ্বারেও নিনা খিলবন্ধ করিল। বলিল, “এই গুহায় আমি শয়ন করি। এই দেখ আমার বন্দুক। এই বাক্সটাতে আমার গুলি বারুদ ছোরা সড়কি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র থাকে।”—বলিতে বলিতে মেঝের উপর হইতে নিজ শয্যাটি উঠাইয়া ফেলিল।

কিশোরী দেখিল, শয্যার নীচে একখানা চতুষ্কোণ পাথর রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে খাঁজ কাটা। নিনা একটা শাবল লইয়া, সেই পাথরের একটা ফাঁকের স্থানে ঢুকাইয়া সবলে চাড়া দিল। পাথরখানা উঠিয়া পড়িল।

পাথর সম্পূর্ণ অপসৃত হইলে কিশোরী সভয়ে দেখিল নিম্নে একটা গহ্বর—নামিবার জন্ত পাথরের গায়ে গায়ে কতকগুলি সিঁড়ি কাটা রহিয়াছে।

"আমার অনুসরণ কর"—বলিয়া নিনা কিশোরীর হস্ত হইতে প্রদীপটি লইয়া সেই গহ্বরে অবতরণ করিল।

কিশোরীও কম্পিত হৃদয়ে গহ্বরমধ্যে নামিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিগহ্বরে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিবার পরেই, খানিকটা সমতলক্ষেত্র পাওয়া গেল—নিনার পশ্চাতে তদুপরি নামিয়া দাঁড়াইয়া কিশোরী দেখিল, সম্মুখ ভাগে একটি সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে—কতদূর গিয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না। সুরঙ্গটি ঊর্দ্ধে ও প্রস্থে কোনও দিকে তিন হাতের অধিক হইবে না—প্রবেশ করিতে হইলে মাথাটি নীচু করিয়া' চলিতে হয়। নিনা বলিল, "এই সুরঙ্গের মধ্য দিয়া এখন আমাদের যাইতে হইবে—তোমার ভয় করিবে না ত?"

কিশোরীর সত্যই ভয় করিতেছিল,—কিন্তু পুরুষ হইয়া, এই বালিকার সমক্ষে কোন্ লজ্জায় সে তাহা স্বীকার করিবে? তাই সে বলিল, "না, ভয় করিবে কেন? কতদূর যাইতে হইবে?"

"বেশী দূর না—এস—মাথাটি বেশ করিয়া নোয়াইয়া এস, যেন উপরের পাথরে ঠুকিয়া না যায়।"—বলিয়া প্রদীপ হস্তে নিনা অগ্রসর হইল। কিশোরী অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। পদনিম্নে প্রস্তরময় পথটি এবং উভয় দিকের ভিত্তিগাত্র সুমসৃণ, যেন বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে সেগুলি চাঁচিয়া ছুলিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু ঊর্দ্ধভাগে সেরূপ নহে—

বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রেরই মত আকার-বিশিষ্ট। কালো কালো ছোট বড় পাথরের চাঙড়—দুই খণ্ডের সংযোগ স্থান কোথাও সুমিলিত, কোথাও বা যেন মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে এত যে শীত ছিল, এখানে তার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। প্রথমে কিশোরীর ভাবনা হইতেছিল যে, বোধ হয় ভিতরে গেলে, নিশ্বাস লইবার মত প্রচুর বায়ু পাওয়া যাইবে না; কিন্তু দেখিল যে সে বিষয়ে কোনই বিঘ্ন হইতেছে না। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা নিনা, এই স্থানের যেখানে মুখ, তাহা ত বন্ধ; এখানে বায়ু চলাচল করে কেমন করিয়া?"

নিনা বলিল, "আর খানিক অগ্রসর হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে।"—বলিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুরঙ্গটি সরল রেখার মত নহে; মাঝে মাঝে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। একস্থানে আসিয়া নিনা বলিল, "ঐ সম্মুখে উপরের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে মস্ত ফাটল দেখা যাইতেছে, উহা ঊর্দ্ধে উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ঐ স্থান দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ স্থানের নিম্নে আমরা পৌছিলে তুমি দেখিতে পাইবে, আমার হস্তের এই দীপশিখাটি কাঁপিতে থাকিবে।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি নিবিয়া যায়?"

নিনা বলিল, "আমি সঙ্গে আলো জ্বালিবার উপকরণ আনিয়াছি। যখনই এই গহ্বরে প্রবেশ করি, তখনই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকি।"—বলিয়া সে অগ্রসর হইল। সেই স্থানের নিম্নে পৌছিয়া কিশোরী দেখিল, দীপশিখা যথার্থই

কাঁপিতে লাগিল। নিনা নিজ বস্ত্রাবরণে দীপটি সুরক্ষিত করিয়া, ক্ষিপ্রচরণে সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যে পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, সে পথে সাপও ত নামিয়া আসিতে পারে?"

নিনা বলিল, "উপরে যেখানে মুখ, সেখানটার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার গুল্মের ঘন জঙ্গল আছে। সে গাছের গন্ধ সাপেরা সহিতে পারে না, তাই সাপ আসে না।"

কিশোরী ভাবিল, বাঙ্গালা দেশে যাহা "ইষা" নামে খ্যাত— ঐ গুল্ম বোধ হয় সেই জাতীয়, ইষার মূল ঘরে রাখিলে সাপ আসে না এই প্রবাদ সে শুনিয়াছে বটে। হয়ত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, যে লামা এই গহ্বরে তাঁহার ধনরত্ন লুকাইত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় উপরের ঐ রন্ধ্রমুখের চতুর্দ্দিকে ঐ গুল্মের আবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে সে নিনাকে কোনও প্রশ্ন করিল না; বলিল, "আর কতদূর যাইতে হইবে?"

নিনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত দীপালোকে কিশোরীর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? এখানে একটু বসিবে কি? আর কিন্তু বেশী দূর নাই।"

কিশোরী বলিল, "বসিব না, চল।"

চলিতে চলিতে কিশোরী দেখিল, উভয় দিকের ভিত্তিগাত্র আর পূর্ব্বের ন্যায় মসৃণ নহে—বন্ধুর প্রস্তরে গঠিত। কিশোরী নিনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "বাবা বলিতেন

এক এক লামা তাঁহার জীবনকালে উভয় দিকে দশ হাতের বেশী দেওয়াল ঘষিয়া যাইতে পারেন নাই। ইদানী লামারা বোধ হয় আর সে কষ্ট স্বীকার করিতেন না, তাই এইখান পর্য্যন্ত হইয়া আর হয় নাই।"

আর দুইটা বাঁক পার হইবার পর কিশোরী দেখিল সুরঙ্গের আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া নিনা বলিল, "এই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ দেখ, সম্মুখে এই মঠের কোষাগার।"—বলিতে বলিতে নিনা সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী দেখিল, স্থানটি দীর্ঘে প্রস্থে দশ বারো হাত পরিমিত হইবে। ভিত্তি গাত্রের কাছ ঘেঁষিয়া চারিটি কালো কালো বড় বড় সিন্ধুক বসান রহিয়াছে। প্রত্যেকটিই তালা দিয়া বন্ধ। দেওয়ালে এক স্থানে একটা কুলঙ্গীর মত খানিকটা স্থান কাটা ছিল, নিনা প্রদীপটি সেইখানে রাখিয়া, সিন্ধুকগুলি দেখাইয়া বলিল, "এগুলির মধ্যেই আমার সমস্ত ধনরত্ন রক্ষিত আছে।"

কিশোরী একটা সিন্ধুকের কাছে গিয়া, ডালার উপরে আঙুলের গাঁঠের টোকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি লোহার নির্ম্মিত?"

নিনা বলিল, "না, লোহার নয়। পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, এগুলি খুব পুরাতন ও পাকা নেপালী শাল কাঠের তৈরী—প্রায় লোহার মতই মজবুদ। কতকাল এখানে এই ভাবে রহিয়াছে, দেখ কোথাও একটু টসকায় নাই। তবে, বাবা

বলিতেন, ভিতরে যে ইস্পাতের কল কব্জা প্রভৃতি আছে, তাহা মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়—তাও, দুই তিন পুরুষ অন্তর একবার বদলাইলেই চলে।”

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, “দুই—তিন—পুরুষ অন্তর! আচ্ছা নিনা, কতকাল এগুলি এখানে আছে তাহা কি তুমি জান?”

নিনা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, “ঐ দেখ—ঐ সর্ব্বশেষে যে সিন্দুকটি, উহার ভিতর প্রাচীন পুঁথি ও কাগজপত্র বোঝাই আছে। সেই সঙ্গে, যে লামা এই ধনভাণ্ডার সর্ব্বপ্রথম স্থাপনা করেন, তাঁহার হস্তলিখিত একটি পুঁথিও আছে। বাবা একদিন আমায় সে পুঁথি দেখাইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে উহা লিখিত হইয়াছিল; সেই সময় এই ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ঐ পুঁথি আমি পড়িয়াও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে, প্রত্যেক লামা, তাঁহার যে শিষ্যকে মঠের উত্তরাধিকারী লামা নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহাকে গোপনে এই ধনভাণ্ডার দেখাইয়া দিবেন; এবং বলিয়া যাইবেন, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ঐ সকল ধনরত্ন যেন ব্যয় করা না হয়, যথাসাধ্য সঞ্চয়ে ধনবৃদ্ধি করাই পূর্ব্বপুরুষ লামাগণের আদেশ। আমার পিতা, নিজ উত্তরাধিকারী স্বরূপ কোনও শিষ্যকে লামা নির্ব্বাচন না করিয়া, আমাকেই এ সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত সেই দানপত্রও, ঐ সিন্দুকটির মধ্যেই রক্ষিত আছে।”

সেই অতল গিরিগহ্বরে সমাহিত হইয়া, জগৎ সংসার হইতে বহু—বহু দূরে—কিশোরী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, নিনার মুখ-

নিঃসৃত এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ইহা যেন বিংশ শতাব্দী নহে—ইংরাজ যেন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছে না,—অশোক বা বিম্বিসার যেন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অবস্থিত।

নিনা বলিল, "রাত্রি বাড়িতেছে। যে কাযের জন্য তোমায় এখানে আনিয়াছি, তাহা শেষ করি। দেখ, প্রত্যেক সিন্ধুকটি তালা দিয়া বন্ধ করা আছে। তাহার চাবিগুলিও এই কক্ষের নিকটেই লুকানো থাকে—মঠে তাহা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। চাবি কোথায় থাকে দেখিবে এস।"—বলিয়া নিনা প্রদীপটি হাতে করিয়া, কক্ষ হইতে নির্গত হইল। বলিল, "তোমার প্রতি-পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে এস।"—বলিয়া নিনা আগে আগে চলিল। কিশোরী মনে মনে এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে, তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ক্রমে নিনা দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া বলিল, "আর—এক, দুই, তিন—ব্যস। তোমার ক' পা হইয়াছে?"

কিশোরী বলিল, "বাইশ।"

"আমার সাতাইশ হইয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, তাই আমার পদবিক্ষেপের দূরত্ব-পরিমাণ কিছু অল্প, সেই জন্য তোমার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তোমারও পদক্ষেপ লামাদের চেয়ে ছোট—কারণ পুঁথিতে লেখা আছে, কক্ষপ্রান্ত হইতে উনবিংশতি পদক্ষেপে যে স্থান আসিবে, উহাই চাবি লুকাইবার স্থান।"—বলিয়া কিশোরীর হাতে প্রদীপটি দিয়া নিনা সেইখানে বসিয়া পড়িল। দেওয়াল

সংলগ্ন একটা পাথরের টুকরা টানাটানি করিতে, উহা খস করিয়া খুলিয়া আসিল। নিনা ভিতরে হাত দিয়া, ধাতুনির্ম্মিত একটি ছোট চৌকোণা বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এই বাক্সের মধ্যে চাবি থাকে।" ডালাটি খুলিয়া, গুচ্ছটি তুলিয়া বলিল, "এই দেখ, চারিটি চাবি রহিয়াছে। এখন চল, সিন্ধুকগুলির ভিতর কি আছে তোমায় দেখাইব।"

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম সিন্ধুকের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া, সিন্ধুক খুলিয়া নিনা বলিল, "ইহাতে কেবল রূপার টাকা থাকে।" কিশোরী দেখিল, বাক্সটির প্রায় অর্দ্ধেকটা খালি। একটা টাকা তুলিয়া, প্রদীপের আলোকে সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিনা বলিল, "বেশীর ভাগই ইংরাজী আর নেপালী টাকা। নীচের দিকে কিছু চীনা ও মুসলমানী টাকাও আছে। তোমার হাতের ওটা কি ? ইংরাজী ?"

"হাঁ"—বলিয়া কিশোরী ঠং করিয়া টাকাটি গাদায় ফেলিয়া দিল।

"চীনা টাকা দেখিবে ?"—বলিয়া নিনা মাঝখানে দুই হাত দিয়া টাকার গাদা উভয় পাশে সরাইতে লাগিল। সেই ঝন ঝন ঝণৎকার শব্দে, রুদ্ধ কক্ষখানি ভরিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে লাগিল। গাদার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া, মুঠা মুঠা টাকা তুলিয়া নিনা বাছিতে লাগিল। ক্রমে একটি চীনা রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া কিশোরীর হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ।"

কিশোরী টাকাটি দেখিয়া নিনার হাতে ফেরৎ দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে বলিয়াছিলে, এখন আমার নিকট টাকা নাই, কাল তোমার পঞ্চাশ শোধ দিব, এই সিন্ধুক হইতেই তুমি টাকা লইয়া যাইতে ত?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "নহিলে আর কোথায় পাইব? আমি ত লামা নই, ভিক্ষাও করি না, কোন ভক্ত আসিয়া আমাকে প্রণামীও দিয়া যায় না;—এই টাকা লইয়াই ত আমি খাই পরি। বাবার মৃত্যুর সময় এ সিন্ধুক একেবারে ভর্ত্তি ছিল না বটে, কিন্তু এমন আধখালিও ছিল না; আমিই ক্রমে ইহাকে খালি করিতেছি।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল, "সে, তুমি বেশ করিতেছ। তোমার টাকা, তুমি কেনই বা খরচ করিবে না? কিন্তু সেজন্ত ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি আমায় বলিয়াছিলে, টাকা দিতে তোমার দুই চারি দিন দেরীও হইতে পারে। তোমার শয়ন ঘরের লাগাও এই টাকার রাশি রহিয়াছে, তবে দেরী হইবে বলিয়াছিলে কেন?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া নিনার মুখের হাস্যজ্যোতি নিবিয়া গেল—তাহার মুখখানি যেন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। একবার কিশোরীর পানে চাহিয়া, সে অবনতমুখী হইয়া, নিম্নস্বরে বলিল, "তোমাকে আর দুই চারি দিন এখানে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই আমি এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আর কেন?"

কিশোরী বলিল, "আমাকে আটকাইতে চাহিয়াছিলে কেন? তাতে তোমার লাভ?"

নিনা ভারি গলায়, "কি লাভ তাহা তুমি কি বুঝিতে পার না? যাও—ও সব কথায় দরকার নাই। এখন"—বলিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বিতীয় সিন্ধুকটির দিকে অগ্রসর হইল। সেই প্রদীপের সামান্য আলোকেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিনার চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চক্-চক্ করিতেছে।

কিশোরীকে প্রদীপ ধরিতে বলিয়া নিনা দ্বিতীয় সিন্ধুকটির সম্মুখে বসিল। খুলিয়া, ডালা তুলিয়া বলিল, "এতে সব সোণার টাকা।"

কিশোরী দেখিল, সিন্দুকটার অর্দ্ধভাগের উপর স্বর্ণমুদ্রায় বোঝাই, এত সোণা কিশোরী জীবনে কখনও দেখে নাই; সে অবাক্ হইয়া সেই বিপুল ধনরাশির পানে চাহিয়া রহিল। মুদ্রাগুলি সমান আকারের নহে, ছোট বড় মিশানো। নিনা বলিল, "ইংরাজের মোহর ইহার মধ্যে খুব কমই আছে। চীনা মোহর কিছু আছে, আর বেশীর ভাগই মুসলমানী আমলের মোহর।"—বলিয়া সে দুই হাতে মোহরের গাদা দুই পাশে সরাইতে সরাইতে, কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া তুলিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী দেখিল, কতকগুলি ফার্সী অক্ষরে কি সব লেখা রহিয়াছে,—পড়িতে পারিল না; কতকগুলিতে, কি ভাষার অক্ষর তাহাও নির্ণয় করিতে পারিল না। মোহরগুলি নিনার হাতে ফিরাইয়া দিল। সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশির পানে লুব্ধনেত্রে চাহিতে চাহিতে কিশোরী ভাবিল, এ সমস্তই আমার হইতে পারে, যদি আমি এই নিনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হই; আমি তাহা হইলে অতুল ধনের অধিপতি হইতে পারি,

চিরজীবনের জন্ম আমার দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়।—কিশোরীর মাথার ভিতর যেন আগুনের হল্কা বহিতে লাগিল।

সিন্ধুক বন্ধ করিতে করিতে নিনা বলিল, "বাবার মৃত্যু সময়ে ইহাতে যতগুলি মোহর ছিল, এখনও তাহাই আছে। আমি ইহার একটিও খরচ করি নাই।"—কিন্তু কথাগুলি কিশোরীর কাণে গেল কি না সন্দেহ, তাহার মন তখন এতই উদ্‌ভ্রান্ত।

অতঃপর নিনা তৃতীয় সিন্ধুক উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিল, "এদিকের গুলি রূপা, ওদিকের ওগুলি সোণা।"—কিশোরী দেখিল স্বর্ণকারেরা যাহাকে "বাট" বলে, এগুলি তাহাই; রূপারগুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সোণার গুলিও ময়লা পড়িয়া ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে। নীচের দিকের বাটগুলি মোটা এবং বড়; উপরেরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু সিন্দুকের তলদেশ হইতে উপরের কিনারা অবধি ঠাসা। কত মণ সোণা এভাবে সজ্জিত রহিয়াছে এবং প্রতিমণ সোণার মূল্যই বা কত, ইহা কিশোরী মনে মনে হিসাব করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক-যন্ত্র তখন এমন বিকল হইয়া গিয়াছে যে, কোনও অনুমান করিতে সে সমর্থ হইল না। কেবল এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি ইহাকে বিবাহ করি, তবে এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার। একটা রাজার ঐশ্বর্য্য —সমস্তই আমার হইতে পারে।

কিশোরীর চক্ষু দুইটি তখন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টি বিভ্রান্ত, সেই চোখেই তবুও সে দেখিতে পাইল, দুই থাকের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান, তাহার মধ্যে একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বড় বাক্স বসানো

রহিয়াছে। নিনা সেটি তুলিয়া ও খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এতে খালি, পাথর। বাবা বলিতেন এগুলি খুব দামী পাথর।"—ছোট বড় নানা আকারের লাল, শাদা. নীল, পীত রত্নরাজি—হীরা, মোতি, চুনি, পান্না, নীলা, পোখ্‌রাজ—কত কি। সেগুলি যেরূপ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট, তাহাতে কিশোরীর স্পষ্টই ধারণা জন্মিল যে, সেগুলি ঝুটা নহে—পরন্তু মহা মূল্যবান। পেটকস্থিত সেই উজ্জ্বল রত্নরাজির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিশোরীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাতের প্রদীপ পড়িয়া গিয়া সেই গিরিগহ্বর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল—কিশোরী সশব্দে সেখানে পড়িয়া গেল।

নিনা চমকিত হইয়া, আন্দাজে কিশোরীর নিকটে আসিয়া, তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল, "কেন, কেন নাঙ্গালামা? তুমি পড়িয়া গেলে কেন?"

কিশোরী বলিল, "চল চল নিনা, এখান হইতে চল—বদ্ধ বায়ুতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। একটু—তাজা হাওয়া—উঃ!"—বলিতে বলিতে সে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ইহা বুঝিয়া, নিনা তাহাকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "বেশ ত—ওঠ, চল আমরা ঘরে ফিরিয়া যাই।"

কিশোরী কিন্তু কথা কহিল না। তাহার সংজ্ঞা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয়ন গুহায়।

নিনা তাড়াতাড়ি চকমকি ঠুকিয়া, গন্ধকের শলাকা জ্বালাইয়া দেখিল, প্রদীপটী উল্‌টাইয়া পড়িয়াছে ; আলো জ্বালিবার উপায় নাই। সে তখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। জল নাই যে রোগীর মুখে চোখে ছিটা দিবে ; পাখা নাই যে বাতাস করিবে ; জানালা নাই যে খুলিয়া ঘরে তাজা বাতাস আমদানী করিবে। এখনই ইহাকে মঠে লইয়া যাওয়া আবশ্যক—সে কার্য্যে একটা মানুষ সহায় পর্য্যন্ত নাই ;—ফুরচিং সাইদা আজ মঠে থাকিলেও, তাহাদিগকে এ গুপ্ত ভাণ্ডারে লইয়া আসা চলিত না।

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিল। তাহার পর, সে নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইল। চকমকি দীপশলাকা প্রভৃতি সাবধানে পেটকাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তার পর, কিশোরীর সম্মুখে নিজে পিছু ফিরিয়া বসিয়া, তাহার হাত দুটিতে নিজ গলদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, আপন ওড়না দিয়া হাত দুটিকে শক্ত করিয়া বাঁধিল ; তাহার পর, নিজ বাহুদ্বয় পশ্চাতে প্রসারিত করিয়া, কিশোরীর উরুদেশ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া, বিপুল চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, কিশোরীর পদদ্বয় আপন কোমরে জড়াইয়া সম্মুখে আনিয়া, উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, সেই

কোষাগার হইতে বাহির হইল। এবং ধীরপদক্ষেপে, সুরঙ্গ পথে ফিরিয়া চলিল। চাবির গুচ্ছ প্রভৃতি সব সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

ঘোর অন্ধকার। কিন্তু নিনা কিছুমাত্র ভীত হইল না এ সুরঙ্গ পথ তাহার পরিচিত—অভ্যস্ত। তবে মুস্কিল এই যে, পথটি আগাগোড়া সরল নহে; মাঝে মাঝে মাঝে বাঁক আছে। প্রথম বাঁকে আসিয়াই, পাথরে নিনার মাথা ঠুকিয়া গেল—কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না। সেই গুরুভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া, বহু ক্লেশে, ক্রমে সে নিজ শয়ন-গুহায় আসিয়া পৌঁছিল। আন্দাজে আন্দাজে কিশোরীকে আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াই, শয়নগুহা হইতে অপর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। হুহু করিয়া হিমালয়ের রাশি রাশি ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

নিনা অতঃপর অগ্নি উৎপাদনের উপকরণ গুলির সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া, তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে। তখন সে উন্মাদিনীর মত বলিয়া উঠিল—"হ্লা সোল! হ্লা সোল!"—দেবতাদের নিকট নিজ কৃতজ্ঞহৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল; কারণ নাঙ্গালামা এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না, এ বিষয়ে তাহার মনে বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

এখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে হইবে। কলসী হইতে বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া লইয়া, নিনা কিশোরীর মাথায় থাবড়াইয়া

দিতে লাগিল। মুখ ও কাণ তুটি জলসিক্ত করিয়া দিয়া, তাহার ওষ্ঠে, গণ্ডে, মস্তকের কেশে, পাগলিনীর মত চুম্বন করিতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল "জাগ, জাগ প্রিয়তম! তুমি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে, আমার জগৎ যে অন্ধকার হইয়া যায়!" কিন্তু ইহাতেও কিশোরীর চেতনা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, অবশেষে তাহার আলখাল্লা উন্মোচন করিয়া ভিতরের জামাগুলির বোতাম খুলিয়া দিয়া, গলা ও বুকের উপর নিনা জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। হাতপাখা ছিল না—ও জিনিষের সেখানে প্রয়োজনই বা কি? তবে রাঁধিবার সময় আগুন ধরাইবার জন্ত চেরা বাঁশের একখানা চৌকা পাখা ছিল, তাহাই লইয়া নিনা কিশোরীর মাথায় মুখে বুকে ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে হাওয়া করিবার পর, কিশোরী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। নিনা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল, "নাঙ্গালামা!"

"অ্যাঁ?"—বলিয়া কিশোরী চোখ খুলিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া, নিনার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

নিনা বলিল, "এখন কেমন আছ নাঙ্গালামা? আর কোনও কষ্ট আছে কি?"

"হাঁ। আমার বড় শীত করিতেছে।"

নিনা উঠিয়া গিয়া বাহির কক্ষের দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। নিজ বস্ত্রাঞ্চলে কিশোরীর মাথা মুখ ও বুক সযত্নে মুছাইয়া দিয়া

অঙ্গবস্ত্রগুলি আবার অঁাটিয়া দিল। কিশোরী ক্ষীণস্বরে বলিল, "বড় পিপাসা!"

নিনা জল আনিয়া দিল। পানান্তে কিশোরী কষ্টে বলিল, "আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, নয়?"

"হুঁা।"

"এখন মনে পড়িতেছে—তোমার সেই কোষাগারে আমার ভয়ানক গরম বোধ হইতেছিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। সেখান হইতে আমি আসিলাম কিরূপে?"

নিনা বলিল, "আমি তোমায় পিঠে করিয়া আনিয়াছি।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "অঁ্যা! তুমি আমায় বহিয়া আনিয়াছ?"—বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল, পাহাড়ী মেয়েরা, কত বিষম ভারী ভারী জিনিষ পৃষ্ঠে বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে; ইহা সে দার্জ্জিলিঙে দেখিয়াছে। নিনাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "আহা, তোমার ত বড় কষ্ট হইয়াছে নিনা! কেন অত কষ্ট করিলে? সেইখানে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে বোধ হয় আবার আমার চেতন ফিরিয়া আসিত।"

নিনা বলিল, "তুমি যে তাজা হাওয়া চাহিয়াছিলে, সেখানে তাহা আমি কেমন করিয়া যোগাইতাম?"

কিশোরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ঠিক। তাজা হাওয়ার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। মনে হইতেছিল, আমার সমস্ত দেহের রক্ত যেন সেঁা সেঁা করিয়া মাথায় উঠিতেছে।"

নিনা বলিল, "এখনও তোমার চোখ দুটি লাল রহিয়াছে। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করনা কেন?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমার বিছানাটি দখল করিয়া, দিব্য আরামে গল্প করিতেছি—আমি এমন স্বার্থপরই বটে! আমি তবে ও ঘরে গিয়া শুই; তুমি এবার বিশ্রাম কর।"—বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল।

নিনা বলিল, "না না, আজ তোমার ও ঘরে শুইয়া কায নাই; আজ আমি তোমায় একা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যদি রাত্রে আবার অসুখ বাড়ে, তখন তোমায় দেখিবে কে?"

কিশোরী বলিল, "কিন্তু নিনা, ভাবিয়া দেখ—"

"সে আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি!"

কিশোরী বলিল, "কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নাই—"

নিনা বাধা দিয়া বলিল, "এই রাত্রে এখন আমি তৃতীয় ব্যক্তি কোথায় পাই বল? একটা গড়িব?"

কিশোরী বলিল, "লোকে যদি—"

নিনা বলিল, "লোক কোথায়? প্রতিবেশীর মধ্যে কতকগুলি চমরী হরিণ, আর নীল গাই—তা,এই অর্দ্ধরাত্রে, পরকুৎসার উপকরণ খুঁজিতে তারা বাহির হইবে না—ঐ উপত্যকা মধ্যে নিজ নিজ গহ্বরে আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তুমি বড় তর্কবাগীশ হইয়াছ। তর্ক কাল করিও, আজ এখন ঘুমাও। আমি ঐ ঘরে গিয়া শুইতেছি।"—বলিয়া নিনা, গুহা প্রান্তস্থিত কাষ্ঠাধার হইতে খানকতক কম্বল বাহির করিয়া, অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় নিজ শয্যা রচনা

করিয়া, গুহামধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, অস্ত্রাধার হইতে চক্‌চকে একখানা ছোরা এবং একটি বন্দুক বাহির করিয়া বন্দুকটি ভরিতে লাগিল। কিশোরী তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে এসব কি হইতেছে ?"

নিনা বলিল, "আমার বিছানার নিচে থাকিবে। এ কাছে না থাকিলে আমার ঘুম হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস যে!"—বন্দুক ভরা হইলে অস্ত্র দুইটি ও-ঘরে রাখিয়া নিনা আবার ফিরিয়া আসিল। প্রদীপের পলিতায় আবশ্যক মত সংস্কার করিয়া, একটি বাঁশের চোঙা হইতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিল, "সমস্ত রাত এই আলো এখানে জ্বলিবে। যদি আবার শরীর অসুস্থ বোধ কর, কিংবা কোনও জিনিষের তোমার আবশ্যক হয়, তখনই আমায় ডাকিতে যেন দ্বিধা করিও না। আর একটি কথা। আমার এই শয়নগুহা মধ্যেও একঠি রত্ন আছে তাহা তোমায় দেখাই নাই। এই দেখ।"—বলিয়া নিনা সরিয়া গিয়া, ভিত্তিগাত্রের এক অংশ হইতে, পশুলোম রচিত একটি পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল। কিশোরী সবিস্ময়ে দেখিল, সেই কৃষ্ণ পাষাণে একটি কুলুঙ্গি খোদিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে, প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্ত্তি।

নিনা সেই স্থানের নিম্নে, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সেই মূর্ত্তির পানে নিজ ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, করযোড়ে, কিশোরীর দুর্ব্বোধ্য-ভাষায়, কি মন্ত্র অথবা স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা কিশোরী বুঝিল না। অল্পক্ষণেই তাহা শেষ হইল ; নিনা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল। প্রণামান্তে উঠিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া বলিল,

'প্রভুর আচ্ছাদনখানি আজ আমি খুলিয়া রাখিলাম। আমি উঁহার নিকট ভিক্ষা মাগিয়াছি—আজ সারারাত তিনি তাঁহার সর্ব্বভয়হারী দৃষ্টি তোমার প্রতি স্থাপিত রাখিবেন; দেব কি দানব, যক্ষ কি কিন্নর, ভূত কি মানুষ—কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। মাতৃবক্ষে শিশু যেমন নিদ্রা যায়, ভগবান তথাগতের প্রসন্ন দৃষ্টিতলে তুমিও তেমনি নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও। আমি এক্ষণে তোমায় শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিতেছি।"—বলিয়া সে অপর কক্ষমধ্যে অদৃশ্য হইল।

কিশোরী, সেই বুদ্ধমূর্ত্তির পানে কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, করপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

এস নিনা।

কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী গভীর নিদ্রার পর কিশোরী যখন কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন হইল, তখন হঠাৎ সে স্মরণ করিতে পারিল না এখন সে কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া, প্রদীপের ক্ষীণালোকে চারিদিকের গুহাগাত্র দেখিয়া কতক কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"ঠিক। আমি ত সুদূর সিকিমে বৌদ্ধমঠে রহিয়াছি।" তন্দ্রাঘোরে আবার তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। আধ তন্দ্রা আধ জাগরণের অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, সহসা বাহিরে পার্ব্বত্য পক্ষিগণের কলঝঙ্কারের শব্দে সে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল—গুহা-গাত্রের ফাটলের ভিতর দিয়া অতি মৃদু প্রভাতালোক প্রবেশ করিতেছে—ঘরের মেঝেতে দীপাধারের উপর প্রদীপটি নির্ব্বাপিত-প্রায়। তখন গত রাত্রের সকল কথা একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ সমস্ত বাস্তবিকই কি ঘটিয়াছিল? অত ধন—রূপার টাকা, সোণার টাকা, সোণা রূপার বাট, হীরা মোতি—এ সব কি বাস্তবিকই আমি দেখিয়াছি? না, স্বপ্ন মাত্র? মনের এই অবস্থায়, ইতস্ততঃ চক্ষু সঞ্চালন করিতে করিতে গুহা-গাত্রে স্থাপিত, শ্বেত প্রস্তরের সেই ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তির পানে দৃষ্টি

নড়াতে তাহার ভ্রম কাটিয়া গেল—সে কৃতনিশ্চয় হইল যে, সমস্তই যথার্থ ঘটিয়া গিয়াছে—স্বপ্ন নহে। অপর কক্ষ হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ইহাও মনে পড়িয়া গেল যে, নিনা ঐ কক্ষে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে।

কিশোরী তখন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"উঃ—আচ্ছা ঘুমিয়েছি যা হোক!" বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—নিনার বিপুল ধনরাশির চিন্তাতেই তাহার মন ছাইয়া গেল। সে ভাবিল—"অদ্ভুত বালিকা ঐ নিনা! আর, আমার উপরে তার এত বিশ্বাস! তার ঐ ধনভাণ্ডার কোথায় আছে, সেখানে কি আছে,—তা সে ছাড়া অন্য কোনও জীবিত প্রাণী জানে না; আমায় অসঙ্কোচে সমস্তই সে দেখিয়ে দিলে। অথচ আমি তার জাত্ নই, তার ধর্ম্মের লোক নই, আচার ব্যবহার ভিন্ন—এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত ভিন্ন। এ সমস্তই সেই দেবতার কারসাজি, মহাদেব চোখের আগুনে যাঁকে ভস্ম করেও, আবার বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কি করি? নিনাকে বিবাহ করে' এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমি পেলে, আমি ত একটা রাজা—একটা মহারাজা! বংশাবলীক্রমে আমার দারিদ্র্য ঘুচে যায়। এ যে বিষম প্রলোভন! আমি কি করি? আমি যে অন্যের! আজ কোথায় আমার সেই সত্যবালা? এতদিন তারা দার্জ্জিলিঙে আছে কি কলকাতায় ফিরে গেছে কে জানে! এতক্ষণ কি তার ঘুম ভেঙেছে? বোধ হয় ভাঙেনি—তারা সাহেব লোক, একটু বেলাতেই ওঠে। কিন্তু আমার সতীর ভিতর সাহেবিয়ানার ত

লেশমাত্র খাদ নেই। আমারই আশায়—আমারই পথ চেয়ে সে জীবন ধারণ করে আছে। তাকে বলে এসেছি, বছর খানেক পরে, এ খুনের গোলমালটা কেটে গেলেই, আমি ফিরে আস্‌বো—তখন আমাদের মিলন হবে। কিন্তু বছর খানেক মধ্যে, সে গোলমাল মিটবে কি? সম্ভবতঃ, আমায় ধরবার জন্যে, চারিদিকে হুলিয়া হয়ে গেছে। আমি ফিরে গেলে, যদি পুলিসে ক্যাঁক্ করে আমায় ধরে ফেলে? মল্লিক নিজে সাক্ষী দেবে—স্বচক্ষে সে দেখেছে। তার আর কোনও চাকর বাকর সে ঘটনা দেখেছিল কিনা তাই বা কে জানে! ফাঁসি বোধ হয় আমায় দেবে না—ইচ্ছা করে ত আমি করিনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কিংবা ধর যদি দশ বচ্ছর জেলই হয়, তখন কে সত্যবালাকে বিয়ে করবে? তখন মাথার গোলমালে, 'এক বছর পরে ফিরে আসবো'—এ কথা তাকে বলে এসেছি বটে; কিন্তু—এক বছর পরে আমার ফেরাই কি নিরাপদ হবে? কি কুক্ষণে আমাদের দেখা হয়েছিল! কেন আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম!"

কিশোরী নিজের চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিল, অপর কক্ষে নিনার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যে আর তেমন গভীর নাই, তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, অপর কক্ষে নিনার কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইল, "নাঙ্গালামা! নাঙ্গালামা! তুমি কি জাগিয়াছ?"—এই কথাগুলি নিনা তিব্বতীয় ভাষাতেই বলিয়াছিল; এটুকু বুঝিবার মত ভাষাজ্ঞান কিশোরীর এখন জন্মিয়াছে—সুতরাং সেও তিব্বতীয় ভাষায় উত্তর করিল, "হাঁ নিনা, আমি জাগিয়াছি।"

"আমি তোমার ঘরে যাইব কি ?"

"এস, নিনা।"

কিশোরীর মনে হইল, নিনাকে কোথায় আহ্বান করিলাম ? এই ঘরে ? না, এই হৃদয়ে, এই জীবনে ? নিনার কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট ! "তোমার ঘরে যাইব কি ?"—এটা যেন আমারই ঘর ! আমি যেন উহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী, একজন ভিখারী মাত্র নহি।

পরক্ষণেই বাহির দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশি আলো ও ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া কিশোরীর শয়নগুহা প্লাবিত করিয়া দিল। বাহিরে জল পড়িবার শব্দ হইল, নিনা বোধ হয় হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতেছে। তারপর নিনা শয়ন গুহার মধ্যে আসিয়া, প্রথমে গুহাগাত্রস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কি বলিতে লাগিল। আবার প্রণাম করিয়া, আচ্ছাদন খানি টানিয়া নামাইয়া দিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন আছ নাঙ্গালামা ?"

"ভালই আছি, নিনা।"

"ভাল ঘুম হইয়াছিল ত ? রাত্রে কি তুমি উঠিয়াছিলে ?"

"না, এক ঘুমে রাত কাবার।"

"আমারও তাই। তবে এখন ওঠ, মুখ হাত ধুইয়া নাও। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য চা তৈরি করি।"

কিশোরী বলিল, "তা উঠিতেছি। আচ্ছা নিনা, তুমি কেন রোজ রোজ কষ্ট করিবে ? কোথায় কি আছে দেখাইয়া দাও না—আমি উনন জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিয়া, মুখ হাত ধুইতে যাই।"

নিনা এ কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আগে তুমি উঠিয়া, মুখ হাত ধোও ত! আমি যা বলি তা শোন।"

তর্ক নিষ্ফল বুঝিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিল। নিনা বলিল, "ঝরণায় যাইতেছ? ঐ কলসীটা হাতে করিয়া লইয়া যাইও, উহাতে জল ভরিয়া আনিও। ঘরে জল আর বেশী নাই।"

কিশোরী তামার কলসী হাতে ঝুলাইয়া, বহির্গত হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী ফিরিয়া আসিল। নিনা উৎকণ্ঠিত হইয়া মঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল; কিশোরীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"খুব লোক তুমি যা হোক! এত দেরী?"

কিশোরী জলের ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "স্নান করিয়া লইলাম। অনেক দিন স্নান হয় নাই, তাই আজ পরিষ্কার ঝরণার জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

"তা বেশ করিয়াছ—কিন্তু আমি যে এদিকে ভাবিয়া মরি! পাথরে পা পিছলাইয়া পড়িয়াই গেলে, না কি হইল! আর একটু দেখিয়া আমি তোমায় খুঁজিতে বাহির হইতাম। তোমার পকেটে ও কি উঁচু হইয়া রহিয়াছে?"

কিশোরী তাহার আলখাল্লার পকেট হইতে একমুঠা কড়াই শুঁটি বাহির করিয়া দেখাইল। বলিল, "ঝরণার পশ্চিম দিকে খানিক নামিয়া দেখিলাম, সেখানে কড়াই লতার ঘন জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাই কতকগুলা তুলিয়া আনিলাম—চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাইবে।"—বলিয়া কিশোরী উভয় পকেট হইতে মুঠা মুঠা

সুপুষ্ট সবুজ কড়াইসুঁটি বাহির করিয়া পাথরের উপর জমা করিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, নয়?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "তা স্বীকার করিতেছি।"

"এগুলি আগুনে একটু সেকিয়া লইব কি?"

"হাঁ সেই বেশ হইবে।"

নিনার উনন জ্বলিতেছিল। ক্ষিপ্রহস্তে সুঁটি গুলির খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, ঘৃত লবণ ও মরীচের গুঁড়া সহযোগে সেগুলি সে সেকিতে দিয়া, চা ঢালিতে বসিল।

চা পান শেষ হইলে নিনা বলিল, "আজ কোনও সময় সাইদা ও ফুরচিং ঘোড়া কিনিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহারা আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই, চল আমরা ধন ভাণ্ডারে গিয়া, সমস্ত গোছগাছ করিয়া রাখিয়া আসি। কাল রাত্রে তুমি মূর্চ্ছা গেলে পর, অন্ধকারে হাতড়াইয়া, তোমায় পিঠে করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রদীপটা সেখানেই পড়িয়া আছে, চাবির গোছাও পড়িয়া আছে, সিন্ধুক গুলিও খোলা পড়িয়া আছে বোধ হয়। এস আমরা দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া আবার সেখানে যাই, সব ঠিকঠাক করিয়া, চাবির বাক্স যথাস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। আর একটা কথা। আমরা যে তাসি-লংপু যাইব, আমাদের যাইবার আসিবার খরচের টাকা কড়ি কি আজই বাহির করিয়া আনিব? ধর, আজ যদি ঘোড়া আসে, তাহা হইলে কবে যাত্রা করা তোমার ইচ্ছা?"

কিশোরী বলিল, "ঘোড়া আসুক ত, সে তখন দেখা যাইবে। এখন চল, কায যা আছে তা সারিয়া আসি।"

কিশোরীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাসি-লংপু যাইবার জন্য আর তাড়া নাই জানিয়া, নিনার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে, গৃহকর্ম্ম সারিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, কিশোরীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার তবে দ্বার বন্ধ করি?"

"কর।"

নিনা দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া, শয়ন-গুহার বিছানা সরাইয়া পাথর তুলিয়া, কিশোরীর সহিত সেই গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিল। তাহার প্রণয়াস্পদ, পলাইবার জন্য এখন আর ব্যস্ত নয় জানিয়া, নিনার মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। সেই সুরঙ্গ পথে চলিতে চলিতেও, ক্ষণে ক্ষণে তাহার কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

হাটবার।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে নিনা হঠাৎ বলিল,—"বাঃ, তুমি ত বেশ!"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? কি করিলাম?"

"আজ কি বার বল দেখি? আজ যে শনিবার—হাটবার—সে কথা আমায় মনে করাইয়া দিতে হয় না? আজ জিনিষপত্র কিনিয়া না আনিলে, এক সপ্তাহ আমরা খাইব কি? এ কি তোমার দার্জ্জিলিঙ যে, যখন ইচ্ছা বাজারে গিয়া যাহা ইচ্ছা কিনিয়া আনা যায়?"

কিশোরীর স্মরণ হইল, গত দুই শনিবারেই নিনাকে সে হাটে যাইতে দেখিয়াছে বটে—এমন কি যেদিন সন্ধ্যায় সে সদলবলে আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেদিনও শনিবার ছিল, নিনা তখন মঠে উপস্থিত ছিল না, হাটে গিয়াছিল। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, আজ তিনটি সপ্তাহ পূর্ণ হইয়াছে—তিন সপ্তাহ নিনার আতিথ্য ও সেবা যত্ন ভোগ করা হইয়াছে। কিশোরী বলিল, "আমার সে কথা মনেই ছিল না। আচ্ছা নিনা, আমি তোমার সঙ্গে হাটে যাইব কি?"

নিনা বলিল, "না, তোমার গিয়া কায নাই। সেখানে নানা-

স্থানের নানা লোক আসিয়া জমা হইবে; তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। কাহার মনে কি আছে বলা যায় কি? তুমি ঘরে থাক। আমি আজ হাটে বেশী দেরী করিব না—জিনিষপত্র গুলি তাড়াতাড়ি কিনিয়া, মুটিয়া দিয়া বহাইয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "নিনা, একটা কথা তোমায় বলিব মনে করিতেছি, যদি রাগ না কর ত বলি।"

নিনা কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা শঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা, নাঙ্গালামা?"

কিশোরী বলিল, "কথা এই যে—এতদিন হইয়া গেল আমরা এখানে রহিয়াছি, খরচপত্র যাহা কিছু সমস্তই তুমি করিতেছ—কিন্তু আমারও কাছে ত টাকা রহিয়াছে; তোমার যদিও অগাধ টাকা—"

নিনা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ্।"—তারপর কাছে সরিয়া আসিয়া, চুপি চুপি বলিল, "এত জোরে জোরে এই সব কথা কি বলিতে হয়? কোথায় কে শুনিবে—তখন বিপদে পড়িতে হইবে যে!"

কিশোরী এই কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল দেখিয়া নিনা চুপি চুপি বলিল, "আমার কথায় তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। দেখ, এই জনমানব-শূন্য স্থানে থাকিতে হয়; টাকার সন্ধান কেহ জানে না বলিয়াই রক্ষা—জানিলে, এতদিন চোর ডাকাত আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলিয়া, সমস্তই লুটিয়া লইত। তারপর, তুমি কি বলিতেছিলে, বল!"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি তুমি আমার টাকা লইয়া হাটে যাও, তাহা হইলে আমি সুখী হই।"

"এই কথা? তা বেশ ত—টাকা দাও।"

"ক'টাকা দিব বল।"

"অন্যদিন আমি দুই টাকা লইয়া হাটে যাই, আজ পাঁচ টাকা দাও।"

কিশোরী উঠিয়া, ঘরের কোণে রক্ষিত তাহার হাত ব্যাগটি খুলিয়া, পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া নিনার হাতে দিল।

নিনা টাকাগুলি বস্ত্র মধ্যে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি মঠে থাক, আমি হাটে যাই। যদি ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়, তবে ভিতর হইতে দ্বার বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া, তবে শুইও, আমি আসিয়া ডাকিলে দ্বার খুলিয়া দিও।"

এই কথা বলিয়া, নিনা প্রস্থান করিল। দুজনের মধ্যে এই যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা নিনার ঘরে বসিয়াই। অপর ঘরখানি, যাহাতে কিশোরী, ফুরচিং ও সাইদা পূর্ব্বে শয়ন ভোজন উপবেশন করিত, সে ঘরখানি গতকল্য হইতেই তালাবন্ধ।

নিনা চলিয়া গেলে, ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে কিশোরীর ভাল লাগিল না—সে একখানা কম্বল টানিয়া, মঠের সম্মুখস্থ চত্বরে বিছাইল। ফুরচিং তাহাকে তিব্বতীয় ভাষার দুইখানি বহি দিয়াছিল—একখানি বর্ণপরিচয়, অপর খানি শিশুপাঠ্য বুদ্ধজীবনী। পথে আসিতে আসিতে বর্ণপরিচয় শিক্ষা তাহার শেষ হইয়াছিল; বুদ্ধ জীবনীর কিছু অংশও পড়া হইয়াছিল। কিশোরী সেই বহি

দুইখানি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া, ঘরে তালাবন্ধ করিয়া দিল। কম্বলের উপর বসিয়া, বুদ্ধজীবনীখানি কষ্টেসৃষ্টে পড়িতে লাগিল—কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাতে মন বসিল না। বহি বন্ধ করিয়া, দূরস্থিত পর্ব্বত চূড়া গুলির প্রতি চাহিয়া, সে নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রথম চিন্তা, নিজ অদৃষ্টের কথা। "ছিলাম কোথায় কলিকাতা বাসী—স্বচ্ছল অবস্থার বাঙ্গালী যুবক—আর, হইলাম এই সুদূর সিকিম প্রান্তে ছদ্মবেশধারী লামা! লামা,—অথচ না জানি তিব্বতীয় ভাষা—না জানি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা!"

তারপর হেমের কথা, সত্যবালার কথা, মল্লিকের কথা মনে হওয়াতে কিশোরীর চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল—"সতী! তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যই আমি তোমার জীবনপথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতেই তোমায় কত কষ্ট, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সংঘটিত হইলেও, না হয় সে সকল দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইল না। ভবিষ্যতে যে কখনও হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? কে আমাকে এখানে আসিয়া নিশ্চিত রূপে বলিবে যে, সে সমস্ত গোলমাল এখন চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে—এখন তুমি নির্ভয়ে দেশে ফিরিয়া যাইতে পার? সুতরাং দেশে ফেরা, ইহজীবনে বোধ হয় আর হইল না। তবে, অনেক বৎসর পরে, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে যদি যাই—তাহাতেই বা সুখ কোথায়? সুখ বোধ হয় আর আমার অদৃষ্টে নাই।"

বসিয়া বসিয়াও ভাল লাগে না। কিশোরী উঠিয়া, এদিক ওদিক একটু বেড়াইতে লাগিল। গিরিপৃষ্ঠের প্রান্তভাগে গিয়া সহসা কিশোরী দেখিতে পাইল, নিম্নে—অনেক নিম্নে তিনজন ভুটিয়া, দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের উপত্যকা ভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে একটা করিয়া শাদা প্যাকিং বাক্স, অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক করিতেছে। সে নিম্নদিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিল। ক্রমে দেখিতে পাইল, আরও প্রায় সাত আটজন কুলি, পৃষ্ঠে বোঝা ও হস্তে পাহাড়ী লাঠি লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আরও নিম্নে, কয়েকটা ভারবাহী অশ্বতর—তাহার আরও নিম্নে, শাদা হ্যাট মাথায় কয়েকজন অশ্বারোহী। সকলে নিম্নভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—সম্ভবত এই পথ ধরিয়াই তাহারা তাহাদের অভীপ্সিত স্থানে গমন করিবে।

কিশোরী সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—"কারা ইহারা? ইহারা কি ইংরাজ পুলিস বিভাগের লোক, আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে? পাইলে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবে?" কিন্তু এ আশঙ্কা কিশোরীর মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে ভাবিল, "ভারি ত একটা লোক আমি! আমাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এত কাণ্ড করিবে?"

কিশোরী তাহার কম্বলের উপর ফিরিয়া আসিয়া, তিব্বতীয় বহি খুলিয়া বসিল—কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারিল না। আবার পূর্ব্বস্থানে গিয়া, নিম্নে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা উঠিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু এখনও ত অনেক

দূর। পার্ব্বত্য পথারোহণে কত সময় লাগে সে ধারণা কিশোরীর জন্মিয়াছিল—সে অনুমান করিল, উহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিতে এখনও অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। "কে উহারা? কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিতেছে? উহারা কি কোনও য়ুরোপীয় আবিষ্কারক, অথবা ভ্রমণকারীর দল? য়ুরোপীয়গণ মাঝে মাঝে আসে বটে। অনেক লোকজন তাম্বু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, দুর্গম স্থানগুলিতে গমন করিয়া, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া থাকে। কিন্তু আমায় ধরিবার জন্য উহারা যে পুলিশ-বাহিনী নহে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মল্লিক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—আমার পরম শত্রু। সে চীফ্ সেক্রেটারী বা লাট সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, আমায় ধরিবার জন্য পুলিশের একটা সার্চ্চ পার্টি পাঠায় নাই এ কথা কে বলিল? আমার নিকট যদি একটা দূরবীণ থাকিত, দেখিতাম উহারা কে। উহাদের নিকট দূরবীণ নিশ্চয় আছে; এই যে আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি, হয়ত উহারা দূরবীণ কষিয়া আমায় দেখিতেছে। যদি উহারা ইংরাজ পুলিসের দলই হয়, আমায় খুঁজিবার জন্যই বাহির হইয়া থাকে, তবে ত এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি নিতান্ত বোকামির কার্য্য করিতেছি!"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কিশোরী পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। এদিকে বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রান্তে মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। নিনা বলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না—তবে এখনও সে আসিয়া পৌঁছিল

না কেন ? সে ফিরিবার পূর্ব্বেই যদি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবেই ত বিপদ ! ঘরে তালা বন্ধ করিয়া, কাংপাচেনের পথে খানিক দূর গিয়া দেখিলে হয় না, সে আসিতেছে কি না ?—কিশোরী স্থির করিল, একাকী বসিয়া ছটফট্ করার চেয়ে, সেই ভাল হইবে।

সে তখন কম্বল ও বহি ঘরের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইল। একবার সেই উপত্যকা পানে চাহিয়া দেখিল ;—তাহারা সকলে একত্র হইয়াছে—তাঁবু পড়িতেছে। কিশোরী ভাবিল, বোধ হয় বেলা নাই দেখিয়া এবং আকাশে মেঘ দেখিয়াই, উহারা ঐখানেই আজ রাত্রিবাস করিতেছে। যাক্— আজ আর উহারা আসিবে না এটা স্থির।

কিশোরী পথ চলিতেছে, আর আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। মেঘাড়ম্বর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অধিক দূর কিশোরীকে যাইতে হইল না। কাংপাচেন গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্ব্বেই কিশোরী দেখিল, একটি যুবতী নিম্ন পাহাড় হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন ভারবাহী। নিনাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরী দাঁড়াইল ; নিনাও তাহাকে দেখিয়া হস্ত সঙ্কেতে আনন্দ-জ্ঞাপন করিল।

নিকটে পৌছিয়া নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি নাঙ্গালামা, তুমি কোথায় যাইতেছিলে ?"

"তোমায় খুঁজিতে।"

"কেন, আমি কি কচি খুকি, হারাইয়া যাইব ?"

"আকাশের পানে চাহিয়া দেখ নিনা—মেঘের ঘটা দেখিয়া

আমার ভয় হইল, যদি ঝড় বৃষ্টি নামে তবে পথে তোমার কি হইবে? তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না—তোমায় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।”

নিনা বাক্যে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখে একটা সুখের—একটা আনন্দের জ্যোতি খেলিয়া গেল। সে কিশোরীর হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া বলিল, “কেমন জব্দ করিয়াছি তোমায়? সকাল বেলা দেরী করিয়া তুমি আমায় ভাবাইয়াছিলে; এবেলা আমি তোমায় ভাবাইলাম।”—মুটিয়া কিছুদূর পশ্চাতে ছিল; এ সকল কথার কিছুই তাহার কর্ণগোচর হইল না।

হাতে হাত দিতেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিনার উভয় প্রকোষ্ঠে চারিগাছি করিয়া নীলবর্ণ বেলোয়ারি চুড়ি রহিয়াছে—তাহার উভয় দিকে দুই গাছি করিয়া পুতির মালা। কিশোরী বলিল, “এগুলি তুমি কোথায় পাইলে নিনা?”

নিনা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, “একজন আমায় দিয়াছে।”

“কে? তোমার কোনও সখী—না সখা?—এ অঞ্চলে তোমার কোনও সখা সখী আছে তাহা ত আমায় বল নাই।”

নিনা বলিল, “আমার একজন সখা আছে সেই দিয়াছে।”

কিশোরীর মুখখানি গম্ভীর হইল। সে, ধরা গলায় বলিল, “তোমার সে সখাটি কে? নাম শুনিতে পাই না?”

“শুনিবে এখন—মঠে চল।”—বলিয়া নিনা অগ্রসর হইল। পার্ব্বত্য পথে দুইজন পাশাপাশি চলা সম্ভব নহে;—কিশোরী গম্ভীর মুখে নিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু তাহার পা যেন

চলিতেছে না—তাই সে একটু পিছাইয়া পড়িল। কিয়দ্দূর পশ্চাতে সেই ভারবাহী আসিতেছে।

মঠের নিকটবর্ত্তী হইতেই, দুই চারি ফোঁটা জল নিনার গায়ে পড়িল। সে পশ্চাৎ ফিরিয়া, কিশোরীকে বলিল, "বৃষ্টি আসিল—শীঘ্র এস।"—বলিয়া দাঁড়াইয়া, কিশোরীর গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া, চাপা হাসি হাসিতে লাগিল।

মঠে পৌঁছিয়া, ভারবাহীকে বিদায় দিয়া, জিনিষ পত্রগুলি গুছাইতে গুছাইতে নিনা বলিল, "কৈ, আমার সে সখার কথা আর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না?"

কিশোরী বলিল, "আমার অবশ্য শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার বয়স কত?"

"এই—তোমার বয়সীই হইবে।"

"কতদিন তার সঙ্গে তোমার—বন্ধুত্ব?"

"বেশী দিন না।"

"আচ্ছা নিনা—"

"কি?"

"না, থাক্—আমি ভাবিয়া দেখিলাম সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তোমার সে সখা, কৈ, এখানে কোনও দিন আসে না ত!"

নিনা বলিল, "আসে ত। তুমি তাকে দেখিতে চাও?"

"বেশ, আমি থাকিতে থাকিতে যদি কোনও দিন সে আসে তাহাকে দেখাইও।"

"এখনি তোমায় দেখাইতে পারি"—বলিয়া নিনা তাহার বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি রঙ করা নূতন টিনের আর্সি বাহির করিয়া, কিশোরীর মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "ইহার ভিতর দেখ।" বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

কিশোরী সবিস্ময়ে নিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিনা বলিল, "তুমি যে আমায় পাঁচটি টাকা দিয়াছিলে, তাই দিয়া এই চুড়ি, পুঁতির মালা, এই আর্সি, একখানি রেশমী রুমাল, আর একখানি চিরুণী কিনিয়া আনিয়াছি। তোমার টাকা দিয়া কিনিয়া..., সুতরাং এ সকল, তোমারই ত দেওয়া হইল!" বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে মহিষ শৃঙ্গের এক খানি মোটা চিরুণী ও রুমাল খানি বাহির করিয়া দেখাইল।

এতক্ষণে কিশোরীর বদনমণ্ডল হইতে মেঘ কাটিয়া গিয়া, সেখানে হাসির কিরণ খেলিতে লাগিল। বলিল, "দেখ নিনা, এতদিন মাঝে মাঝে আমার মনে হইয়াছে বটে যে, তুমি স্ত্রীলোক,—অথচ না আছে তোমার কোনও অলঙ্কারের সখ, না কোনও প্রসাধনের সাধ।"

নিনা বলিল, "সত্যই ত, ও সব সখ কোনও দিনই ত আমার ছিল না।"

"তবে, এখন হঠাৎ?"

"কে জানে! ওগো শীঘ্র যাও, ভয়ানক ঝড় আসিতেছে—দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এস।"

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শুধু ঝড় নয়—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছিল—জলের ঝাপটায় কিশোরীর বস্ত্রও কিয়দংশ ভিজিয়া গেল।

নিনা তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া ফেলিয়া বলিল, "ফুরচিং সাইদা আজ আর আসিল না দেখিতেছি!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

নানা চিন্তা।

বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় সমান বেগে চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেঘের বিকট গর্জ্জনও শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, ইহাই নিনার রন্ধনকার্য্যের সময়—গুহাকক্ষের একটি মাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া, ভিতরে উনান ধরাণো চলে না, নিনা বরাবর বাহিরেই ঐ কাযটি সমাধা করিয়া থাকে। তাই সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, "তাই ত! এ দুর্য্যোগে রান্না-বান্নার কি উপায় করি? আমি বাড়ী ছিলাম না, আজ বিকালে তোমার চা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নাই;—তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে বোধ হয়? আমার ত পাইয়াছে।"

কিশোরী বলিল, "পাইলে আর উপায় কি? বৃষ্টি থামুক, তার পর রান্না-বান্নার যোগাড় করিলেই হইবে। এখন দুইজনে গল্প করা যাক এস।"

নিনা বলিল, "খালি পেটে কি আর গল্প ভাল লাগে? ঠিক হইয়াছে। হাট হইতে কিছু ফল কিনিয়া আনিয়াছি—তাহাই কাটিয়া দিই তুমি খাও।"—বলিয়া নিনা উঠিয়া, কক্ষকোণে রক্ষিত তাহার সেই বাজারের ঝুড়িটি হইতে গোটাকতক আপেল ও ন্যাসপাতি বাহির করিয়া আনিল। কিশোরী সেই তাজা সরস

ফলগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল—কলিকাতায় পেশোয়ারি ফলওয়ালার দোকানের দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আহরিত অর্দ্ধশুষ্ক ফল নহে—সম্ভবতঃ সেই দিন প্রাতেই সেগুলি তাহাদের বৃক্ষজননীর বক্ষচ্যুত হইয়াছে। প্রদীপের আলোকে একটি আপেলের রক্তিম-চ্ছটার প্রতি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরী বলিল, "রঙটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর জিনিষটি কাটিয়া খাইতে মায়া হয়!"

নিনা একটি ন্যাসপাতির ত্বকে ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "আচ্ছা, যে সুন্দর নয়, তার প্রতি তোমার কোনও মায়া দয়া হয় না, নয়?"

কিশোরী এ প্রশ্নের গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিল। বলিল, "তা জানি না; কিন্তু ঈশ্বর বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর জিনিষগুলিই আমার চোখের সামনে আনিয়া দেন।"—বলিয়া এমন ভাবে নিনার মুখ পানে সে চাহিল, যাহাতে সেই সুন্দর জিনিষগুলির মধ্যে সম্প্রতি কোনটি তাহার চোখের সামনে উপস্থিত সে বিষয়ে নিনার মনে কোনও সংশয় না থাকে।

ফলভক্ষণ এবং এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, নিনা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, বৃষ্টির বেগ অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে, ঝড় আর নাই, আকাশে মেঘের রঙও বিলক্ষণ ফিকা হইয়া আসিয়াছে, কিছুক্ষণ মধ্যেই বৃষ্টি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। হইলও তাহাই। নিনা তখন উনান ধরাইয়া চায়ের জন্য গরম জল চড়াইয়া দিয়া, রন্ধনের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিল।

আহারাদি শেষ হইলে, রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কিশোরী

নিনার নিকট বিদায় লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গুহা-কক্ষে শয়ন করিতে গেল। নিনা সে ঘরে গিয়া, বিছানা কম্বল ঠিক করিয়া দিয়া, কিশোরীর জন্য পানীয় জল, আলো জ্বালিবার উপকরণ প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল।

কিশোরী শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। নিজের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যের কথা এবং নিনার কথা—পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমেই নিনার বিপুল ধন-রত্নের কথা তাহার মনে হইল। উহা লাভ করিতে পারিলে, চিরজীবনের জন্য—এবং বংশাবলীক্রমেও—দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়! এ কি সাধারণ প্রলোভন? এ প্রলোভনকে জয় করা কি সহজ কার্য্য? যে দিন কিশোরী নিনার গোপন ধনভাণ্ডার নয়ন-গোচর করিয়াছে, সেইদিন হইতেই এই প্রলোভন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর শুধুই কি নিনার ধনরত্ন? তাহার অকৃত্রিম সেবা যত্ন, তাহার তরুণ হৃদয়ের অকপট ঐকান্তিক ভালবাসা —এ সকলের চিন্তাও ক্রমে তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিল। সে মনে মনে বলিল, "আমি একদিন দেশে ছিলাম, —ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী ছিলাম —সে সব কি সত্য, না স্বপ্ন? এ জন্মে? না, সে সব আমার পূর্ব্ব জন্মের কথা? এখন মনে হয় আমি এই হিমালয় বক্ষেই জন্মিয়াছি ও মানুষ হইয়াছি। অন্ততঃ ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে এই হিমালয় বক্ষেই আমরণ আমাকে কাটাইতে হইবে। সত্যবালাকে ভালবাসিয়াছিলাম—তাহাকে বিবাহ করিব আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলাম—সে সবও যেন সেই পূর্ব্বজন্মেরই কথা—এ জন্মে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। তবে আর কেন? পূর্ব্বজন্মের সে স্মৃতি ধরিয়া থাকিলে আর ফল কি? এ জন্মে যাহা করণীয় তাহাই করা ভাল। আমি নিরাশ্রয়—পাহাড়ে জঙ্গলেই অবশিষ্ট জীবন আমায় কাটাইতে হইবে, কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব তাহার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাই না;—বোধ হয় ঈশ্বর দয়া করিয়া, নিনাকেই আমার সহায় স্বরূপ আনিয়া দিয়াছেন। নিনা তার হৃদয় মন দিয়া আমায় চাহিতেছে—আমিও তাহার সেবা যত্নে, মুগ্ধ হইয়াছি—তবে আর কেন? আর দ্বিধা করিয়া ফল কি, নিনাকে বিবাহই করি।

অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে কিশোরীর মনে হইল, আমি যে নিনাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমি কি তাহাকে ভালবাসি? ভালবাসা যে কি পদার্থ, তাহার জ্ঞান এখন আর কিশোরীর "পুঁথিগত" মাত্র নহে—দার্জ্জিলিঙে দুই মাসকাল সে আসল জিনিষটিরই আস্বাদ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই অনুভূতির সঙ্গে, নিজ বর্ত্তমান মনোভাবের তুলনা করিয়া দেখিল, দুইয়ে অনেক তফাৎ—দুইয়ে তুলনাই হয় না—একটি যেন আকাশের চন্দ্র—অপরটি যেন মাটীর প্রদীপ। এ অবস্থায় নিনাকে বিবাহ করা তাহার উচিত কি না, সে তর্কও কিশোরীর মনে উঠিল। ইংরাজি ও বাংলা উপন্যাস পড়িয়া এ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার মনে স্থান লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বেশীক্ষণ টিকিল না; বংশাবলীক্রমে যে ধারণা

রক্তের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, যাহা তাহার অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া আছে—তাহাই জয়লাভ করিল। আগে প্রেম করিয়া পরে বিবাহ—এ ব্যবস্থা কবে আর এ দেশে ছিল? বিবাহের পর, একত্র বাসে, সরল হৃদয় সুচরিত্র নরনারীর মনে প্রেম-সঞ্চার স্বাভাবিক নিয়মের বশেই হইয়া থাকে—অধিকাংশ স্থলেই তাহা হয়। অল্পাংশ যাহাদের হয় না, তাহারা ব্যতিক্রম, এবং দম্পতীর দুর্ভাগ্যই উহার কারণ। কিশোরী মনে মনে বলিল, আমি যদি নিনার সম্পদের লোভে মাত্র উহাকে বিবাহ করিয়া, ক্রমে কৌশলে উহার যথাসর্ব্বস্ব নিজায়ত্ত করিয়া লইয়া, উহার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যপালন না করি, উহার সহিত অসদ্ ব্যবহার করি, তবে বটে আমি পাপে লিপ্ত হইব। কিন্তু তাহা তো আমার উদ্দেশ্য নহে। না—না—আমার মনের কোনও অন্ধকার কোণেও সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে বিবাহ করিয়া এই দেশে বসবাস করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপে মনস্থির হইলে, যখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যভাগ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কে তুমি ?

পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, গত রাত্রির নিদ্রাল্পতা বশতঃ, কিশোরী নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

"নাঙ্গালামা ! নাঙ্গালামা !"

কবাটে সঘন করসন্তাড়ন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিনার কণ্ঠস্বরে কিশোরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, নিনা ?"

"ঘুম কি তোমার ভাঙ্গিবে না ? বেলা পড়িয়া গেল যে !"

"এই যে উঠি"—বলিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইল ; তারপর দ্বার খুলিয়া দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

নিনা বলিল, "তুমি যাও, ঝরণায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া এস ; আমার উনান ধরিয়াছে, এইবার চায়ের জল চড়াইয়া দিই ?"

"দাও।"—বলিয়া কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া তাহার তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিতে বেশী দেরী হইবে না ত ?"—"না, দেরী হইবে না।" বলিয়া কিশোরী প্রস্থান করিল।

অনেকটা নামিয়া গেলে তবে পূর্ব্বকথিত ঝরণা পাওয়া যায়।

নামিতে নামিতে কিশোরী দেখিল, গত কল্যকার সেই ভ্রমণ-কারীর দল, এখনও সেই স্থানেই রহিয়াছে। লোকজন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতে এই ছাউনি নিনাও দেখিয়াছিল। কাহাদের ছাউনি, উদ্দেশ্যই বা কি তাহা নিনাও কিছু অনুমান করিতে পারে নাই।

ক্রমে কিশোরী যখন ঝরণায় পৌছিল, তখন নিম্নভূমির দৃশ্য আর একটু স্পষ্ট হইল। উপর হইতে মানুষগুলিকে কুকুর বিড়ালের মত ছোট দেখাইতেছিল, এখন ছাগল ভেড়ার মত দেখাইতে লাগিল। তাহাদের পানে চাহিতে চাহিতে কিশোরী হস্তমুখাদি ধৌত করিতে লাগিল,—এবং ভাবিতে লাগিল, যদি উহারা ইংরাজ পুলিশই হয়—আমায় ধরিবার জন্যই আসিয়া থাকে, তবে ত উহারা এ অঞ্চলে থাকা পর্য্যন্ত আমায় খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু আমাকে উহারা চিনিবে কি করিয়া? তা, সে উপায় না করিয়াই কি উহারা বাহির হইয়াছে? সম্ভবতঃ মল্লিক তাহার বা ঘোষ সাহেবদের কোনও ভৃত্যকে, আমায় সনাক্ত করিবার জন্য উহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছে।—কিশোরী তাড়াতাড়ি কায শেষ করিয়া লইয়া, জলের ছোট বালতীটি ভরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর উপরে উঠিয়া একটা বাঁকের নিকট পৌছিবামাত্র দেখিতে পাইল, অল্প কিছু উপরেই টাটুঘোড়ার পৃষ্ঠে একজন শ্বেতকায় পুরুষ, ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। লোকটাকে দেখিবামাত্র কিশোরীর আপাদমস্তক ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

ভাবিল, যেখানে আমি থাকি, সেই দিক হইতেই ত নামিতেছে! এখন পালাই কোথায়? লুকাইবার স্থান ত কাছে কোথাও দেখিতেছি না! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অশ্বারোহী কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "হেল্লো লামা! দাঁড়াও দাঁড়াও।"

কিশোরীর বুকটি ভয়ে গুরগুর করিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর না দাঁড়াইয়া উপায় নাই, সুতরাং সে দাঁড়াইল।

সাহেব আরও কাছে আসিয়া, সম্ভবতঃ বদ্ সিকিমী ভাষায় কতকগুলা কি বলিল, কিশোরী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ইংরাজীতে বলিল,—"ও ভাষা আমি বুঝি না।"—বলিয়াই তাহার মনে হইল, ছি ছি, এ কি করিলাম? ইংরাজি কেন বলিলাম? এ যে নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি পরাইলাম!

অশ্বারোহী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ইংরাজীতে বলিল, "বাই জোভ! এই দূর হিমালয়ে, একজন দেশী লোকের মুখে ইংরাজী ভাষা শুনিব, ইহা ত অপ্রত্যাশিত! তা, লামাজী! তুমি কি এ প্রদেশের লোক নও, সিকিমী ভাষা বোঝ না? তুমি কোন্ দেশের লোক তবে?"

কিশোরী এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, "আমি তিব্বতীয় ভাষায় কথা কহি।"

সাহেব আরও নিকটে আসিয়া বলিল, "ওঃ, তবে তুমি তিব্বতের লোক? ভালই হইল। তোমার কাছে তিব্বতের অনেক খবর জানিতে পারিব।"

কিশোরী জিজ্ঞাসিল, "কেন, তুমি কি তিব্বত যাত্রী? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

সাহেব নিম্নদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, আমাদের ছাউনি। ওখানে আমাদের দলের সকলে আছে। আমরা তিনজন শ্বেতকায় পুরুষ—বাকী সকলে দেশীয় লোক, দোভাষী, পথ-প্রদর্শক, বাবুর্চি, কুলি প্রভৃতি।"

সাহেব তখন আরও নিকটে পৌঁছিলেন; কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি উদ্দেশ্য জানিতে পারি কি? শুধু কি সখের ভ্রমণ?"

সাহেব বলিল, "আমরা আমেরিকাবাসী;—রাজকীয় ভৌগোলিক পরিষদের সভ্য। আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়াছি—তিব্বত ভেদ করিয়া আমরা চীনদেশে যাইব।"

একথা শুনিয়া কিশোরীর দেহে প্রাণ আসিল—চল্‌তি কথায় বলতে গেলে, ঘাম দিয়া তাহার জ্বর ছাড়িল।

"তোমার নাম কি?"

"নাঙ্গালামা।"

"আমার নাম জন রটেনহাম। আমি ফিলাডেলফিয়ার লোক। তুমি তিব্বতী, কিন্তু এমন ইংরাজী শিখিলে কেমন করিয়া?"

কিশোরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমি দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। তোমরা এখানে কতদিন থাকিবে?"

"কাল সারাদিন আমরা আছি। পশু প্রাতরাশের পর আমরা তাঁবু তুলিব; নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে কিছু খাদ্য

দ্রব্য সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য—ভারবাহী মনুষ্য ও পশুগণকে কিছু বিশ্রাম দেওয়াও উদ্দেশ্য বটে। এখান হইতে কিছু দূরে যে গ্রামখানি আছে, কি নাম তাহার, কাংপাচেন বুঝি? সেখানে খাদ্যদ্রব্য কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে অনুসন্ধান জন্য আমি তথায় গিয়াছিলাম, এখন ছাউনিতে ফিরিতেছি।”

বলিয়া সাহেব টাটু চালাইল। দুই চারি কদম গিয়া, আবার টাটু দাঁড় করাইয়া মুখ ফিরিয়া বলিল, “তুমি এখানে কাছেই কোথাও থাক বোধ হয়? কাল সকালে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া তুমি যদি চা পান কর, তবে আমরা অত্যন্ত খুসী হইব। আসিবে?”

কিশোরী বলিল, “চেষ্টা করিব—ধন্যবাদ।”

“আসিও। গুড্ বাই।”—বলিয়া সাহেব ঘোড়া চালাইয়া দিল।

কিশোরী ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। সাহেব ক্রমে তাহার দৃশ্যপথের অতীত হইয়া গেল। কিশোরী মনোমধ্যে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুখ খুলিল।

কিশোরী মঠে আসিয়া পৌঁছিতেই নিনা বলিল, "দেখ, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একজন শ্বেতকায় পুরুষ, টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ দিকে গেল। নিম্নে ঐ যে তাঁবু পড়িয়াছে, সে বোধ হয় ঐ তাঁবুরই লোক।"

কিশোরী জলের বালতী নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি যাহার কথা বলিতেছ, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে কাংপাচেন গ্রামে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিতেছে।"

নিনা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় দেখা হইল? কি কথাবার্ত্তা হইল? তুমি উহার ভাষা বুঝিতে পারিলে?"

কিশোরী তখন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় নিনার কাছে প্রায় সমস্তই বলিল—কেবল প্রকাশ করিল না, সাহেবকে দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে কি ভয় হইয়াছিল, এবং কেন হইয়াছিল।

নিনা পেয়ালায় চা ঢালিয়া বলিল, "ঐরূপ শাদা মানুষ আমাদের এ দিকে মাঝে মাঝে আসে বটে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উঃ—কি শাদা! মাগো! দেখিলে ভয়

করে। তাহারা কি চরিত্রের লোক তাহাই বা কে জানে! তুমি কি স্থির করিলে? কাল উহাদের তাম্বুতে যাইবে নাকি?”

কিশোরী বলিল, “যাইবার ইচ্ছাই ত আছে।”

নিনা বলিল, “তোমার এই দুর্ব্বল শরীর, অত পথ নামিয়া আবার উঠিয়া আসিতে তোমার বড় কষ্ট হইবে যে!”

কিশোরী কিছু বলিল না—নীরবে চা পান করিতে লাগিল। যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনেও একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাহেব যাহা বলিল, সে কথা যদি সত্য না হয়, উহারা যদি ভৌগোলিক আবিষ্কারক না হয়—যদি ইংরাজ পুলিশই হয়—আমাকে ধরিবার এই কৌশল যদি অবলম্বন করিয়া থাকে! তাঁবুতে গিয়া যদি দেখি যে মল্লিকের অথবা ঘোষ সাহেবের একজন ভৃত্য উপস্থিত আছে—সে যদি বলে, এই ব্যক্তিই আসামী, ইহাকে আমি চিনি। তখন কি হইবে?

চা পান শেষ হইলে নিনা বলিল, “তুমি বস। আমি ঝরণায় গিয়া মুখহাত ধুইয়া আসি।” বলিয়া সে তাহার বস্ত্রাদি ও জলের ঘড়াটি বাহির করিয়া আনিল।

কিশোরী হাসিয়া বলিল, “নিনা, ঐদিকে যাইতেছ, ঐ ছাউনির সাহেবেরা যদি তোমায় একা পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়?”

নিনা দাঁড়াইল। বলিল, “ঠিক বলিয়াছ। আমি তবে অস্ত্র লইয়া আসি।” বলিয়া সে আবার ঘরে গিয়া একখানি বৃহৎ চকচকে ছোরা বাহির করিয়া আনিয়া, তাহা আন্দোলিত করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার এই ছোরা, শাদা

মানুষের রক্তের আস্বাদন কখনও পায় নাই। উহারা যদি আমায় ধরিতে আসে, তবে সে আস্বাদন পাইতে পারিবে।"—বলিয়া ছোরাখানি কটিবন্ধে সংলগ্ন করিয়া, ঘড়াটি লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া বসিয়া কেবলই সেই তাম্বু-বিহারীদের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যদি উহারা ভৌগোলিক আবিষ্কারক হয়, তবে উহারা কিশোরীর মাস খানেক পরে দার্জ্জিলিঙ ছাড়িয়াছে। উহাদের নিকট সেই সময়কার, কলিকাতা ও দার্জ্জিলিঙে প্রকাশিত কতকগুলি সংবাদ পত্র থাকা খুব সম্ভব। সেই কাগজগুলিতে হয় ত বা সেই খুন ও তাহার তদারক সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যাইতে পারে। তাহা দেখিবার জন্য কিশোরীর মনটা বড়ই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের দ্বিধাও ঘুচে না। উহারা ইংরাজ পুলিস হইবে ইহা কি সম্ভব? ইংরাজ ও আমেরিকা বাসীর উচ্চারণ ও বচনভঙ্গির পার্থক্য বিষয়ে কিশোরী কিছুই জানিত না—সুতরাং সেদিক দিয়া সে কোনও সাহায্য পাইল না। তবে তাহার মনে হইল, তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে এত টাকা খরচ করিয়া এতদূরে পুলিশ অভিযান পাঠাইবে, ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

নিনা ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অন্যদিন যেমন তাহার হাসিখুসি ভাবটী থাকে, আজ আর তাহা নাই—আজ তাহার মুখখানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিশোরীও

আজ অন্যরূপ—তাহারও চিত্তচাঞ্চল্য তাহার মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

আজ শুক্লা দ্বাদশী—পাহাড়ের অন্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশ বিমল জ্যোৎস্নায় যেন হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "চল নিনা, বাহিরে গিয়া আমরা একটু বসি।"

উভয়ে গিয়া এক প্রস্তর খণ্ডের উপর পাশাপাশি বসিল। দুই চারি কথার পর কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল "নিনা, আজ তুমি এমন গম্ভীর কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

নিনা বলিল, "তোমারই বা মুখ এতখানি গম্ভীর কেন?"

ইহার উত্তর দেওয়া কিশোরীর পক্ষে কঠিন। এ পর্য্যন্ত কোনও কথা নিনাকে ত ভাঙ্গিয়া বলা হয় নাই—এখন কি তাহা বলা যায়? পাছে উহারা ইংরাজ পুলিশ হয়, আমাকে ধরিতে আসিয়া থাকে, বলিলে আমূল বৃত্তান্ত সবই বলিতে হয়,—সত্যবালার কথা বলিতে হয়। কিন্তু সত্যবালার সমস্ত বিবরণ জানিলে, নিনা যদি বলে, "তবে আর তোমায় আমি চাই না—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার"—তখন কি হইবে? এই সুদূর হিমালয় বক্ষে, অনাহারে অনাশ্রয়েই ত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে সে কথা খুলিয়া বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। অথচ একটা কিছু উত্তর দিতে হইবে; তাই সে বলিল, "কিন্তু তুমি আজ এমন গম্ভীর কেন তাহা ত বলিলে না?"

নিনা বলিল, "তুমি উহাদের তাঁবুতে যাইবে শুনিয়া অবধি আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে,

ওখানে গেলে তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না, উহাদের সঙ্গে জুটিয়া চলিয়া যাইবে।”

কিশোরী বলিল, “চলিয়া যাইব কেন?”

“উহাদের সঙ্গে জুটিলে, তুমি অনায়াসে কত দেশ দেখিতে পাইবে। উহারা ইংরাজ সরকারের পাশ লইয়া আসিয়াছে, কেহই উহাদের আটকাইতে পারিবে না—যে দেশে যাইবে সে দেশের রাজাই উহাদিগকে খাতির করিবে, কোনও বিষয়ে কোন অসুবিধা হইবে না—এই প্রলোভনে যদি তুমি উহাদের সঙ্গী হও? তখন আমি কি করিব বল? আর ত আমি তোমায় দেখিতে পাইব না!”—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া কিশোরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিনার একখানি হাত নিজ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “ছি ছি নিনা, তুমি কি পাগল হইলে? তুমি কাঁদ কেন? আমি তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? না—না, তাহা কখনই যাইব না।”

“সত্য বলিতেছ?”

“হাঁ নিনা, আমি সত্যই বলিতেছি—আমি কোনও দিন তোমায় ছাড়িব না, যদি—যদি—চিরদিন তোমার নিকট থাকিবার অধিকার আমি পাই।”

শেষের কথাগুলি নিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি? কোন্ অধিকারের কথা তুমি বলিতেছ? কে তোমায় সে অধিকার দিবে?”

কিশোরী বলিল, "অধিকার বুঝিতে পারিলে না নিনা? তুমি যদি আমায় বিবাহ করিতে—আমার ধর্ম্মপত্নী হইতে—সম্মত হও, তবেই ত চিরদিন আমরা দুইজনে একত্র থাকিতে পারি। নচেৎ, কেমন করিয়া থাকিব?"

নিনা বলিল, "ওঃ, বিবাহের কথা বলিতেছ? তা, আমি কি কোনও দিন বলিয়াছি যে তোমায় আমি বিবাহ করিব না?"

কিশোরী নিনার এই সরল প্রত্যুত্তরে মুগ্ধ হইয়া, সহসা তাহাকে বক্ষে বাঁধিয়া বলিল, "তবে তুমি আমায় বিবাহ করিবে? তুমি আমার হইবে নিনা?"

"আমি ত তোমারই আছি।"—বলিয়া নিনা কিশোরীর স্কন্ধে মুখ লুকাইল।

কিশোরী নিনার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিল তাহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। "চোখ বুজিয়া আছ কেন? চোখ খোল—চোখ খোল"—বলিতে বলিতে কিশোরী তাহার ওষ্ঠে ও উভয় গণ্ডে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল।

দ্বাদশীর চন্দ্র তখন আকাশের বেশ উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতের শিখরে শিখরে আলোক বর্ষণ করিতেছে। নিনা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল—তথাপি উভয়ের কর-সম্মিলনের বিচ্ছেদ ঘটিল না।

কিশোরী বলিল, "আমাদের বিবাহে, এ দেশের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কোনও আপত্তি হইবে না ত নিনা?"

নিনা বলিল, "না, আপত্তি হইবে কেন? বুদ্ধদেবকে তুমি ত মান?"

"মানি বৈকি। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে ঈশ্বরের একজন অবতার বলিয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি।"

নিনা কিশোরীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানি তুলিয়া বলিল, "সে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, কতদিন হইতে তোমার মনে জন্মিয়াছে বল দেখি?"

কিশোরী বলিল, "আমার অসুখের পর হইতে। আর তোমার?"

"আমার ইচ্ছা হইয়াছে—তোমার অসুখের সময় হইতেই। জ্বরের ঘোরে তুমি প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে; আমি তোমার কাছে বসিয়া তোমার মাথায় পায়ে হাত বুলাইতাম, সেই সময় হইতেই আমার মনে মনে সাধ যে তুমিই আমার স্বামী হও।"

"ভাগ্যিস, নিনা, আমার পীড়া হইয়াছিল!"—বলিয়া কিশোরী, নিনাকে বুকে জড়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিনা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "চল, ঠাণ্ডা পড়িতেছে—ঘরে গিয়া বসা যাক্।"

"চল"—বলিয়া কিশোরী উঠিল। গুহাকক্ষে প্রবেশের সময় উভয়েই দেখিতে পাইল, উপরের রাস্তা হইতে কে একজন লোক মঠের দিকে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়া দুজনেই দাঁড়াইল। লোকটা মঠের দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিতেই চেনা গেল সে ফুরচিং।

কিশোরী বলি, "কি ফুরচিং—এত দেরী ?"

ফুরচিং বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে নাঙ্গালামা ! ঘোড়া কিনিবার জন্য যে টাকাগুলি লইয়া গিয়াছিলাম, সাইদা তাহা চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।"

কিশোরী ও নিনার প্রশ্নের উত্তরে ফুরচিং ক্রমে ক্রমে সব কথাই বলিল। যেদিন সেই গ্রামে তাহারা পৌঁছে, সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পরদিন অনেকগুলি ঘোড়া দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হইল না। লোকে বলিল, দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারিলে, গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল ঘোড়া বিক্রয়ার্থ আসিবে। পরদিন সন্ধ্যায় ফুরচিং দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চ্যাং পান করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখে, তাহার কোমরে টাকার থলিও নাই, সাইদাও অদৃশ্য। দুই দিন ধরিয়া অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া, অবশেষে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিনা বলিল, "আচ্ছা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন তুমি বিশ্রাম কর।"—বলিয়া সে রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

রাত্রে শয়ন করিয়া, ফুরচিং-এর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কিশোরী জানিতে পারিল, সানচং হইতে ফিরিবার পথে ফুরচিং ঐ সাহবদের ছাউনি দেখিয়া আসিয়াছে—এমন কি দার্জ্জিলিঙবাসী দুই একজন পূর্ব্বপরিচিত স্বদেশীয় লোকের সঙ্গেও সেখানে তাহার দেখা হয়, তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াই ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোরী ফুরচিংকে সাহেবগণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নানা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, তাহারা পুলিশ অভিযান ত নহেই, ইংরাজ জাতিও নহে; যথার্থই ভোগোলিক আবিষ্কারকের দল এবং আমেরিকা হইতে আগত। এ কথা শুনিয়া, কিশোরীর মন হইতে পূর্ব্বশঙ্কা দূর হইল, সংবাদপত্র-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে, নিমন্ত্রণ অনুসারে প্রাতে তথায় যাইবে বলিয়া সে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া ফুরচিংকে ঝরণার জল আনিতে পাঠাইয়া নিনা বলিল, "নাঙ্গালামা, তুমি ঐ ফাইলিংদের তাম্বুতে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"—ফাইলিং অর্থে বিদেশী।

কিশোরী বলিল, "যাইব মনে করিতেছি।"

নিনা বলিল, "তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। শাদা

মানুষ কখনও আমি নিকট হইতে দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা কিরূপ, সে সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল আছে। কিন্তু তাহারা যখন আমার সঙ্গে কথা কহিবে, সে সকল কথা আমি বুঝিব কিরূপে?"

কিশোরী বলিল, "আমি না হয় দোভাষী হইয়া তোমায় বুঝাইয়া দিব। ফুরচিং ফিরিয়া আসিলেই আমরা যাই চল। তোমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা আছে—পরামর্শ করিবার আছে—পথে যাইতে যাইতে নিরিবিলিতে সে সকল আমাদের শেষ করিতে হইবে।"

নিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা; তোমায় যদি তারা জিজ্ঞাসা করে আমি তোমার কে, তুমি কি বলিবে?"

"তুমি আমার যা, তাই বলিব। বলিব, শীঘ্রই তুমি আমায় তোমার পাণিদান করিয়া, আমাকে চিরসুখী করিবে।"

নিনা বলিল, "দেখ, তোমার কথা বলিবার প্রণালী বড় সুন্দর। এদেশের কোনও যুবক হইলে, একথাগুলি, কখনই এ ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিত না।"

কিশোরী মনে মনে বলিল, "তারা কি নভেল পড়েছে ছাই!"

অতঃপর নিনা, নিজ কক্ষে গিয়া, পোষাক পরিবর্ত্তন করিল। নূতন ক্রীত আর্সি চিরুণীর সাহায্যে চুলগুলির পারিপাট্যবিধান করিল। একখানি পাটল বর্ণের রেশমী রুমাল গলায় বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে কিশোরীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমায় কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

কিশোরী তাহার উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "তোমায় সুন্দর—অতি সুন্দর দেখাইতেছে। যেন পাহাড়ের বুকে একটি গোলাপফুল ফুটিয়াছে। কিন্তু কৈ, তোমার এ পোষাকটি ত আর কোনও দিন আমি দেখি নাই।"

নিনা বলিল, "তুমি বুঝি মনে কর আমার একটি মাত্র পোষাক? আমার আরও আছে। একটি আছে, সেটি আমি বিবাহের দিন পরিব; আমার বিবাহের জন্যই বাবা সেটি তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার বিবাহ হইবে, কিন্তু বাবা আমার দেখিতে পাইবেন না।"—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

কিশোরী নিনার দুখানি হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার বাবা স্বর্গ হইতে দেখিবেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

ফুরচিং ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাহার উপর রন্ধনাদির ভারার্পণ করিয়া, নিনা নিজ শয়নগুহায় প্রবেশ করিল। তাহার অস্ত্রভাণ্ডার হইতে খাপসুদ্ধ দুই খানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাছিয়া লইয়া, একখানি নিজ কটিবন্ধে ধারণ করিল, এবং অপরখানি কিশোরীর কোমরে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "চল এইবেলা আমরা বাহির হইয়া পড়ি—নচেৎ ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে।"

উভয়ে তখন সেই অধিত্যকা লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে পর্ব্বত অবরোহণ আরম্ভ করিল।

সূর্য্যোদয়ে তখন প্রভাতবায়ুর শৈত্যকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যদিও 'চড়াই' নহে 'উৎরাই,' তথাপি ইহা কিয়ৎ পরিমাণে শ্রমসাধ্য ব্যাপার। পথশ্রমে, প্রথমটা কিশোরী বেশী

কাতর হইল না। অধিত্যকা প্রদেশে নামিবার অনেকগুলি পথ ছিল—সেগুলি সমস্তই নিনার পরিচিত—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথটিই সে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধপথ যখন তাহারা নামিয়া আসিয়াছে, তখন নিনা বলিল, "তুমি একটু হাঁফাইয়া পড়িয়াছ, নয়? একটু বিশ্রাম করিবে?"

"করিলে মন্দ হয় না"—বলিয়া কিশোরী উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিল। বামে কিয়দ্দূরে কয়েকটি ঝোপ দেখা গেল, তাহাদের গায়ে কিশোরীর অপরিচিত কি একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কিশোরী বলিল, "চল, ঐ ফুলের ঝোপগুলির মধ্যে গিয়া একটু বিশ্রাম করা যাউক।"

উভয়ে, পথ ত্যাগ করিয়া, সেই ফুলের ঝোপগুলির দিকে যাইতে লাগিল। নিকটে পৌঁছিয়া কিশোরী সে ফুলের মৃদু মধুর সৌরভ অনুভব করিল। বলিল, "বাঃ, গন্ধটি ত বেশ; এগুলি কি ফুল, নিনা?"

"এর নাম রিংচেন। বর্ষাকালেই উহাদের ফুটিবার কাল।" বলিয়া নিনা ঝোপের নিকট গিয়া একটি ফুল তুলিয়া, কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী সেটির সুবাস গ্রহণ করিয়া, সযত্নে নিনার চুলে পরাইয়া দিল।

ফুলের ঝোপগুলির মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল; তাহারা উভয়ে সেখানে গিয়া বসিল। কিশোরী নিনার হাতটী নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "আমাদের বিবাহ কোথায় হইবে এবং কবে হইবে, তাহা তুমি কিছু ভাবিয়াছ নিনা?"

নিনা বলিল, "ভাবিয়াছি বৈ কি। কাল রাতে তোমার নিকট বিদায় লইয়া, নিজ গুহায় আসিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না। ঐ সকল কথাই কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা যাহা, তাহা তোমার নিকট বলি শুন—তার পর, তোমার যাহা মত হইবে, সেইরূপই আমরা করিব। এ দেশে আমরা বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাদের বিবাহ প্রথা হইতে আমাদের তিব্বতীয় প্রথা বিভিন্ন; সুতরাং আমাদের বিবাহের পুরোহিত কাংপাচেন গ্রামে মিলিবে না। কোনও বৌদ্ধমঠে গিয়া আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইবে। এখান হইতে উত্তরে, দুই দিনের পথে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহার নাম ওয়ালং। সেখানে অনেকগুলি লামা বাস করেন। আমার ইচ্ছা, দুজনে সেইখানে গিয়াই বিবাহ করিয়া আসিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল। আমরা দার্জ্জিলিঙ অথবা কলিকাতায় গিয়া বিবাহ করিব কি?"

কিশোরী বলিল, "না নিনা—সে অনেক দূরের পথ—সে দরকার নাই। ঐ ওয়ালং মঠে গিয়া বিবাহ করাই ভাল। কিন্তু একটা কথা আছে। অন্যান্য লামাগণ যেমন চেলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মঠের উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তোমার পিতা তাহা করেন নাই—তোমাকেই নিজ উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বহু ধনরত্ন ঐ মঠে লুকানো আছে, তাহা যদি অন্যান্য লামারা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহারা, আমার সহিত তোমার বিবাহে কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

নিনা বলিল, "তা বোধ হয় করিবে না। তা ছাড়া বহু ধনরত্নের কথা অন্যে কিরূপেই বা জানিবে? পূর্ব্বগত লামারা মৃত্যু আসন্ন হইলে, উত্তরাধিকারী চেলাকে অতি গোপনে বলিয়া যাইতেন। এই লামাগণের ধনশালিতার কোনও ভড়ং বা গর্ব্ব ছিল না, তদনুরূপ ব্যয়বাহুল্য বা ধুমধাম কিছুই ছিল না—ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন—বাহিরের লোকে জানিবে কিরূপে? জানিলে আমি একা স্ত্রীলোক এতদিন কি ও সমস্ত রক্ষা করিতে পারিতাম?"

কিশোরী বলিল, "তবে ওয়ালং মঠেই যাওয়া যাক চল। কবে আমরা যাইব বল দেখি? আমাদের মিলনে বেশী আর দেরী করিয়া কায নাই—কি বল?"—বলিয়া কিশোরী নিনার হাতটি ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল।

নিনা, বিনা আপত্তিতে, কিশোরীর দেহলগ্ন হইয়া তাহার স্কন্ধে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "বেশ, চল কালই আমরা যাত্রা করি। ফাইলিংদের তাঁবু হইতে ফিরিয়া, আহারাদির পর, আমি একবার কাংপাচেন গ্রামে যাইব—দুটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিব। ভাল ঘোড়া হইবে না—কায চলা মত হইবে। কিনিব না, ভাড়া করিয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি আবার তোমায় কাংপাচেন গ্রামে যাইতে হয়, তবে এখানে বসিয়া আর দেরী করা উচিত নয়, আমরা উঠি চল,—সাহেবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র সংগ্রহ।

দুইজনে উঠিল। নিনার চুলের ফুলটি পড়িয়া গিয়াছিল, কিশোরী আর একটি তুলিয়া তার কবরীতে পরাইয়া দিয়া, পূর্ব্বেরটি নিজ আলখাল্লার বুকে গুঁজিয়া লইল!

নামিতে নামিতে নিম্নে অধিত্যকায় ছাউনির দৃশ্যটি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ছাউনির সন্নিকটে ইহারা পৌঁছিলে, দেখা গেল, কিশোরীর পূর্ব্ব পরিচিত সেই রটেনহ্যাম সাহেব, পাইপ মুখে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা-দিগকে দেখিয়া সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং ইংরাজী ভাষায় "হেল্লো লামা, আসিয়াছ? বড় খুসী হইলাম।"—বলিয়া নিজ কর প্রসারণ করিয়া দিল। করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "এই মহিলাটি কে?"

কিশোরী বলিল, "ইনি পরলোকগত জোংপা লামার কন্যা এবং আমার বাগ্দত্তা বধূ।"

সাহেব নিনার দিকে চাহিয়া শিরোনমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের দুটিকে মানাইয়াছে ভাল। তা, ইনিও কি ইংরাজী কহেন?"

কিশোরী বলিল, "না, ইনি তিব্বতীয় ভাষা কহিয়া থাকেন।"

"তবে আপনি ইঁহাকে বলুন, ইনি আসাতে আমরা বড়ই খুসী হইয়াছি; কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোনও আত্মীয় মহিলা আমাদের সঙ্গে নাই।"

কিশোরী নিনাকে সাহেবের কথাগুলি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর সাহেবের আহ্বানে, দুইজনে প্রধান তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইল। তাম্বুর সম্মুখে বৃক্ষতলে ক্যাম্প টেবিলের উপর চা প্রভৃতি সরঞ্জাম বিস্তৃত ছিল। অপর দুইজন সাহেব আসিলে, রটেনহ্যাম সকলের পরিচয় সম্পাদন করিয়া দিল। অতিথিদ্বয়কে চা রুটি মাখন প্রভৃতি পরিবেষণ করিয়া দিয়া রটেনহ্যাম তিব্বৎ দেশ সম্বন্ধে কিশোরীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিশোরী কতক বা নিনার নিকট জানিয়া লইয়া, কতক বা পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে, কতক বা নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, সে সকলের উত্তর দিতে লাগিল।

চা পান শেষ হইলে কিশোরী সাহেবদিগকে বলিল, "আপনাদের সঙ্গে পুরাতন সংবাদ পত্রাদি আছে কি? বহুদিন আমি দার্জ্জিলিঙ যাইতে পারি নাই—বাহিরের পৃথিবীর কোনও খবরই পাই না।"

রটেনহ্যাম বলিল, "বেশী নাই, কিছু কিছু আছে। দার্জ্জিলিঙে আমাদের অবস্থানকালে যে কাগজগুলি পাইয়াছিলাম, তাহার কতক আমাদের সঙ্গে আছে বটে, তবে প্রায়ই সেগুলি জিনিষপত্রের গায়ে জড়ান আছে। আচ্ছা, আমি খানকতক খুঁজিয়া তোমাকে দিব এখন।"

সাহেবেরা একে একে উঠিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে রটেনহ্যাম

ফিরিয়া আসিয়া খানকতক খবরের কাগজ কিশোরীর হাতে দিলেন। কিশোরী বলিল, "এগুলি আমি কি লইয়া যাইতে পারি? পড়িয়া আজ বিকালেই আমার লোক দিয়া ফেরৎ পাঠাইব।"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, খবরের কাগজগুলি লইয়া নিনা সহ কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল।

অবরোহণ যত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল, আরোহণ অবশ্যই তদ্রূপ হইল না; তবে নিনার সুমধুর সাহচর্য্য ও তাহার অনায়াস ক্ষিপ্রগতির দৃষ্টান্ত, কিশোরীকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পথক্লেশ বহু পরিমাণে বিদূরিত করিতে লাগিল। মাঝে একবার থামিয়া নিনা বলিল, "একে তোমার অনভ্যাস, তাহাতে আবার রোগে দেহ দুর্ব্বল; তোমার বড় কষ্ট হইতেছে! একটু বসিবে?"

কিশোরী বলিল, "বসিব। চল সেই রিংচেন কুঞ্জে আবার বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিব।"

কিশোরী থামিল না—তবে তাহার গতি ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সে পূর্ব্বোক্ত ফুলের ঝোপগুলির নিকটবর্ত্তী হইল। পাকদণ্ডি (গিরিপথ) ছাড়িয়া সেই ঝোপের মধ্যে আবার দুইজনে গিয়া বসিল। বাক্য বিনিময়ের ক্ষমতা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের কাহারও রহিল না—পরস্পরের মুখ পানে চাহিয়া, সুখের হাসি হাসিয়া, কথা কহিবার সাধ তাহারা মিটাইল।

নিনা অবশেষে বলিল, "ঐ কাগজগুলি তুমি আনিলে, ওগুলি কি?"

খবরের কাগজ যে ব্যাপারটা কি, কি প্রকারে তাহা তৈয়ারী হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়, তাহা কিশোরী সংক্ষেপে নিনাকে বুঝাইয়া দিল। নিনা কাগজগুলি হাতে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল; শেষে বলিল, "তুমি যে যে ভাষা জান, সে সকল তুমি ক্রমে আমাকে শিখাইয়া দিও। তুমি যেখানে যাইতে পার আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা মনে হইলে, দাম্পত্য-সম্বন্ধে আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।"

কিশোরী বলিল, "শিখাইব বৈকি নিনা—আমি যাহা জানি সমস্তই তোমায় শিখাইয়া দিব। প্রথমে আমার মাতৃভাষা বাঙ্গালা তোমায় শিখাইব। তোমার তিব্বতীয় ভাষা আমি অল্প শিখিয়াছি বটে—আরও অনেক শিখিতে এখন বাকী—তুমি আমায় তাহা শিখাইয়া দিবে—কেমন ?"

মুক্ত আকাশের নীল-চন্দ্রাতপ তলে, সেই রিংচেন-সৌরভে আমোদিত নির্জ্জন কুঞ্জবিতান মধ্যে বসিয়া এই তরুণ তরুণী প্রায় একঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিল; এবং সমস্ত ক্ষণই যে "খালি লেখাপড়ার কথা" কহিয়াই কাটাইল, এমত বলা যায় না। তবে সে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে।

সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও বিগতক্লম হইয়া, নিনার বাহু কিশোরী নিজ নিজ বাহুতে শৃঙ্খলিত করিয়া কুঞ্জবিতান হইতে বাহির হইল, এবং পাকদণ্ডির পথে পৌঁছিয়া, আবার পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিল।

মঠে পৌঁছিয়া, উভয়ে দেখিল, ইতিমধ্যে ফুরচিং পাকাদি সম্পন্ন

করিয়া বসিয়া আছে। উভয়েই অত্যন্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, দুইজনে খাইতে বসিল।

আহারান্তে নিনা ঘোড়া সংগ্রহের জন্য গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় কিশোরীকে আড়ালে বলিল, "ঐ ফুরচিংকে তুমি কি আমাদের বিবাহের কথা বলিয়াছ ?"

"না, বলি নাই।"

"এইবার তবে বল। কারণ, ইহাকে মঠ রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া আমরা দুইজনে কল্য প্রাতে ওয়ালং যাত্রা করিব।"

"আচ্ছা, তা বলিব।"

নিনা চলিয়া গেলে, শয়ন গুহায় কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়া কিশোরী সংবাদপত্রগুলি খুলিল। দেখিল, সেগুলির তারিখ, তাহার দারজ্জিলিং পরিত্যাগের সপ্তাহ কাল পরে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুইখানি "দার্জ্জিলিং ভিজিটর" নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক, বাকীগুলি কলিকাতার ষ্টেটসম্যান, ইংলিসম্যান প্রভৃতি। কিশোরী প্রথমে "দার্জ্জিলিং ভিজিটর" খানির পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করিল। ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে দেখিল, সপ্তাহ মধ্যে দার্জ্জিলিঙে যাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক স্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা মুদ্রিত রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে কিশোরী দেখিল, পরিত্যাগ-কারীদের মধ্যে "মিসেস্ ঘোষ, মিস্ ঘোষ এবং মিস্ বীণা ঘোষ" প্রভৃতি নামগুলি রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিল, ইঁহারা কলিকাতা

ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, মল্লিক সাহেবের নাম ত এই তালিকামধ্যে নাই।

বহুদিন পরে এইভাবে সত্যবালার নামোল্লেখে, কিশোরীর বুকটার ভিতর যেন অাঁটিয়া ধরিল—উহা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া ভিজিটরখানির পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিল। স্থানীয় সংবাদ স্তম্ভে দেখিল—

"রঙ্গপুরের ছুটিপ্রাপ্ত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মল্লিকের পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যালকাটা রোডের নিম্নে খদমধ্যে আহত ও অচেতন অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। সম্প্রতি সে আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া, তাহার প্রভু মল্লিকের কর্ম্মে পুনরায় বাহাল হইয়াছে, এবং যে বাঙ্গালী বাবু তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াদিয়াছিল, তাহার নামে ডেপুটী কমিশনরের আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। আসামীর এ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

ইহা ছাড়া, এ বিষয়ে আর কোনও সংবাদ কোনও কাগজে নাই। পড়িয়া কিশোরী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—যাক্, মানুষ খুনের মহাপাপ হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার নালিশ করিয়াছে?—তা সে করুক!

কিশোরী চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—"আর হয় না! আর হয় না! কয়েকদিন পূর্ব্বে এ সংবাদটি পাইলে, আমি দার্জ্জিলিঙে ফিরিয়া যাইতাম; টাকা কড়ি দিয়া মংলুর সঙ্গে মিটমাট করিয়া, মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে তাহাকে সম্মত করিতাম, এবং—"এবং" ভাবিয়া আর ফল কি! যে কর্ম্মজালে নিজেকে জড়াইয়াছি, তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই। উপায় থাকিলেও তাহা করা ধর্ম্মসঙ্গত হইত কি না সন্দেহ!—যাহা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নই থাকিয়া যাক্!—আর কেন?"

অতঃপর কিশোরী কিছুক্ষণ দিবানিদ্রার চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়া বসিল। ফুরচিংকে ডাকিয়া খবরের কাগজগুলি সাহেবদের তাম্বুতে দিয়া আসিতে বলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিনা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দুইটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ হইয়াছে, কল্য পূর্ব্বাহ্নকালে সে দুটি এখানে আনীত হইবে। ফুরচিং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেবেরা তাহাকে মাসে ৫০৲ টাকা বেতন ও খোরাকে চাকরি দিতে চায়, নাঙ্গালামার এখন ত আর তাহাকে বিশেষ প্রয়োজন নাই—অনুমতি পাইলে ইত্যাদি।

নাঙ্গালামা তৎক্ষণাৎ অনুমতি ও পরদিন প্রাতে তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। ফুরচিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে টাটু দুইটি আসিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইয়া, গুহাদ্বারগুলিতে তালাবন্ধ করিয়া, অশ্বারোহণে দুইজনে ওয়ালং মঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ওয়ালং যাত্রা।

প্রথমটা অনেকখানি উৎরাই। নিনা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে—অল্প ব্যবধানে কিশোরীর টাটু। দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক নামিবার পর, তাহারা একটি গিরিনদীর নিকট আসিয়া পৌছিল। নিনা টাটু হইতে নামিয়া, কিশোরীকে বলিল, "এখানে একটু বিশ্রাম করিবে?" কিশোরীও নামিয়া, অশ্বদ্বয়কে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া বলিল, "আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে—একটু জল খাইব।"—বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠ লম্বিত থলিটি হইতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত জলপাত্র বাহির করিয়া আনিল। তাহার সেই চামড়ার ব্যাগ, কিংবা এনামেলের গ্লাসটি, ইচ্ছা পূর্ব্বকই সঙ্গে লওয়া হয় নাই—কারণ সে সব দেখিলে, অন্য লোকের মনে কিশোরীর জাতি সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে।

নদীটি খরস্রোতা। জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শীতল। উভয়ে জল পান করিয়া, নদী সন্নিকটে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিল। নিনা পূর্ব্বদিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ যেখানে নদীটি বাঁকিয়াছে, উপরে পাহাড়, নীচে জঙ্গল, ঐ স্থানের নাম কি জান?"

"কি?"

"ওখানটার নাম টং-শং-ফুগ্—অর্থাৎ হাজার খুনের স্থান।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "হাজার খুন! কে করিল?"

"করিয়াছিল একজন স্ত্রীলোক—রাণী। এ সকল স্থান তখন নেপালের মগরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রবাদ এই যে, তিব্বৎ হইতে শার্পাগণ আসিয়া এই কাংপাচেন অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তাহাদিগকে কিরাতও বলিত। মগরদের রাজা, এই কিরাতগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন, নানাবিধ রাজস্ব আদায়ের অছিলায় তাহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেন। সেই কারণে, এ অঞ্চলের প্রজারা সেই রাজার উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রাজা কোনও সময়ে, কাংপাচেন পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; এই সুযোগে, শার্পা অথবা কিরাতগণ, ষড়যন্ত্র করিয়া, অনুচরবর্গ সহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, রাজা ফিরিতেছেন না—দেখিয়া রাণী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনুসন্ধান জন্ত চর পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা কোথায় বা তাঁহার কি হইল, কেহই কোনও সংবাদ আনিতে পারিল না। অবশেষে রাণী নিজে বাহির হইলেন। রাপাচান নামক নদী পার হইবার সময়ে দেখিলেন, তীরলগ্ন একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, স্রোতের বেগে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে বহু সংখ্যক মাছি উড়িয়া বাহির হইতেছে। রাণীর আদেশে সেই স্থান খনন করা হইলে, রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়িল। কাংপাচেনের কিরাতগণই যে তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে রাণী কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন

না। রাজার শব নিজ দেশে লইয়া গিয়া, মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। স্বামীর স্থানে তিনিই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, সমস্ত কাংপাচেনবাসীকে তিনি এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজধানীতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া, নদীর বাঁকের ঐ স্থানটি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এক হাজার কিরাত ও কিরাতিনী ঐ স্থানে সমবেত হইল। খাদ্যসম্ভারের সহিত, জালা জালা মদ আনা হইয়াছিল। সেই মদে, তীব্র বিষ মিশ্রিত ছিল। সেই হাজার কিরাত, এই মদ্য পান করিয়া সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম হইয়াছে টং-শং-ফুগ—হাজার খুনের স্থান।"

এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া কিশোরী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর কি হইল?"

নিনা বলিল, "ক্রমে এই হত্যা সংবাদ তিব্বতে পৌঁছিল। তিব্বতরাজ, মগর রাণীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেবার রাণীই জয়লাভ করেন। কিন্তু পরে, তিব্বতীয়গণ কাংপাচেন প্রদেশ, মগরদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল।"

কিশোরী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। বলিল, "চল, এখানে আর অধিক বিলম্ব করিয়া কায নাই। সন্ধ্যার মধ্যে আমাদিগকে গ্যাংডিং গোম্বায় পৌঁছিতে হইবে ত?"

দুইদিনের পথ—তৎপূর্ব্বেই পরামর্শ হইয়াছিল, গ্যাংডিং গোম্বায় বা মঠে আশ্রয় লইয়া রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। উভয়ে তখন

উঠিয়া, অশ্বারোহণে নদীর তীরে তীরে পশ্চিমাভিমুখে চলিল। যদিও 'চড়াই' কিন্তু বেশী কষ্টদায়ক পথ নহে। কখনও নদীর উভয় তীরে, কখনও একদিকে মাত্র, পাহাড় জঙ্গল দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে কৃষকেরা হল চালন করিতেছে। নিনা বলিল, এই সকল ক্ষেতে যব, গম, সরিষা প্রভৃতি জন্মায়, আর এই সকল পাহাড়ে বন্য মেষ থাকে; কস্তূরী হরিণও থাকে, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, মাঝে মাঝে বায়ুতে কস্তূরীর গন্ধ অনুভূত হইবে।

ঘণ্টা দুই চলিবার পর, নদীতীরবর্ত্তী জঙ্গলের প্রান্তে একটি রমণীয় স্থান দেখিয়া, উভয়ে সেই স্থানে বিশ্রাম করিবার পরামর্শ করিল। ক্ষুধায় দু'জনেই কাতর হইয়াছিল। অশ্বদ্বয়কে একটি তৃণবহুল স্থানে বাঁধিয়া প্রথমে তাহারা নদীর জলে মুখ হাত ধুইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সেই পথে দুইজন কৃষক যাইতেছিল, নিনা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, স্যাংডিং গোম্বা তথা হইতে আরও দুই ঘণ্টার পথে অবস্থিত। সুতরাং অধিক কালক্ষেপ না করিয়া, আবার তাহারা অশ্বারোহণ করিল।

স্যাংডিং গোম্বার নিকটবর্ত্তী হইতে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। গোম্বাটি নদী তীর হইতে কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। নিনা বলিল, "ঐ গোম্বায় কয়েকজন লামা থাকেন, আমার বাপের নাম শুনিলে তাঁহারা হয়ত চিনিয়া ফেলিবেন সুতরাং ওখানে গিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া হইবে না। শুধু বলিব,

আমরা ওয়ালং মঠে যাইতেছি, রাত্রিটার জন্য আশ্রয় চাই। যত গুহা ওখানে আছে, তত লামা নাই শুনিয়াছি—সুতরাং স্থানের অভাব হইবে না।”

কিশোরী বলিল, “আত্মপরিচয় দিবে না বলিতেছ, কিন্তু যদি উহারা জিজ্ঞাসা করে আমি তোমার কে?”

“সে ত জিজ্ঞাসা করিবেই। লামারা না করুক, আনীরা ত করিবেই। তখন পরিচয় মাত্র গোপন করিয়া, প্রকৃত কথাই বলিতে হইবে—আমরা বিবাহিত হইবার জন্য ওয়ালং মঠে যাইতেছি।”

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, “আনী কি?”

নিনা বলিল, “মঠে কোন কোন লামার আনী থাকে, তাহা কি তুমি শোন নাই?”

কিশোরী বলিল, “না, শুনি নাই ত! আনী কি? শিষ্য? চেলা?”

নিনা মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “না। অবিবাহিতা স্ত্রী।”

ক্রমে তাহারা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়টি অধিক উচ্চ নহে,—অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাহারা সেখানে পৌছিতে পারিল। মঠের সম্মুখে কয়েকজন স্ত্রীলোক (আনী) দেখা গেল। কেহ কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ শিশু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, কেহ বা উদূখলে শস্য চূর্ণ করিতে ব্যস্ত। নিনা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই মঠের প্রধান লামা কোথায়?”

একজন আনী বলিল, “প্রধান ও অন্য অন্য লামাগণ এখন

কাহ্গিয়র পাঠে নিযুক্ত আছেন—সন্ধ্যার পর তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবে।”

“প্রধান লামার কোন আনী আছেন কি?”

উক্তিকারিণী একজন প্রৌঢ়া রমণীকে সসম্ভ্রমে দেখাইয়া বলিল, “উনিই প্রধান লামার আনী।”

নিনা তাঁহার নিকট নিজ প্রার্থনা জানাইল। তিনি খুটিনাটি করিয়া নিনাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে সকলের সদুত্তর পাইয়া অবশেষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “ঐ দিকে কয়েকটা খালি গোম্বা (গুহা) আছে—তোমার লোকটিকে বল, একটি নির্ব্বাচিত করিয়া লউক; আমার দাসী যে গোম্বায় শয়ন করে. তোমার স্থান সেই খানেই হইতে পারিবে।”—বলিয়া তিনি দাসীকে ডাকিয়া, অতিথি সৎকারের আদেশ প্রদান করিলেন।

কিশোরী টাটু দুইটিকে ঘাস দানা দিয়া, তাহাদিগকে এক একটি গুহায় বাঁধিয়া রাখিল। লামাগণ শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া, অতিথিযুগলের আগমন সংবাদ পাইলেন, এবং তাহাদের পরিচর্য্যার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া, ও বিষয়ে আর কোনও তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, লামাগণ প্রদত্ত যবের রুটি ও ডিম সিদ্ধ আহার এবং চা পান করিয়া, মঠে কিঞ্চিৎ “প্রণামী” দিয়া, নিনা ও কিশোরী পুনরায় যাত্রা করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শুভ বিবাহ।

সেদিন ওয়ালং মঠে পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

ওয়ালং একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মঠ এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্ব ধান মঠ। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাত্রে মঠটি স্থাপিত। ভয়ে উপৌছিয়া, প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তাহারা জানাইল, কল্য প্রাতে ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে না। তবে আতিথ্যের কোনও ক্রটি হইল না।

পরদিন প্রায় আটটার সময় কিশোরী ও নিনা উভয়ে গিয়া প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বিবাহিত হইবার প্রার্থনা জানাইল। ইঁহার নিকট কিশোরীর প্রকৃত পরিচয়ই দেওয়া হইল। খাস তিব্বতীয় ব্যক্তির নিকট, তিব্বতীয় বলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা বৃথা হইত।

লামা মহাশয়ের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার অঙ্গে রক্তবর্ণ পশমী পরিচ্ছদ, দুই কাণে দুইটী সোণার মাকড়ি। তাঁহার কথা-বার্ত্তা শুনিয়া—কতক নিজে বুঝিয়া, কতক নিনার নিকট জানিয়া—কিশোরী বুঝিতে পারিল, লামা মহাশয় এই সুদূর হিমালয় বক্ষে বাস করিয়াও, পৃথিবীর অনেক সংবাদ রাখেন। নিনা, কাংপা-চেনের ভূতপূর্ব্ব লামার আনী-গর্ভজাতা কন্যা শুনিয়া লামা মহাশয়

তাহাকে সমাদর করিলেন। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত হিন্দু সন্তান? হিন্দুধর্ম্মই ত তুমি মান?"

কিশোরী নিনার নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, তিব্বতীয়গণ মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান নাই;—বৌদ্ধ কন্যার সহিত হিন্দু বরের বিবাহে কিছুমাত্র বাধা নাই। সুতরাং সে নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "আমি হিন্দু।"

"হিন্দু মতে বিবাহ হইলে, তোমার মনে এ কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে পবিত্র ভাবটি জাগিত, বুদ্ধদেবের নামে শপথ করিয়া, বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলে, সেইরূপ পবিত্র ভাব জাগিবে কি?"

কিশোরী বলিল, "নিশ্চয়ই জাগিবে, কারণ বুদ্ধদেবকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করি।"

লামা বলিলেন, "উত্তম কথা। অদ্যই আমি, শুভদিন স্থির করিয়া দিব। তোমাদের কাহারও পিতা জীবিত নাই বলিতেছ। বর, কন্যাকে 'রিণ' স্বরূপ কত টাকা দিবেন, তাহা তোমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লইয়াছ ত?"

নিনা বলিল, "সে সব আমরা ঠিক করিয়াছি।"

লামা বলিলেন, "নিনা, তুমি অবশ্যই অবগত আছ, তিব্বতীয় প্রথা অনুসারে, বিবাহের পূর্ব্বে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে একদিন এবং বিবাহের পর স্বজন বন্ধু ও গ্রামবাসিগণকে তিন দিন, ভোজ দিয়া থাকেন। তোমার বর, এ কার্য্যের জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন জানিতে পারিলে, তদনুসারে ব্যবস্থা হইতে পারে।"

নিনা বলিল, "বরপক্ষ কন্যাপক্ষ আর কৈ বাবা? বরপক্ষের মধ্যে উনি, কন্যাপক্ষের মধ্যে আমি।"

লামা হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? উপস্থিত ক্ষেত্রে এই মঠের লামাগণ বরপক্ষ এবং আনীগণ কন্যাপক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।"

নিনা জানিত, ওয়ালংএর বৃহৎ মঠে আসিয়া বিবাহ করিতে হইলে, এই বাবদ বিলক্ষণ "বায়ভূষণ" আছে, সুতরাং সে অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিল। বলিল, "আমার বর, ভোজের জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।"

লামা কহিলেন, "উত্তম। কিন্তু ও টাকায় চারি দিন ভোজ হইবে না, দুই দিন হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন, এবং বিবাহের দিন। দুই দিন হইলেই চলিবে। এখন তোমরা যাও, আনন্দ কর। অদ্যই আমি শুভদিন স্থির করিয়া, ও বেলা তোমাদের জানাইব। এ মঠে তোমাদের পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি হইতেছে না ত?"

নিনা বলিল, "না বাবা, আমরা বেশ সুখে আছি।"—বলিয়া দুইজনে লামা মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

উভয়ে তখন মঠ হইতে বাহির হইয়া, মনের সুখে গল্প করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া, ভোজনাদির পর স্ব স্ব গুহায় বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিল। বিকালে সংবাদ পাইল, পঞ্চম দিনের

পূর্ব্বে শুভদিন নাই—লামা ঐ দিন বিবাহের জন্য স্থির করিয়াছেন।

শুনিয়া নিনা কিশোরীকে একান্তে লইয়া বলিল, "ভোজের ব্যয় ৩০০৲ টাকা তুমি আজই গিয়া লামাকে দিয়া আইস। উহারা সব যোগাড়যন্ত্র করিবে, মদ চোয়াইবে, তাহাতে সময় লাগিবে কিনা!"—কিশোরী তখনই গিয়া প্রধান লামার হস্তে টাকাগুলি দিয়া আসিল।

ওয়ালং এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে, অন্যান্য লামাগণ ভারে ভারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। বড় বড় বকযন্ত্রের সাহায্যে সুরা প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। আনীগণ, নিনাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্কা, তাহারা নির্জ্জন পাইলেই কৌতুহল বশতঃ তাহাকে কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল। "বরের সঙ্গে কোথা দেখা হল? কি করে' ভাব হল? কত দিনের ভাব? বর কেমন ভালবাসে?" ইত্যাদি। নারী চরিত্র সর্ব্বত্রই একরূপ—তা সে কৌচ কেদারা ছবি আয়না সমন্বিত বিদ্যুৎ-আলোকিত গৃহে, বিজলী পাখার নিম্নেই হউক, আর হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে, পাষাণে খোদিত আদিম যুগোপযোগী গুহা মধ্যেই হউক।

চতুর্থ দিনে, মহা সমারোহে ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। নিনা ও কিশোরী তাহাদের মধ্যস্থলে পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিল, কিন্তু তাহাদের উপরোধ সত্ত্বেও, সুরাপান করিতে সম্মত হইল না।

অবশেষে বিবাহ-দিনের প্রভাত আসিয়া, হাসিয়া দেখা দিল।

বেলা এগারটায় লগ্ন। আনীগণ নিনাকে লইয়া কনে' সাজাইতে বসিয়া গেল। যুবক লামাগণ, কিশোরীর তত্ত্বাবধানে রত হইল।

যথা সময়ে, দুইটি বেদিকার উপর বরকন্যাকে বসাইয়া, প্রধান লামা স্বয়ং পুরোহিতের আসনে উপবেশন করিলেন। লামাগণের সমবেত স্বরে, "ওম্ মণিপদ্মী হুম্"—শব্দে পর্ব্বতগাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্তোত্রপাঠ মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়াকলাপ শেষ করিতে প্রায় অপরাহ্ণকাল উপস্থিত হইল। বরবধূ প্রবীণ লামাগণের পদতলে প্রণত হইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। আহারাদি আরম্ভ হইতে বেলা প্রায় ঢলিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর অবধি অনেকক্ষণ ভোজের উৎসব চলিল। আনন্দ রোলের অন্ত নাই।

এ দিনেও ভোজের সময় এতক্ষণ নিনা বা কিশোরী সুরা স্পর্শ করে নাই। শেষের দিকে কয়েকজন আনী, এ বিষয়ে উভয়কে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বলিল, "খাও। যে দিনের যে নিয়ম, তাহা ত পালন করা চাই—নহিলে অকল্যাণ হইবে!" অবশেষে কিশোরী, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ হিসাবে কিঞ্চিৎ মাত্র পান করিল, নিনাও তাহার প্রসাদ পাইল।

অবশেষে আনীগণ বর কন্যাকে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গুহা-কক্ষে লইয়া গেল। এই কক্ষটি সুপরিসর। রৌপ্য নির্ম্মিত দীপাধারের উপর সুবর্ণের প্রদীপে গন্ধ তৈল জ্বলিতেছিল। গাঢ় লোহিতবর্ণের রেশমী বস্ত্রে গুহাগাত্র সমাবৃত—উপর প্রান্ত ব্যাপিয়া,

গোলাপী রেশমের ঝালর ঝুলিতেছে। শয্যার প্রচ্ছদবস্ত্রও রেশমী, উপাধান ছুইটি সুকোমল মখমলে মণ্ডিত।

আনীগণ নানারূপ হাস্য-পরিহাসে গুহাখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নবদম্পতীকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া, তাহারা সকলে প্রস্থান করিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া কিশোরী বলিল, "এ যে রাজপুত্রের বাসর ঘরের মত করিয়া সজ্জিত হইয়াছে!"

নিনা বলিল, "এ মঠের প্রধান লামা রাজতুল্যই ধনবান।"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পানান্তে নিনা ও কিশোরী প্রধান লামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। লামা তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়া স্নেহগর্ভ স্বরে কয়টি উপদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তোমার নববধূকে লইয়া এখন হিন্দুস্থানে ফিরিয়া যাইবে?"

কিশোরী বলিল, "এখন কিছুদিন আমরা কাংপাচেনেই বাস করিব। পরে কি করিব, তাহা এখনও আমরা স্থির করি নাই।"

কিশোরী লামাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে পাঁচটি মোহর রাখিয়া দিল। নিনা ছুইটি মোহর দিয়া প্রণাম করিল। তার পর অন্যান্য লামা ও আনীগণের নিকট বিদায় লইয়া তাহারা অশ্বারোহণে যাত্রা করিল। সে রাত্রি স্যাংডিং গোম্বায় বিশ্রাম করিয়া, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাংপাচেনে আসিয়া পৌছিল।

গৃহে ফিরিয়া, নিনার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "কেন নিনা, এ আনন্দের দিনে চোখে জল ফেলিতেছ কেন?"

নিনা বলিল, "বাবা দেখিলেন না!"

কিশোরী আদর করিয়া নিজ রুমালে নিনার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।"

উপসংহার

মল্লিক সাহেব সেই রাত্রেই ভৃত্য মুখে থানায় খুনের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়া যখন সাক্ষিগণের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় দুইজন পাহাড়ী মংলুর আহত দেহ খাটিয়াই বহন করিয়া মল্লিক সাহেবের বাঙ্গালায় লইয়া আসে। সকলেই দেখিল মংলু মরে নাই—আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে—প্রশ্ন করিলে ২।১টি কথায় উত্তরও দিতেছে। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া কিশোরীকে গেরেপ্তার করিবার জন্য স্যানিটিরিয়মে গিয়া দেখিলেন, আসামী "রূপোস"। ট্রেণের সময় প্ল্যাটফর্ম্মে খোঁজা হইল; যদি হাঁটাপথে সিলিগুড়ি অভিমুখে গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া কার্ট রোডে অশ্বারোহী কনেষ্টবল পাঠানো হইল; কার্সিয়ং, সিলিগুড়িতে তার করা হইল, কিন্তু কোথাও আসামীর খোঁজ মিলিল না। অবশেষে কলিকাতার পুলিস কমিশনরকে তার করিয়া দিয়া, দার্জ্জিলিঙ পুলিস বিষয়ান্তরে মন দিলেন। এদিকে হাঁসপাতালে মংলুও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে সত্যবালা ছাড়া, ঘোষ ভিলার অপর কেহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রাতে গোলমালটা হইলে, সত্যবালা তার মাকে সমস্তই খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ঘোষ গৃহিণী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মাতার সম্মতিক্রমে, বেলা দশটার সময়

সত্যবালা সঙ্গে দ্বারবান লইয়া স্যানিটেরিয়মে গিয়া, কিশোরীর হিসাব মিটাইয়া দিয়া তাহার বাক্স বিছানা ও কুকুরটিকে বাড়ী লইয়া আসিল।

ইহার এক সপ্তাহ পরে, ঘোষ গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে লইয়া দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিলেন। মল্লিক সাহেবের তখনও ছুটী রহিয়াছে, তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঘোষগৃহিণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কলকাতায় যেতে চাচ্চ, চল; কিন্তু এখন কিছুদিন সতীর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল, বাবা। যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তাতে ওর মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় তুমি ওকে পীড়াপীড়ি করলে হিতে বিপরীত হতে পারে; হয়ত ওর মন তোমার প্রতি চিরদিনের জন্যে বেঁকেও বসবে। তার চেয়ে ওকে এখন ধীরে সুস্থে সামলে উঠতে দেওয়াই ভাল। কিছুদিন বাদে, ওসব ওর মন থেকে মুছে-টুছে গেলে তুমি আবার চেষ্টা করলে তখন হয়ত ভাল ফল হতেও পারে।"

আসলে মল্লিককে জামাতা করিবার স্পৃহা ঘোষ গৃহিণীর আর ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন সত্যবালা ও মল্লিকের চরিত্রগত পার্থক্য এত বেশী যে, বিবাহ হইলে উহারা পরস্পরকে লইয়া সুখী হইবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। উহাদের রুচি বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন—বিভিন্ন কেন, বিপরীতও বলা যাইতে পারে। কিশোরীর সঙ্গে সকল বিষয়ে সতীর যেমন মিশটি খাইয়াছিল, মল্লীক যদি মাঝে পড়িয়া এই গণ্ডগোলটা না বাধাইত,

তবে হয়ত সময়ে তিনি স্বামীকে সম্মত করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিতেন। সেই কারণে মল্লিকের প্রতি তাঁহার মন বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে তিনি বুদ্ধিমতী রমণী, স্পষ্ট কথা কিছু না বলিয়া স্তোকবাক্যে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা বেহায়া পুরুষ মানুষ কিন্তু! দেখ্‌ছিস যে ও আর-একজন-গত প্রাণ, তার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত—তোর ছায়া পর্য্যন্ত সে মাড়াতে চায় না—তবু তার প্রাণের কাল হয়ে তার পিছনে লেগে থাকবি?"

মল্লিক সাহেব, দার্জ্জিলিঙেই রহিয়া গেলেন।

কিশোরী, সত্যবালাকে বলিয়া গিয়াছিল, বৎসর খানেক পরে, এ সব গোলমাল চুকিয়া গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। কলিকাতায় গিয়া সতী আশা করিতে লাগিল, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই সে কিশোরীর পত্র পাইবে। পিতার নিকট সে শুনিয়াছিল, কিশোরীর অপরাধ, বড় জোর "গুরুতর জখম উৎপন্ন করা"—এই ধারা আপোষে মিটমাট হইবার বিধান আইনে আছে, কিশোরী ফিরিয়া আসিলে মংলুকে কিছু টাকা দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। —সতী মনে মনে ভাবিত, কোথায় তিনি তাও জানি না; কেমন করিয়াই বা এ সংবাদ তাঁহাকে দিব? যদি কোনও চিঠি আসে, কোথায় তিনি যদি জানিতে পারি, তবে সংবাদ দিতে পারি।—চিঠির আশায় আশায় সতী এক বৎসর যাপন করিল চিঠিও আসিল না, কিশোরীও ফিরিল না।

দ্বিতীয় বৎসর সতী আশা করিতে লাগিল, এ বৎসর হয় তিনি ফিরিয়া আসিবেন, নয় নিশ্চয়ই তাঁহার একটা সংবাদ পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল—তাহার আশা অপূর্ণ রহিল।

তখন সতী স্থির করিল, কিশোরী আর বাঁচিয়া নাই—পাহাড়ে জঙ্গলে, বিঘোরে সে প্রাণ হারাইয়াছে।

দিবসে সে তাহার পড়াশুনা লইয়া ও গৃহ-কর্ম্ম করিয়া কাটাইয়া দেয়—রাত্রে প্রায়ই বিছানায় শুইয়া খানিকক্ষণ কাঁদে, তারপর ঘুমাইয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে মাঝে সতীর রূপে গুণে, অথবা তাহার পিতার সহায়তার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, মক্কেলহীন অবিবাহিত ব্যারিষ্টার-গণ আসিয়া তাহার সঙ্গে "ভাব" করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়া অন্য শিকারের উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে।

তৃতীয় বৎসর, সতী তার মা-বাপকে বলিল, এমন করিয়া তাহার দিন আর কাটে না—সে একটি মেয়ে স্কুল খুলিয়া কাযে ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা করে; কিছু টাকা চাই।

পিতামাতা, তাঁহাদের বিষাদময়ী কন্যার এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

বালিগঞ্জেই একটী ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া, নিজ সখীদের মধ্যে কয়েকজনকে সহকারিণী করিয়া সতী তাহার স্কুল খুলিয়া বসিল। দুই বৎসর স্কুল চালাইবার পর, ছাত্রী অনেক বাড়িল,

স্কুলের বেশী সুনাম রটিল। কিন্তু এই বৎসর তাহার পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। উইলে দেখা গেল, সতীকে তিনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

প্রথমটা পিতৃশোকে সতী বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মাস খানেক ত সে তাহার স্কুলে পর্য্যন্ত যায় নাই। ক্রমে একটু সামলাইয়া উঠিয়া পিতৃদত্ত টাকা হইতে স্কুলের জন্য একটি বড় বাড়ী ভাড়া করিল, ছাত্রীদের আনিবার ও বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দুইখানি লম্বা গাড়ী (Bus) কিনিল। ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, সতী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিল। এবং আশু বাবুকে ধরিয়া, স্কুলটি বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন করিয়া লইল।

হিন্দু ঘরের বড় বড় মেয়ে যাহাতে অসঙ্কোচে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই স্কুলের নাম হইল "হিন্দুকন্যা পর্দ্দা পাঠশালা।" দ্বারবান ও সহিস কোচম্যানগণ ছাড়া আর কোন পুরুষের তথায় প্রবেশাধিকার রহিল না।

পর বৎসর, সতীর জননীও স্বর্গারোহণ করিলেন। সতী আরও অনেক টাকা হাতে পাইয়া স্কুলের সংলগ্ন বাড়ীটিও ভাড়া লইয়া, মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপনা করিল, এবং নিজেও তথায় বাস করিতে লাগিল। তাহার বোন বীণার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—সে তাহার স্বামিগৃহে গৃহিণী হইয়াছিল।

এইরূপে একটি একটি করিয়া—সুদীর্ঘ কুড়িটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সতী এখন আর যুবতী নাই—তাহার মাথায় কালো চুলের মাঝে মাঝে ২।১ গাছি করিয়া পাকা চুলও দেখা দিয়াছে। সে এখন আর ক্লাসে পড়ায় না; তবে সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করে। তাহার শৃঙ্খলা ও শাসনের গুণে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং বেশ ভালই চলিতেছে।

একদিন সতী স্কুলের আপিস ঘরে বসিয়া আছে, স্কুল তখন বসিয়া গিয়াছে—শিক্ষয়িত্রীগণ স্ব স্ব ক্লাসে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ফটকের বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে সতী দেখিল, একটি মহিলা, অনুমান তাহারই বয়স, একটী ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারবানকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারবান অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আপিস কক্ষ দেখাইয়া দিল। মহিলাটি, মেয়েটির হাত ধরিয়া আপিসের দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে তিব্বতীয় রমণীর পরিচ্ছদ—কিন্তু পায়ে ইংরাজি ধরণের জুতা মোজা আছে। মেয়েটির গায়ে ইংরাজি পোষাক।

সতী ভাবিতে লাগিল, ইনি ইংরাজি জানেন কি না—না জানিলে ইঁহার সহিত কোন্ ভাষায় আলাপ করা সম্ভব হইবে?

মহিলাটি প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন, "নমস্কার। আপনিই কি এই বিদ্যালয়ের—"

ইঁহার মুখে বাঙ্গলা শুনিয়া সতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিল —"হাঁ, আমিই এই বিদ্যালয়ের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বসুন।"— বলিয়া সতী চেয়ার দেখাইয়া দিল।

মহিলাটি বসিলেন। মেয়েটিও অপর একখানি চেয়ারে বসিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি প্রয়োজন?"

মহিলা উত্তর করিলেন, "আমার নাম নিনা নাঙ্গালামা। আমার এই মেয়েটিকে আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে চাই। কিন্তু আমরা বৌদ্ধ—আপনার এ হিন্দুকন্যা পাঠশালা। আমার মেয়েকে নিতে আপনাদের কোনও আপত্তি আছে কি?"

সতী বলিল, "কিছুমাত্র না। বৌদ্ধধর্ম্ম ত হিন্দুধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বুদ্ধদেব আমাদের একজন অবতার।"

"হাঁ তা জানি। বেশ, তাহলে কাল এই সময় এসে মেয়েকে আমি ভর্ত্তি করে দিয়ে যেতে পারি?"

"অবশ্য। বাড়ীতে আপনার মেয়ে কিছু পড়েছে?"

নিনা বলিল, "বল খুকী, তুমি কি পড়ছ; গুরুমাকে বল।"

খুকী বলিল, "আমি এখন দ্বিতীয় ভাগ পড়ি।"

নিনা বলিল, "আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্চেন, এত বড় মেয়ে এখনও দ্বিতীয় ভাগ পড়ে! আসল কথা, আমরা আজ ৩।৪ মাস মাত্র কলকাতায় এসেছি; যেখানে এতদিন আমরা থাকতাম, সেখানে বই কেতাব কিছুই পাওয়া যায় না। এই

কলকাতায় এসে পণ্ডিত রেখে খুকীকে বাঙ্গলা পড়াঁতে সুরু করেছি।"

সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় থাকতেন ?"

আমরা ছিলাম কাংপাচেন—প্রায় তিব্বতের কাছাকাছি। আমার পিতা পূর্ব্বে সেই কাংপাচেন মঠের লামা বা পুরোহিত ছিলেন।"

সতী বলিল, "আপনি ছেলেবেলায় বাঙ্গলা দেশে ছিলেন বুঝি ?"

"না। পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত, আমি নিজের দেশের বাইরে কখনও পাও দিইনি।"

"তবে, এমন সুন্দর বাঙ্গলা আপনি শিখলেন কোথ ?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা আর একদিন আপনাকে আমি জানাবো। এখন ত আমি কলকাতাতেই রইলাম; আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল, আশা করি মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হবে। আমার জীবনের ইতিহাস একটু আশ্চর্য্য রকমের—সব কথাই একদিন আপনাকে বল্‌বো।"

"আপনি এখানে আছেন কোথা ?"

"ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আ..া আছি।"

"সেখানে আর কে কে আছেন ?"

"আমি আর আমার ছেলে মেয়েরা। অমার দুটি ছেলে

একটির বয়স ১৮, আর একটি ১৫। আর এই মেয়েটি—এ সাত বছরে পড়েছে।"

"আপনার স্বামী? তিনি বুঝি দেশেই আছেন?"

নিনা মাথাটি নিচু করিয়া বলিল, "আমি বিধবা। আজ একবৎসর হ'ল আমি বিধবা হয়েছি।"

সতী বলিল, "মাফ করবেন—না জেনে জিজ্ঞাসা করে' আমি আপনার মনে কষ্ট দিলাম।"

নিনা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কষ্ট আর আপনি নূতন কি দিলেন? কষ্ট ত জীবন ভরাই রয়েছে। আচ্ছা, আজ আর আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না—কাল আবার আসবো খুকীকে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাব।"

সতী, নিনার সঙ্গে ফটক অবধি আসিল। নিনা নমস্কার করিয়া ফটকের বাহির হইয়া, গাড়ীতে উঠিল। সতী লক্ষ্য করিল, গাড়ীখানি নিজস্ব—ট্যাক্সি নহে।

আফিস কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সতী এই আশ্চর্য্য মহিলাটির কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একটা সুদূর সম্ভাবনাও তাহার মস্তিষ্কে এই সময় প্রবেশ রিল।

পরদিন সতী অধীর ভাবে এই মহিলার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে আসিয়া, নিনা মেয়েকে যথারীতি ভর্ত্তি করিয়া দিল।

সতী বলিল, "সাড়ে তিনটের সময় ছুটি হবে। আপনি কি মেয়েকে নিয়ে যেতে নিজের গাড়ী পাঠাবেন, না, আমাদের স্কুলের গাড়ীতে ও যাবে ?"

নিনা বলিল, "না, আমি নিজেই এসে মেয়েকে নিয়ে যাব। আর একটা কথা—বলতে সাহস হচ্চে না। আপনিও যদি সেই সময় দয়া করে আমার বাড়ী যান, তবে দুজনে একত্র চা খাওয়া যায়—একটু কথাবার্ত্তাও হয়।"

"তা বেশ—আমি যাব।"

তিনটার পর আবার আসিয়া নিনা, কন্যাকে ও সতীকে নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গেল। কন্যাকে খাওয়াইয়া, আয়ার জিম্মায় বাগানে তাহাকে খেলা করিতে পাঠাইয়া, সতীকে নিজ শয়নকক্ষে বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "আপনি আমায় কাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি আজীবন তিব্বত বাসিনী হয়েও এমন বাঙ্গলা শিখলাম কোথা থেকে ? আচ্ছা, আপনার মনে কি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর আপনা আপনি উদয় হয়েছে ?"

সতী বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়েছে।"

"তা হলে আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"—বলিয়া নিনা নতমুখে বসিয়া রহিল।

সতী বলিল, "সব কথা আমায় খুলে বলুন। অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আমি বড় যাতনা পাচ্চি।"

নিনা বলিল, "আমার স্বামী ছিলেন তিনিই—যিনি আপনাকে

বিবাহ করতে চেয়েছিলেন—বিবাহের ধার্য্য দিনে ভোর বেলা যাঁকে অবস্থার গতিকে দার্জ্জিলিঙ থেকে পালাতে হয়।”

এই কথা শুনিয়া, সতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চেয়ারের বাজুতে হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে নীরব হইয়াছিল। নিনাও নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার বক্ষে পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া সতী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তাঁর কি হয়েছিল?”

“জ্বরবিকারে মারা গেলেন। যাবার দিনও তোমার কথা আমায় বলেছিলেন। তাঁরই শেষ আদেশ অনুসারে, আমি ছেলে দুটিকে মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছি, তোমার বিষয় সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে, তারপর কাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছিলেন, যদি এসে আমি খবর পাই যে তুমি বিবাহ করে’ সংসারধর্ম্ম পালন করছ, তাহলে যেন কোনও কথা তোমার কাছে না ভাঙ্গি—এমন কি, তোমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে মানা করেছিলেন। আর যদি দেখি তুমি বিবাহ কর নি, তাহলে সব কথাই তোমায় যেন বলি—তোমার সঙ্গে সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হই।”

সতী কোনও কথা বলিতে পারিল না—গালে হাত দিয়া বসিয়া খোলা জানালা পথে বাহিরের নারিকেল গাছের পানে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিনা বলিল, “আমার প্রতি তোমার

মনের ভাব এখন কি রকম হচ্চে, বা এরপরে কি দাঁড়াবে তা জানি না। কিন্তু আমার প্রতি কোনও বিদ্বেষের ভাব মনে তুমি পোষণ কোর না ভাই। সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় এ নয়—য[illegible] ক্রমে সে সবই তোমায় আমি বলবো। সব কথা শুনলে, তিনি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দোষে নিতান্ত দোষী বলে' তোমার মনে হবে না। এখন আর মন খারাপ করে কি হবে? চল, দুজনে একটু চা খাইগে—আমার ছেলেদের স্কুল থেকে আসবার সময় হল, তাদেরও দেখবে চল। আমার ত আশা, তোমাতে আমাতে দুটি বোনের মত থেকে, তাঁর ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করবো। তবে তোমার যদি তা পছন্দ না হয়, ভবিষ্যতে আর আমি তোমায় বিরক্ত করবো না।"

সতী একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, নিনা।"

নিনা তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "চল—তোমায় আমি কি বলে ডাকবো, আমায় বলে দাও।"

"তুমি আমায় দিদি বলে ডেকো। এখন থেকে দুই বোনের মতই আমরা থাকবো।"—বলিয়া সতী, নিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিল।

সমাপ্ত